উপন্যাস-সন্দর্ভ
শ্রীপাঁচকড়ি দে সম্পাদিত

রঘু ডাকাত

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

রঘু ডাকাত

ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস

শরচ্চন্দ্র সরকার-সঙ্কলিত

সপ্তম সংস্করণ

CALCUTTA
PAUL BROTHERS & Co
7 SHIB KRISHNA DAW'S LANE.
1932

Published by R. C. Dey, for Paul Brothers & Co
7, Shibkrishna Daw's Lane, Jorasanko, Calcutta,
Printed by L. M. Roy. Lalit Press.
116, Maniktola Street, Calcutta.

SEVENTH EDITION.

উৎসর্গ

বহুমানাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু বৈকুণ্ঠনাথ বসু রায় বাহাদুর

মহাশয় সমীপেষু—

মহাত্মন্! আপনি বিদ্যার্থী ও বিদ্যোৎসাহী। বঙ্গভাষার আপনি একজন অকপট উপাসক। ভবদ্বিরচিত কয়েকখানি পুস্তক পাঠে ও আপনার সহিত সাহিত্যবিষয়ক সদালাপে, আপনার প্রতি আমার প্রবল অনুরাগ জন্মিয়াছে। আপনার "মান" নামক পুস্তক পাঠে ও এমারেল্ড থিয়েটারে তাহার অভিনয় দর্শনে অনেক সাহিত্যসেবী জনগণের মুখে আপনার ভূয়সী প্রশংসা কীর্ত্তন-শ্রবণে আমার হৃদয়কন্দরস্থিত প্রবলানুরাগ বহ্নি আরও উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছে।

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্রসেন-প্রতিষ্ঠিত "এলবার্ট স্কুলে" বাল্যে আপনার নিকট সঙ্গীতাভ্যাস করিতাম। গুরুচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিবার সাহস এতদিন হয় নাই। এখন সে সাহস কেমন করিয়া হইল, কোথা হইতে কে আমায় উত্তেজিত করিল, তাহা বলিতে পারি না। তবে "সোমপ্রকাশ" "কুইন" "ইণ্ডিয়ান মিরার" প্রভৃতি সংবাদপত্রের উৎসাহ-সূচক সমালোচনায় প্রোৎসাহিত হইয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি গুরুচরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপে অর্পণ করিলাম। আমার বিশ্বাস, "রঘুডাকাত" অকিঞ্চিৎকর হইলেও, আপনি ইহা পাঠ করিয়া আমায় উৎসাহিত করিবেন।

১৩০১ সাল, ৩রা পৌষ।
কলিকাতা

বিনীত
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

নিবেদন

এই "রঘু ডাকাত" উপন্যাস প্রথমে "গোয়েন্দা-কাহিনী" নামক সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল এবং পাঠকবর্গের নিকটে অত্যন্ত আদৃতও হইয়াছিল, কিন্তু নানা কারণে তাহার পর ইহা অনেক দিন ছাপা বন্ধ ছিল ; অথচ ইহার জন্য বঙ্গের চারিদিক্ হইতে পাঠক-বর্গের অত্যন্ত আগ্রহপূর্ণ অসংখ্য পত্র আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে ও হইতেছে—সুতরাং এরূপ সর্ব্বজনাদৃত পুস্তক অপ্রকাশিত রাখা কোন ক্রমেই উচিত নহে, তাহাই আমরা সুচারুরূপে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া ইহা প্রকাশিত করিলাম। এখন পাঠকবর্গের কৃপাদৃষ্টি একান্ত প্রার্থনীয়।

পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি, আমরা এই পুস্তকের পুনর্মুদ্রাঙ্কনের জন্য প্রস্তুত হইলে বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডিটেক্টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় ইঁহার আদ্যোপান্ত সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই সহানুভূতির জন্য আমরা তাঁহার নিকটে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

প্রকাশক

Isid. A dark tale darkly finished! Nay, my lord
Tell what he did.

Ord. That which his wisdom prompted—
He made the Taritor meet him in this cavern,
And here he kill'd the Traitor.

S. T. Coleridge—Remorse, Act IV, Scene I.

প্রথম খণ্ড

সংঘর্ষ—পুণ্য ও পাপে

রঘু ডাকাত

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

রোগশয্যায়

"যদি আমি এখন একবার রায়মল্ল সাহেবকে দেখ্‌তে পেতেম, তা' হ'লে দুই লক্ষ টাকার কাজ হ'ত।"

রাজস্থানের পার্ব্বত্য প্রদেশে বুঁদী নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র একতলা বাটীতে অশীতিপর এক বৃদ্ধের রোগশীর্ণ মুখ হইতে অতি কষ্টে এই কথাগুলি ধীরে ধীরে বাহির হইল। বৃদ্ধ রোগ-শয্যায় শায়িত। তাঁহার দেহ অতি ক্ষীণ—তিনি মৃত্যুমুখে অগ্রসর। নিকটেই ষোড়শ বর্ষীয়া এক অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী সুন্দরী নবীনা উপবিষ্টা। তাহার বেশ-ভূষা অতি সামান্য, কিন্তু তাহার অপরূপ রূপের ছটায় সমগ্র ঘরখানি আলো করিয়া রহিয়াছে। সে আপনার কোমল হাত দুইখানি দিয়া অতি যত্নে আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধের গায়ে হাত বুলাইতেছিল। সে কুসুমসুকুমার অঙ্গ-সৌষ্ঠব, সে পরম রমণীয় লাবণ্য সন্দর্শনে মনে হয়, যেন কোন দেববালা বৃদ্ধের সেবায় নিযুক্ত। সে বদনকমলে সাহসিকতা ও কোমলতা যেন একাধারে বর্ত্তমান।

নবীনা জিজ্ঞাসা করিল, "রায়মল্ল সাহেব কে, বাবা?"

বৃদ্ধ। রায়মল্ল সাহেবকে আমি নিজে কখনও দেখি নাই, কিন্তু, তাঁর নাম আমি অনেকবার শুনেছি। তিনি বিশ্বাসী, সাহসী, সূক্ষ্মদৃষ্টি, সদ্বিবেচক। তাঁর বাপের সঙ্গে আমার খুব আলাপ ছিল; না—আলাপ কেন, বড় বন্ধুতাও ছিল। শুনেছি, তাঁর ছেলে রায়মল্ল এখন ইংরেজ-সরকারে চাকরী করেন। তাই লোকে তাঁকে বলে, রায়মল্ল সাহেব। তিনি একজন নামজাদা গোয়েন্দা। তাঁর মত আশ্চর্য্য ক্ষমতাবান্ গোয়েন্দা নাকি এ প্রদেশে আর কেউ নাই।

"তাঁকে একখানা চিঠি লিখ্‌লে কি হয় না?"

বৃদ্ধ এই কথা শুনিয়া সেই নবীনার হাত দুইখানি ধরিয়া, খুব কাছে টানিয়া আনিয়া উচ্ছ্বসিত-স্বরে বলিলেন, "তারা, মা! আর আমি তোমার কাছে সে ভয়ানক গুপ্তকাহিনী প্রকাশ না ক'রে থাক্‌তে পারছি না। আমার জীবন অবসান-প্রায়—এ যাত্রা আর বুঝি আমি রক্ষা পাব না। তারা! তারা! মা আমার! তোমার আমি কিছুই ক'রে যেতে পার্‌লেম না। আমার শেষ-মুহূর্ত্ত আসন্ন-প্রায়।"

তরুণীর নাম তারাবাই। বৃদ্ধের এই কথা শুনিয়া তারাবাই কাঁদিতে লাগিল; কিন্তু তখনও তাহার বদনে সেই পূর্ণজ্যোতিঃ বিরাজমান। সাহসে নির্ভর করিয়া তারা বলিল, "না বাবা! আপনি ভাব্‌বেন না—আপনি না বাঁচ্‌লে, অভাগিনী তারাকে কে দেখ্‌বে—কে যত্ন করবে? বিধাতা আমার প্রতি কখনই এমন নির্দ্দয় ব্যবহার কর্‌বেন না—"

বৃদ্ধ। বাছা! আর তোমায় বৃথা প্রবোধ বাক্যে ভুলিয়ে রাখা অত্যন্ত অন্যায়—আর তোমায় প্রবঞ্চনা করা মিছে! আমার প্রাণ-বায়ু প্রায় কণ্ঠাগত। তবু যদি আমি এখনও একবার রায়মল্ল সাহেবকে দেখ্‌তে পেতেম, তা' হ'লেও তোমার একটা যা' হয়, উপায় করতে

পার্‌তেম। যদি তাঁর হস্তে তোমার রক্ষা-ভার দিয়ে যেতে পার্‌তেম, তবু আমার মনে ভরসা থাক্‌ত, আর তোমার কোন বিঘ্ন ঘট্‌বে না; কিন্তু হায়! জীবনের বিন্দুমাত্র আশা থাক্‌তে আমি সে চেষ্টা করি নাই, এখন আর দুঃখ কর্‌লে কি হবে? তোমার জন্য আমি এত চেষ্টা ক'রে কিছু ক'রে যেতে পার্‌লেম না। যে কাজ তোমার জন্য আরম্ভ করেছিলেম, আর দিন-কতক বাঁচ্‌লে তা' সিদ্ধ হ'ত—

বাকী কথা না শুনিয়াই তারা বলিল, "আমার জন্য কি কাজ, বাবা?"

বৃদ্ধ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "হাঁ মা! তোমারই জন্য। যখন দেখ্‌ছি, আমার বাঁচ্‌বার আশা নাই, তখন তোমায় সমস্ত সত্যকথা ব'লে যাওয়াই ভাল। তোমায় মানুষ কর্‌বার জন্য আমি এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত অকাতরে পরিশ্রম করেছি। মনে বড় আশা ছিল, তোমাকে তোমার যথার্থ প্রাপ্য অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হ'তে দেখে যাব; কিন্তু হায়! বিধাতা তায় বাদ সাধ্‌লেন। বাণিজ্যের ভরা নৌকা কিনারায় এসে ডুবে গেল।"

তারা। আমি অতুল-সম্পত্তির অধিকারিণী! এ কি কথা, বাবা?

বৃদ্ধ। বাছা! তুমি আমার আশ্রয়ে থেকে কোন দিন দুটী খেতে পাও, কোন দিন পাও না; কিন্তু তোমারই অতুল-ঐশ্বর্য্য নিয়ে আর একজন স্বচ্ছন্দে খুব বড়-মানুষী কর্‌ছে। অদৃষ্টের দোষে তুমি আমার পালিতা কন্যা; নইলে তোমার বিষয়-আশয় যা' আছে, অনেক রাণীর তা' নাই। অনেক জুয়াচোরে মিলে তোমায় তোমার যথার্থ প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করেছে; এখনও কোন প্রকারে যাতে তুমি সে বিষয় জান্‌তে না পার, তার জন্যই সম্পূর্ণ সচেষ্ট রয়েছে। যদি আমি এ যাত্রা রক্ষা পেতাম, তা' হ'লে রায়মল্ল সাহেবকে তোমার সহায়তায়

নিযুক্ত করতেম। পৃথিবীতে যদি কেউ তোমার যথার্থ প্রাপ্য সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারে, তা' হ'লে কেবল তিনিই একমাত্র ব্যক্তি। যারা তোমায় প্রবঞ্চিত করেছে, তাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হ'তে যদি কেউ সাহস করে, তবে তিনিই একমাত্র সাহসী বীর এ কালে বর্ত্তমান। কেবল একজন বিচক্ষণ সাহসী ও মহানুভব গোয়েন্দার সাহায্যই আমি আপাততঃ বিশেষ আবশ্যক বিবেচনা করি। উকীল-মোক্তার পরে দরকার হ'বে।

তারা। তা' এই রায়মল্ল সাহেবকে কি কোন রকমে এখানে আনা যায় না? একখানা চিঠি লিখ্‌লে কি হয় না?

বৃদ্ধ। না, তা' আর হয় না। সে সময় আর নাই। দুই-এক ঘণ্টার মধ্যে যদি আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হ'ত, তা' হ'লেও বোধ হয়, আমি তাঁকে সমস্ত কথা ব'লে, যা' হয় একটা উপায় ক'রে যেতে পারতেম।

তারা। তিনি এখান হ'তে কত দূরে থাকেন?

বৃদ্ধ। বহুদূরে—কিন্তু আমি শুন্‌ছি, তিনি এখন লালপাহাড়ে এসে-ছেন। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে সেইখানেই নাকি এখন কিছুদিন থাক্‌বেন।

তারা। লালপাহাড় এখান থেকে সাত-আট ক্রোশের বেশি ত হ'বে না।

বৃদ্ধ। তা' আমি জানি।

তারা। তবে আর কি? আমি অনায়াসে ঘোড়ায় চ'ড়ে লালপাহাড়ে যেতে পারি। তিনি কি রামলালজীর বাড়ীর কাছে থাকেন?

বৃদ্ধ। তিনি রামলালজীর বাড়ীতেই না কি বাসা নিয়েছেন, কিন্তু তা' হ'লে কি হয়? রাত্রি হ'য়ে এল—তুমি বালিকা, অসহায়া, একাকিনী। তোমায় কি আমি সাহস ক'রে ছেড়ে দিতে পারি? বিশেষতঃ এদিক্‌কার পর্ব্বতশ্রেণীতে কত দস্যু, কত বদ্‌মায়েস, কত খুনে বাস

করে ; তুমি কি তাদের অতিক্রম ক'রে যেতে পার্‌বে ? আমি কোন রকমেই সাহস ক'রে তোমায় যেতে বল্‌তে পারি না।

তারা। না বাবা, আমার জন্য আপনার কোন ভয় নাই। আমি আমার নিজের কাজের জন্য যাব না ; তবে যদি আপনার এতে একটু ভাবনা কমে, যদি আপনি একটু শান্ত হ'ন্, তাই আমি যাব।

বৃদ্ধ। না বাছা! আমি তোমায় যেতে দিতে পারি না, তোমায় পাঠাতে আমার সাহস হয় না।

তারা অল্পবয়স্কা—কিন্তু সে রাজপুত-কুমারী। যে রাজপুত-কুল-মহিলার সাহসিকতার দৃষ্টান্তে ভারতের ইতিহাসবেত্তারা এখনও গৌরব করিয়া থাকেন ; রাজস্থানের ইতিহাসের প্রতি ছত্রে, প্রতি শব্দে এখনও যাঁহাদের গৌরব জাজ্বল্যমান, তারা সেই রাজপুত-কুলোদ্ভবা। রাজপুত-রমণী চিরকালই যুদ্ধ-ব্যবসায়ে অগ্রগামিনী—বীর-ভর্ত্তার উপযুক্ত বীর-পত্নী অস্ত্র-শস্ত্রাদি সঞ্চালন, অশ্বপৃষ্ঠে দেশ-দেশান্তর-ভ্রমণ, আবশ্যক মতে স্বহস্তে কৃপাণ ধারণ করিয়া শত্রুদমন প্রভৃতি সকল প্রকার সামরিক কার্য্যে তাঁহারা বিশিষ্ট নিপুণ না হইলেও স্বার্থ সাধনার্থ কখনই ঐ সকল কার্য্যে ভীতি বা নারী-স্বভাব-সুলভ লজ্জার বশবর্ত্তিনী হইয়া পরাঙ্মুখী হইতেন না। একে তার ধমনীতে রাজপুত-রক্ত প্রবহমান, তাহাতে আবার সে বাল্যকালে পালক-পিতার যত্নে অশ্বারোহণ, অশ্ব-চালনাদি এবং এমন কি বন্দুক, পিস্তল প্রভৃতি ব্যবহার করিতে রীতি-মত শিক্ষা করিয়াছিল। যদিও তাহার শৈশবাবস্থা এইরূপ পুরুষো-পযোগী কার্য্যে পরিযাপিত হইয়াছিল, তথাপি যৌবন-সমাগমে তাহার মাধুরী ঐরূপ করিবার জন্য কোন ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। তাহার লাবণ্য পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় ঢল ঢল, যৌবনের প্রথম বিকাশের সহিত তাহার রীতিনীতির পরিবর্ত্তন হয় নাই।

তারা পার্শ্ববর্ত্তী আট-দশ ক্রোশের মধ্যে প্রায় সকল স্থানই অবগত ছিল; সুতরাং ঘোড়ায় চড়িয়া সাত-আট ক্রোশ দূরে লালপাহাড়ে যাইতে উৎসুক হইবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? উহা তাহার দৈনন্দিন ক্রীড়ার মধ্যে গণ্য—তাই তারা ধীর, গাম্ভীর্য্যপূর্ণস্বরে বলিল, "বাবা! আপনার অবাধ্য কখন হই নি, কিন্তু আজ আপনারই তুষ্টির নিমিত্ত আমি আপনার নিষেধ অবহেলা ক'রে লালপাহাড়ে যাব। আপনি ভাবিত হবেন না, আমি নিরাপদে উদ্দেশ্যসাধন ক'রে অতি শীঘ্রই ফিরে আস্‌ব।"

মুমূর্ষু বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে থাকিয়া বলিলেন, "মা! তুমি অসমসাহসিকের কার্য্যে অগ্রসর হচ্ছ, কিন্তু না গেলেও আর উপায় নাই—যেতেই হবে। দেখ, আমার মনে কেমন একটা ভীষণ আশঙ্কা আছে।"

তারা। বাবা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—আপনি ত জানেন, আমি ছেলেবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়া অভ্যাস করেছি। ছেলেবেলা থেকেই আরাবল্লী পর্ব্বতে অশ্বারোহণ ক'রে বেড়িয়েছি, কখন ত কোন বিপদে পড়ি নি। পাহাড়ের আট-দশ ক্রোশ পর্য্যন্ত সমস্ত পথঘাট আমার এক রকম জানা আছে; পথ ভুলে যাবার ভয়ও নাই, তবে আর আপনার ভাবনা কিসের?

বৃদ্ধ। আচ্ছা মা, যদি রাস্তায় রঘুনাথের সাম্‌নে পড়িস্?

এই কথায় তারার বদনকমল ক্রোধে ঈষৎ রক্তাভ হইল। নয়নদ্বয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। সে নির্ভীকস্বরে উত্তর করিল, "রঘুনাথকে ভয় কি, বাবা? তবে এ সময়ে তার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভাল। তাকে আমি ঘৃণা করি—ভয় করি না।"

এ কথা রাজপুত-কুমারীর মুখেই শোভা পায়।

বৃদ্ধ যে রঘুনাথের কথা বলিলেন, তাহার প্রকৃত নাম রঘুনাথ সিংহ। রঘুনাথও রাজপুত-বংশজাত। বাল্যকাল হইতেই রঘুনাথ তারাকে জানিত। তারার পালক-পিতার বাটীর নিকটেই রঘুনাথের পিত্রালয়। তারা ও রঘুনাথ ছেলেবেলায় একত্রে খেলা করিত। প্রায়ই তাহারা একত্রে থাকিত, সন্ধ্যা হইলে আপন আপন আবাসে যাইত। তারা যত বড় হইতে লাগিল, ক্রমে তখন কৌমার্য্যসীমা অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে লাগিল, রঘুনাথের পাপ-প্রবৃত্তি ততই প্রবল ভাব ধারণ করিতে লাগিল। রঘুনাথ, তারাকে পত্নীরূপে পাইবার প্রয়াসী হইল। তারাও যদি রঘুনাথকে যত্ন করিত, তথাপি তাহার পত্নী হইবার ইচ্ছা তাহার কোন কালেই মনে উদিত হয় নাই। তাহাকে বিবাহ করিবার কথা সে কল্পনায়ও মনে স্থান দিত না। এইরূপে বিফল মনোরথ হইয়া রঘুনাথের অন্তরে ঈর্ষাবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সে ভাবিল, তারা তাহার অপমান করিয়াছে; এ অপমানের প্রতিশোধ লইতেই হইবে। তারার নিকটে সে তাহার অকৃত্রিম প্রণয়ের পরিবর্ত্তে কেবল ঘৃণা ও অপমান লাভ করিয়াছে—প্রতিহিংসা তাহার উপযুক্ত। সে নিশ্চয়ই প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবে। হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে সে সদসৎ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার প্রতিজ্ঞা অটল, অবশ্যই তাহাকে তাহা পূরণ করিতে হইবে। রঘুনাথ ভয়ানক কপটাচারী, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, নির্দ্দয়। সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, সে 'মরিয়া' গোছের লোকের মত। পরস্বাপহরণ, ডাকাতি, খুন—কোন প্রকার পাপ-কার্য্যই তাহার অনায়ত্ত ছিল না। ভীষণ পাপাচারী হইলেও কিন্তু এই সকল দুষ্কর্ম্ম সে এতদূর সতর্কতার সহিত সম্পন্ন করিত যে, এ পর্য্যন্ত কখনও কেহ তাহার দুষ্ক্রিয়ার কথা জানিতে পারে নাই। তবে রঘুনাথ সিংহ নামে একজন ঘোর দুর্বৃত্ত পাষণ্ড, নরঘাতী,

ব্যক্তি সে প্রদেশে আছে, সকলেই তাহা জানিত; কিন্তু সে যে কোন্ রঘুনাথ, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। অনেকে তাহাকে সন্দেহ করিত, কিন্তু নিশ্চয় করিয়া কেহ কিছু বলিতে পারিত না।

তাহার পালক-পিতার আরব-দেশীয় একটি অতি উৎকৃষ্ট ঘোটক ছিল; বৃদ্ধ তাঁহার অন্যান্য সমুদয় সম্পত্তি অপেক্ষা ঐ অশ্বটীকে মূল্যবান্ জ্ঞান করিতেন। সেই সময়ে সেই প্রদেশে ঘোড়াচুরির বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। বৃদ্ধ বিশেষ যত্নে, বহু অনায়াসে এই অপহারক-দলের কবল হইতে নিজের সেই অশ্বটীকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধ যদিও তারাকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধিকক্ষণ বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি সে কথায় তারার আদৌ বিশ্বাস হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, হয় ত তিনি আপনার শরীরের অবস্থা যথার্থরূপে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। এক মুহূর্ত্তের জন্যও তারা ভাবে নাই, তাহার পরম দয়ালু পালক-পিতার আসন্নকাল উপস্থিত। তবে যে, সে লালপাহাড়ে যাইতে ব্যগ্র হইয়াছিল, সে কেবল বৃদ্ধের প্রীতির জন্য; যিনি তাহাকে কত যত্নে, বহু ক্লেশ সহ্য করিয়া পালন করিয়াছিলেন, তাঁহার তুষ্টিসাধনের জন্য চেষ্টা, তাহার সর্ব্বতোভাবে উচিত। এই কর্ত্তব্য-বোধেই এবং রমণীহৃদয়েও যে কৃতজ্ঞতার স্থান আছে, তাহাই দেখাইবার জন্য সে লালপাহাড়ে যাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল। বৃদ্ধ যে তাহাকে বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন, সে কথা সে আদৌ বিশ্বাস করে নাই। সে মনে ভাবিয়াছিল, সে কথাগুলি বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপ বাক্য মাত্র। দারিদ্র্যদুঃখ-পীড়িতা, পরান্নে প্রতিপালিতা কন্যার আবার বিষয়-সম্পত্তি কি? এই সকল কথা মনে উদয় হওয়াতেই তারা স্থির করিয়াছিল, হয় ত রোগের প্রভাবে চিত্তবিকৃতি-বশতঃ বৃদ্ধ প্রলাপ বকিতেছেন।

পালক-পিতার নিকট কিয়ৎকাল বসিয়া তারা পথ-সম্বন্ধে আরও একটি সন্ধান লইল। পরে আস্তাবলে গিয়া কুমারকে (তারা আদর করিয়া ঘোড়ার নাম কুমার রাখিয়াছিল) জীন পরাইয়া সওয়ারের জন্য প্রস্তুত করিল। তারপর আপনার শয়নাগারে আসিয়া উপযুক্ত বেশে সজ্জিত হইল। সঙ্গে দুইটি পিস্তল লইতেও ত্রুটি করিল না। পিতাকে প্রণাম করিতে গেল। বৃদ্ধ কন্যার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তারা নাম লইয়া, তারা অশ্বারোহণ করিয়া পার্ব্বতীয় পথাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। পথে কত বিভীষিকা রাক্ষসী তাহার জন্য মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে, সরলা তারা তাহার কি বুঝিবে ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পার্ব্বত্যপথে

লালপাহাড়ে উঠিয়া রামলালজীর বাটীতে পৌঁছিতে যে প্রশস্ত রাস্তা আছে, তাহার অনেক দূরত্ব বলিয়া তারা বনপথে চলিল। যাইবার সময় বৃদ্ধ বার বার তারাকে সে পথে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তারা সে নিষেধসত্ত্বেও সত্বর রামলালজীর বাটীতে পৌঁছিবার জন্য বনপথই অবলম্বন করিয়াছিল।

শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। সনাথনক্ষত্রাবলী গগনে উদিত হইয়া ধরাতলে আলোক বিতরণ করিতেছেন। এমন সময়ে সেই অপূর্ব্ব-লাবণ্যবতী, পূর্ণযৌবনা তারা অশ্বারোহণে পার্ব্বত্য-প্রদেশীয় বন-

জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অকুতোভয়ে তীরবেগে অশ্বচালনা করিতেছে। সে কোমলে কঠিন মিলন দেখিবার যোগ্য। সেই স্থির সৌদামিনী, তিলোত্তমা-সমা চম্পকবর্ণা তারার অপূর্ব্ব অশ্বচালনা-কৌশল দেখিলে মনে হয়, রাজপুতনার রমণীগণ বীরপত্নী, বীর-প্রসবিনী কেন না হইবেন ?

তারা চলিয়াছে—বিদ্যুদ্গতিতে অশ্ব ধাবিত হইতেছে। পর্ব্বত-গাত্রে অশ্বের পদধ্বনিতে যেন বোধ হইতেছে, কোন বীরপুরুষ সদম্ভে শত্রু-দমনোদ্দেশে উন্মত্তের ন্যায় কাহারও পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে।

লালপাহাড়ে উঠিতে গেলে প্রথমতঃ প্রায় এক ক্রোশ পর্ব্বতের উপর বাঁকা-চোরা উঁচু-নীচু পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। তাহার পর লালপাহাড়ের সমতল উপত্যকা ভূমিতে পড়া যায়। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই আয়াস-সাধ্য পথ অতিক্রম করিয়া সমতল ক্ষেত্রে উপনীত হইল ; এবং অশ্বের গতি কিছু কম করিয়া দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। এই পার্ব্বতীয় সমতল ভূমিতেই দস্যুগণের ভয়ানক অত্যাচার কাহিনী শ্রুত হইত। তারার বিশ্বাস ছিল, ইংরেজের শাসনে চোর-ডাকাইতেরা ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছে।

তারা নির্ভয়ে অশ্বচালনা করিতেছে, এমন সময়ে সহসা তাহার অশ্ব বিকৃতভাব ধারণ করিল। আর সে অগ্রসর হইতে চাহিল না। তারা যতই কসাঘাত করিতে লাগিল, ততই যেন অধিকতর উন্মত্ত ভাব প্রদর্শন করিল ; ক্ষণে ক্ষণে হ্রেষারব করিতে লাগিল। তারা ভাবিল, বোধ হয়, নিকটেই কোন বন্য-জন্তুকে দেখিয়া অশ্ব ভীত হইয়াছে। তখন অনন্যোপায় হইয়া তারা ঘোড়ার পিঠে চাপড়াইয়া, হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিল। অনেক চেষ্টার পর 'কুমার' শান্ত হইল বটে, কিন্তু সেখান হইতে আর এক পদও অগ্রসর হইল না।

বিস্মিত ও চমকিতনেত্রে তারা দেখিল, ঠিক সম্মুখে, ঘোড়ার মাথার কাছে যেন পর্ব্বত-গর্ভ ভেদ করিয়া সহসা এক ভীষণ মূর্ত্তি উত্থিত হইল। এতক্ষণে ঘোটকের ভয়ের কারণ জানা গেল।

চন্দ্রালোকে সৌন্দর্য্য-বিকশিত তারার লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দর্শনে সেই ভীষণ পুরুষ কথা কহিল; বলিল, "কে গো—কে গো ধনি? এত রাত্রে কোথা যাও?"

স্থির, ধীর, শান্ত অথচ নির্ভীকস্বরে তারা উত্তর দিল, "আপনি একটু পাশ কাটিয়ে স'রে দাঁড়ান, আপনাকে দেখে আমার ঘোড়া ক্ষেপে উঠেছে, পথ ছেড়ে দিন্। আমি বড় ব্যস্ত হ'য়ে এক জায়গায় যাচ্ছি।"

সেই ভীমাকৃতি পুরুষ ভীষণ হাসি হাসিয়া ভীষণস্বরে, উল্লসিতভাবে কহিল, "আরে বল কি, এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জামার পকেট হইতে একটি বাঁশী বাহির করিল এবং সজোরে বাজাইল। পর মুহূর্ত্তেই আর একটি বাঁশীর শব্দে কে প্রত্যুত্তর দিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই প্রকার ভীমাকৃতি আরও জন কয়েক লোক সেইখানে উপস্থিত হইল। তাহাদের মধ্যে একজন আসিয়া একেবারে তারার অশ্ববল্গা ধারণ করিল। অশ্ব আরও ক্ষেপিয়া উঠিল।

তারা কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, "স'রে দাঁড়াও। তোমাদের চেহারা দেখে আমার ঘোড়া এত ক্ষেপে উঠেছে যে, আর একটু হ'লে আমাকে এই পর্ব্বত থেকে ফেলে দেবে।"

পর মুহূর্ত্তেই তারার হৃদয়ে ভীতির আবির্ভাব হইল। তাহাদের একজনের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই তারার আশা-ভরসা, সাহস সমস্ত কমিয়া আসিল, ভয়ে তাহার রক্ত যেন জল হইয়া গেল। যে বিকট চীৎকার

করিয়া বলিল, "চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা হবে, তবু আমার কথা মিথ্যা হবে না। আমি নিশ্চয় বলতে পারি, এ সেই তারার গলার আওয়াজ।"

আর একজন অমনই প্রত্যুত্তরে বলিল, "তবে ত তারা নিশ্চয়ই বুড়োর সেই ঘোড়াটায় চ'ড়ে এসেছে। ভালই হয়েছে—ভালই হয়েছে। আমাদের কপাল ভাল। ঘোড়াটার বেশ দাম হবে। অনেক দিন থেকে ঐ ঘোড়াটার উপর আমার নজর আছে।"

তারা এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিল, সে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে। একবার ভাবিল, কেন বৃদ্ধ পিতার কথা অবহেলা করিয়া অন্য পথ দিয়া আসিলাম, জানা পথে আসিলে হয় ত এ বিপদ্ ঘটিত না।

তারা বুঝিল, সে নিষ্ঠুর ভয়ানক দস্যুদলের মধ্যে পড়িয়াছে। রমণী হইলেও তাহার অনিষ্ট করিতে তাহারা বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত হইবে না। বৃদ্ধের নিকটে তারা বলিয়া আসিয়াছিল, "আমি রঘুনাথকে ঘৃণা করি, কিন্তু তাহাকে ভয় করি না।" কিন্তু এখন সেই রঘুনাথের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে বড়ই ভীত হইল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। অন্য সময়ে যদি তারা রঘুনাথকে দেখিত, তাহা হইলে বাস্তবিকই বিন্দুমাত্র ভয় করিত না; কিন্তু এখন এই দস্যুদের সঙ্গে তাহাকে দেখিয়া ভয়ে তাহার প্রাণ উড়িয়া গেল। নিজের জীবনের জন্য তারা বিন্দুমাত্রও চিন্তিত বা দুঃখিত হইল না; কিন্তু যে রঘুনাথকে সে কতবার ঘৃণায় দূর করিয়া দিয়াছে, যে রঘুনাথ তাহাকে পাইবার জন্য জীবন-মরণ পণ করিয়াছে, এরূপ নিঃসহায় অবস্থায় তাহার হাতে পড়িলে তাহার পালক-পিতার কি দুর্দ্দশা হইবে, তাহাই তাহার মনে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত করিল।

ক্ষণমাত্র এই সকল কথা ভাবিয়াই তারা পলায়নের উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। যদিও মৃত্যু হয়, তথাপি বিনা চেষ্টায় আত্মসমর্পণ

করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না। তারা ভাবিল, যদি একবার সে কোন রকমে তাহার অশ্বটীকে উত্তেজিত করিয়া চালাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আর তাহাকে পায় কে? নির্ব্বিবাদে সে সকল বিপদ্ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইতে পারিবে; কিন্তু অশ্বচালনাতেও প্রবল অন্তরায়—দুইজন লোক দুই পার্শ্বে তাহার অশ্ববল্গা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তারা গম্ভীরভাবে বলিল, "স'রে দাঁড়াও—আমায় যেতে দাও—আমার বড় দরকার—আমাকে যেতেই হবে—"

দস্যুদলের মধ্যে একজন বিকট হাস্য করিয়া অশ্ববল্গা আরও জোর করিয়া ধরিয়া উত্তর করিল, "এরই মধ্যে কেন গো! ঘোড়া থেকে নামো—তোমার চেহারাখানা একবার দেখি, তার পর যাবে এখন। তোমার কোমল অঙ্গ—এত তেজী ঘোড়ায় চড়া কি তোমার সাজে। তোমাকে আমরা এই ঘোড়ার বদলে একটি বেশ ধীর স্থির শান্ত ঘোড়া দিতে পারি।"

বিপদে পড়িয়া তারা একেবারে হতবুদ্ধি হয় নাই। সে তখনও পলায়নের উপায় অনুসন্ধান করিতেছিল। অশ্ববল্গাধারীকে কথায় ভুলাইয়া দুই-এক মুহূর্ত্ত সময় অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে এবং এইরূপে তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া পলায়নের সুযোগ পাইবার আশায় বলিল, "কৈ তোমাদের ঘোড়া দেখি—আমার এ ঘোড়ার চেয়ে তেজী ঘোড়া না হ'লে আমি বদল কর্‌ব না।"

একজন অশ্ববল্গাধারী হাসিয়া বলিল, "বাঃ বিবিজান্! তুমি ত দেখ্ছি বেশ বাহাদুর! আমরা ভেবেছিলেম, তুমি আর বড় একটা কথা কইবে না।"

তারা মনে মনে ভাবিল, দস্যুগণকে প্রতারণা করা সহজ নয়। তাহাদের ইতর উপহাসে তাহার মনে বড় কষ্ট হইতেছিল; কিন্তু কি

করিবে, কোন উপায় নাই। বিষম সঙ্কটে পড়িয়াও তারা একেবারে হতাশ হয় নাই। সে ভাবিল, "এই সকল স্নেহ-মমতা-বিহীন নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর প্রকৃতি দস্যুগণের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করা অপেক্ষা যে কোন উপায়ে হউক, পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করা উচিত; তাহাতে যদি মৃত্যু হয়, সে-ও ভাল।" তাই অনন্যোপায় হইয়া, সেই মহাদুর্ব্বৃত্ত দস্যুগণের কবল হইতে উদ্ধার-লাভেচ্ছায় একবার তারা অসমসাহসীর ন্যায় কার্য্য করিল।

সহসা অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া রাজপুত-বালা 'কুমারের' পৃষ্ঠে সজোরে কসাঘাত করিল। এই অল্প সময়ের মধ্যে অশ্বটীও কিঞ্চিৎ শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল—সে-ও যেন উপস্থিত বিপদ্ বুঝিতে পারিয়াছিল; আরোহিণী কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া কুমার একেবারে হঠাৎ লম্ফ-প্রদানপূর্ব্বক তড়িদ্বেগে পার্ব্বত্যপথে অগ্রসর হইল। যে দুই ব্যক্তি অশ্ববল্গা ধরিয়াছিল, তাহারা সহসা-সমুত্থিত সে ভীষণ বেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া সেইখানে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

অশ্বটীকে অধিকতর প্রোৎসাহিত করিবার অভিপ্রায়ে তারা দুই-একবার চাবুকের শব্দ করিয়া বলিল, "চল, চল কুমার, তীরবেগে চল।" বিষম বিপদের অবস্থা যেন অনুভব করিয়া কুমার, তীরবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তারা যখনই ভ্রমণ করিতে যাইত, বেগে অশ্বচালনার প্রয়োজন হইলে তখনই সে কুমারকে ঐরূপভাবে উদ্দীপন করিত। তাই সেই চির-পরিচিত সম্ভাষণ শুনিয়া কুমার বিদ্যুদ্বৎ দ্রুতবেগে ধাবমান হইল। আশে-পাশে যে যে দস্যু দাঁড়াইয়াছিল, তাহারা স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। "চল, চল কুমার!" বলিয়া তারা মুহূর্ত্ত মধ্যে বহু পথ অতিক্রম করিল।

নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, পিস্তলের গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওয়াজ হইল। তারার কাণের কাছ দিয়া গুলি সাঁই সাঁই করিয়া চলিয়া গেল। তারা বুঝিল, দস্যুরা পিছু লইয়াছে এবং তাহারা কেবল অশ্বটীকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছুড়িতেছে। পাছে সেই লক্ষ্যে নিজে আহত হয়, এই ভয়ে তারা ঘোড়ার পিঠের উপর শুইয়া পড়িয়া, তাহার গলা জড়াইয়া ধরিল এবং কুমারকে অত্যন্ত উত্তেজিত করিতে লাগিল। এইভাবে আর দশ-পনর মিনিটকাল কাটাইতে পারিলেই তারা নির্ব্বিঘ্নে দস্যুবৃন্দের কবল হইতে মুক্ত হইয়া সাহসিকতার উপযুক্ত ফললাভ করিতে পারিত ; কিন্তু বিধাতা বিরোধী! পরিত্রাণ কোথায় ?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দস্যুহস্তে

পর্ব্বতের পথ সকল তারার বিশেষ পরিচিত থাকিলেও বিপদে পড়িয়া সে দিগ্বিদিক্-জ্ঞান-শূন্য হইল। সমস্তই যেন তাহার নূতন ও অজ্ঞাত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। কিছুদূর গিয়াই সে এমন স্থানে উপস্থিত হইল, যেখান হইতে দুই-তিনটী পথ ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া গিয়াছে। অপর সময়ে বোধ হয়, তারা লালপাহাড়ে যাইবার সোজা পথ সহজেই নির্ণয় করিতে পারিত, কিন্তু সুকুমার-মতি তারা ভীষণ দস্যুদলের হস্ত হইতে উদ্ধার-লাভের আশায় প্রাণপণ যত্নে অশ্ব ছুটাইয়াছিল, আতঙ্কে তখনও তাহার দেহ কাঁপিতেছিল, উদ্বেগ তখনও মনে বিলীন হইয়া যায় নাই, বুদ্ধি-বৃত্তি-পরিচালনার সম্যক্ শক্তি তখনও তাহার চিত্তে ফিরিয়া আসে নাই। কাজেই সেইখানে দাঁড়াইয়া কোন্ পথটী

ঠিক, তাহা বিচার করিবার অবসর পায় নাই। পশ্চাতে উন্মত্তের ন্যায় দস্যুগণ অনুসরণ করিতেছে জানিয়া, অবলা মুহূর্ত্তও অপব্যয়িত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল না। সে ইচ্ছানুরূপ অশ্ববল্গা বামদিকে আকর্ষণ করিল। অশ্বও পূর্ব্ববৎ অত্যন্ত দ্রুতবেগে বামদিকের রাস্তা ধরিয়া ছুটিতে লাগিল। পথ-নির্ব্বাচনে এই ভ্রান্তিই তারার কাল হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই সে বুঝিতে পারিল, সে ভ্রমক্রমে বিপথে আসিয়া পড়িয়াছে, আর যাইবার পথ নাই। সম্মুখে এক প্রকাণ্ড অলঙ্ঘনীয় খড্।—অশ্বের সাধ্য কি, সে লম্ফপ্রদানে তাহা অতিক্রম করে। আর দুই-চারি পদ অগ্রসর হ'লেই একেবারে সহস্র সহস্র হস্ত নিম্নে পতিত হইয়া অশ্ব ও আরোহিণী উভয়েই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইত। পশ্চাতে পদধ্বনি শুনিয়া তারা অনুমান করিল, দস্যুগণ শিকার পলাই-তেছে ভাবিয়া, মৃগান্বেষী ব্যাঘ্রের ন্যায় পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে, সম্মুখে আবার ভয়ানক খড্। তারা বিষম সমস্যায় পড়িল—কি করিবে, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সে পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, স্থির করিল। ঘোর অমানিশার অন্ধকারে আলোক-রশ্মির মত এই একমাত্র আশালোক তাহার মনোমধ্যে তখন উদিত হইল। তারা ভাবিল, দস্যুদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই সে আপনার ভ্রম সংশোধন করিয়া লালপাহাড়ে যাইবার সোজা পথে উপস্থিত হইতে পারিবে। নির্ভীকা রাজপুত-দুহিতা আশান্বিত চিত্তে পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন করিল; কিন্তু আশা মরীচিকা! দশ হাত আসিতে-না-আসিতেই সে দেখিল, সেই সকল পিশাচ-অবতারগণ তাহার পথ রোধ করিয়া দণ্ডায়মান।

রঘুনাথ চীৎকার করিয়া বলিল, "তারা! এখনও বল্‌ছি ঘোড়া থামাও।" রঘুনাথের স্বর চিনিতে পারিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তারা অশ্ব-

বেগ সংযত করিল। পলায়নের সকল আশা নির্ম্মূল হইল। রঘুনাথকে দেখিয়াই তারার হৃদয়ে অধিকতর আতঙ্ক হইল, ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া পড়িল, হৃদয়ের স্পন্দনের ক্ষমতাও যেন কে অপহরণ করিল। ক্ষণকালের মধ্যেই সশস্ত্র দস্যুবৃন্দ তারার চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া ফেলিল। শিকার পুনঃ কবলিত হইতেছে দেখিয়া, তেল-কালী-মাখাবৎ কুৎসিত মুখে তাহাদের অপূর্ব্ব আনন্দাবির্ভাব হইতে লাগিল। একবার স্ত্রীবুদ্ধির কাছে পরাজিত হইয়াছে বলিয়া এবার দস্যুগণ পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইয়া রহিল। তারাকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারা তাহার বক্ষঃস্থল লক্ষ্য করিয়া নিজ নিজ পিস্তল উঠাইয়া ধরিল। অসহায়া অবলাকে এইরূপ ভয় দেখাইতে ও আক্রমণ করিতে দুরাশয়গণ কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হইল না।

রঘুনাথ পৈশাচিক হাসি হাসিয়া কর্কশস্বরে কহিল, "আরে ময়না পাখি! বেশ উড়েছিলে—আর যাতে না উড়্‌তে পার, তার বন্দোবস্ত কর্‌ছি। তারাসুন্দরী! এখন দয়া ক'রে একবার ঘোড়াটা থেকে নেমে পড় দেখি!" রঘুনাথের সেই বিকট হাসি ও দৃঢ়-সম্ভাষণে তারা শিহরিয়া উঠিল। এদিকে নেতার আদেশক্রমে দুইজন ডাকাত, বিশেষ সতর্কতার সহিত তারার ঘোড়ার মুখ ধরিয়া রহিল। অসহায়া তারা তখন আর সুবিধা মত অশ্বচালনা করিয়া পলায়নের চেষ্টা বৃথা বিবেচনা করিল। দস্যুগণ স্থিরনেত্রে তাহার প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালন লক্ষ্য করিতেছে। তাহার জীবন এখন এই নরঘাতী মহাপাতকীদের অধীনে; কিন্তু প্রাণনাশের ভয় তারার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তাহার কেবল এইমাত্র চিন্তা, পাছে রঘুনাথ এইবার অবসর বুঝিয়া তাহার পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করে। পাছে তাহার সযত্নরক্ষিত কৌমার্য্য-রত্ন এইবার এই পাপচারী দুর্বৃত্তের হস্তে অপহৃত হয়। তারার মনে

এই ভীতি সঞ্চারিত হইতে-না-হইতেই তাহার হস্ত পিস্তলের উপরে পড়িল। তারা মনে করিলেই তৎক্ষণাৎ রঘুর মানবলীলা শেষ করিতে পারিত। বোধ হয়, তাহা হইলে নেতৃবিহীন হইয়া রঘুর নির্দ্দয় সহচরগণ তারাকে ধরিয়া রাখিতে বা তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিত না।

হউক না কেন তারাবাই বীর রাজপুতবংশীয়া, কিন্তু তাহার হৃদয় রমণীর কোমল উপাদানে গঠিত, তাহাই সহসা নরহত্যার কথা মনে উদিত হইতেই তারার যেন একপ্রকার মোহ উপস্থিত হইল। রক্তস্রোতের কথা হৃদয়ে জাগিয়া উঠিতেই তারা আপনা-আপনিই শিহরিয়া উঠিল। সে কি নরঘাতিনী হইতে পারে? কুসুমে কীট প্রবেশ করিবে? সূর্য্যে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে? তারা এ কথা ভাবিতে পারিল না। রমণী-হৃদয় বিগলিত হইল। যে মনুষ্য তাহার সম্মুখে সাক্ষাৎ পিশাচের ন্যায় বর্ত্তমান থাকিয়া নৃত্য করিতেছে, যাহার মনে ক্ষণকালের জন্যও মৃত্যুচিন্তা স্থান পাইতেছে না, কেমন করিয়া তারা তাহাকে হঠাৎ নরকের জ্বলন্ত ছবি দেখাইয়া দিবে? কেমন করিয়া পাপীকে প্রস্তুত হইবার সময় না দিয়া, তারা তাহাকে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, পাপ পুণ্যের দণ্ড-পুরস্কার-বিধাতা সর্ব্বময়ের বিচারাসনের সন্নিকটে বিচারার্থ উপস্থিত করিবে? কামিনীর কোমল অন্তঃকরণে এ চিন্তা স্থান পাইল না। যদিও রঘুনাথ তাহার সর্ব্বনাশের জন্য উৎসুক হইয়া রহিয়াছে, যদিও রঘুনাথের পাপজীবন তখন তারারই হস্তে, তথাপি সহৃদয় রাজপুতকুমারী নরঘাতিনী হইতে সহসা সাহস করিল না। সে ভাবিল, তাহার প্রতি দেবতা রুষ্ট হইবেন। জীবহত্যা রমণীর কার্য্য নয়, তাহাই তারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া কাষ্ঠ-পুত্তলিকাবৎ তুরঙ্গোপরি বসিয়া রহিল।

রঘুনাথ বলিল, "এস তারা! আমি তোমার হাত ধ'রে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া রঘুনাথ তাহার হস্ত ধারণ করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল।

ঈষৎচকিত হইয়া তারা নির্ভয়ে উত্তর করিল, "রঘু! কেন তুমি আমার উপর এত অত্যাচার কর্‌ছ? আমাকে এমন ক'রে ধ'রে রেখে তোমার কি লাভ হবে? ছেলেবেলার কথা একবার মনে ক'রে আজ্‌কের মত আমার উপরে দয়া কর, আজ্‌কের মত আমায় ছেড়ে দাও, আমি বড় বিপদে প'ড়ে এক জায়গায় যাচ্ছি।"

রঘু। তারা, কেন নির্ব্বোধের ন্যায় তর্ক কর্‌ছ? আমি কথায় ভুলি না। এখনও বল্‌ছি, কথা শোন; বুদ্ধিমতীর মত কাজ কর। আমার কথা শুন্‌লে তোমার কোন অনিষ্ট হবে না—কেউ তোমার একগাছা কেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ কর্‌তে পার্‌বে না।

তারা অনন্যোপায় হইয়া বলিল, "রঘু সিংহ! কেন তুমি আমায় এমন ক'রে পথের মাঝখানে বাধা দিচ্ছ? তুমি যদি আমার ঘোড়াটা নিয়ে সন্তুষ্ট হও, তা' হ'লে আমার সঙ্গে চল। আমার পিতা মুমূর্ষু, দেরী হ'লে বোধ হয়, আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হবে না।"

এই কথা শুনিয়া রঘুনাথের আরও আনন্দ হইল। সে স্বচ্ছন্দে বলিল, "বল কি? তোমার বাবা মর-মর——"

বাধা দিয়া তারা বলিল, "হাঁ, তিনি মৃত্যুমুখে। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁর একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্‌তে চেয়েছিলেন, তাই আমি তাড়াতাড়ি তাঁকে ডাক্‌তে যাচ্ছি। পথের মাঝখানে তুমি আর তোমার অনুচরেরা আমায় বাধা দিলে। যদি আমার ঘোড়াটা নেওয়া তোমার অভিপ্রায় হয়, তা' হ'লে ঘোড়াটা নিয়ে আমায় ছেড়ে দাও। বাবার সঙ্গে একবার আমায় শেষ-দেখা কর্‌তে দাও।"

রঘু। তারা, তুমি কি মনে করেছ, কেবল আমি তোমার ঘোড়াটা নিয়েই সন্তুষ্ট হ'ব? আমি কি কেবল তোমার ঘোড়াটা চাই? আমি তোমায়ও চাই।

তারা। আচ্ছা, তবে আজ আমায় ফিরে যেতে দাও, এর পরে তোমার মনে যা' আছে, ক'রো।

রঘুনাথ সহাস্যে বলিল, "আজ তোমায় ছেড়ে দিলে আর কি তোমায় পাব? এখন বাজে কথা ছেড়ে ঘোড়া থেকে আস্তে আস্তে ভাল মানুষের মত নেমে পড় দেখি। আর কি তোমায় আমি বিশ্বাস করি?"

তারার সকল আশা-ভরসা উন্মূলিত হইল। তারা বুঝিল, রঘুনাথ আর সহজে ভুলিবার পাত্র নয়। ভয় দেখাইয়া রঘুনাথকে বশ করিতে চেষ্টা করা বাতুলতামাত্র। তাহারা ভদ্রতার সম্মান রাখে না, শিষ্টাচারের ধার ধারে না, রাজনিয়মেরও বশবর্ত্তী নয়। আরাবল্লী পর্ব্বত তাহাদের রাজধানী। তাহারাই তথাকার রাজা। পুলিসের শাসন তথায় লব্ধপ্রবিষ্ট হয় না। অনেকদিন ধরিয়া কোম্পানী বাহাদুর এই সকল দস্যুদমনার্থ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সমর্থ হ'ন নাই। তাহারা কোথায় থাকে, কি করে, কেমন করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। লোকমুখে কেবল শোনা যায় যে, ঐ সকল পর্ব্বতে ভয়ানক দস্যুগণ বাস করে; সেইজন্য সাধ্যস্বত্বে সে পথে কেহ পদার্পণ করে না; অথচ পর্ব্বতের দুইদিকে বড় বড় সহর। ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য অনেক মহাজনকেও দায়ে ঠেকিয়া সে পার্ব্বত্যপথে আগমন করিতে হয়। অন্য পথে যাইতে হইলে যে পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হয়, তাহাতে লাভ পোষায় না। কাজেকাজেই সওদাগরগণ অতি সাবধানে দু'দশজন শরীররক্ষক ও পুলিসের লোক সমভিব্যাহারে

দিনের বেলায় পার্ব্বতীয় পথ দিয়া গমনাগমন করিত। অনেক সময়ে এরূপ শ্রুত হওয়া গিয়াছে, সে রকম দলকে ঐ দানব-স্বভাবেরা হত্যা করিয়া খড়ের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছে; কিন্তু কে হত্যা করিল, সে দস্যুগণ কোথায় থাকে বা কোথা হইতে আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল,-শত চেষ্টাতেও কেহ তাহা নিরাকরণ করিতে পারে নাই। এই কার্য্যের জন্য কতবার কত সুদক্ষ পুলিস-কর্ম্মচারী নিয়োজিত হইয়াছে; কিন্তু সকলকেই অকৃতকার্য্য হইতে হইয়াছে। এমন কি, অনেকে আর জীবিত ফিরিয়া আসেন নাই।

রঘুনাথ তারাকে ঘোটক হইতে নামাইবার জন্য হাত বাড়াইল। অশ্বটী সম্মুখের পা তুলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। অমনি চারি-পাঁচজনে মিলিয়া 'কুমারকে' সুস্থির করিবার জন্য বল্গা ধারণ করিল। তার পর রঘুনাথ তারাকে ঘোড়া হইতে নামাইয়া লইল। তারার অশ্বটী লইয়া অন্যান্য দস্যুগণ চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে যে চারি-পাচজন লোক কুমারকে শান্ত করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাদের একজন তারাকে ঘোড়ার উপর হইতে নামাইবার পূর্ব্বে কোন অজুহতে তারার কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিয়াছিল, "ভয় নাই—আমি তোমাকে রক্ষা কর্‌ব—তুমি নির্ভয়ে থাক।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে এই কথা বলিয়া সে লোকটা একটু সরিয়া দাঁড়াইল। উহা তাদৃশ বিশ্বাস্য কথা নয় বটে: তথাপি এই কথা শুনিয়া তারার হৃদয়ে যেন কি অপূর্ব্ব আশা সমুদিত হইল। দস্যুদলের মধ্যে "ভয় নাই —আমি নিশ্চয় রক্ষা কর্‌ব—তুমি নির্ভয়ে থাক।" এ কথা যে বলে, সে নিশ্চয়ই সামান্য লোক নয়, ইহাই তারার ধ্রুব জ্ঞান হইল। উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়া তারা দেখিল যে লোকটা কাণের কাছে চুপি চুপি তাহাকে উক্ত কথাগুলি বলিয়া ভরসা দিয়াছিল, তাহার পরিচ্ছদ

অবিকল অন্যান্য দস্যুগণের ন্যায়। এমন কি সে কথাও কহিতেছে, সেইরূপ কর্কশ স্বরে; কিন্তু চুপি চুপি তারার কাছে আসিয়া যখন সে বলিয়াছিল, "ভয় নাই, আমি তোমায় রক্ষা কর্‌ব—তুমি নির্ভয়ে থাক।" সে স্বর যেন দস্যুর মত নয়—সে স্বরে যেন কি একটা মাধুর্য্য ছিল। তারা বুঝিল, সে স্বর যাহার কণ্ঠনিঃসৃত, অবশ্যই সে কোন সহৃদয় পরোপকারী ব্যক্তি। তাই সেই স্বরে তারার হৃদয়ে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। তারার মনে হইয়াছিল, সে ব্যক্তি কখনই দস্যুদলের সহকারী নয়, ছদ্মবেশে কোন মহাপুরুষ স্বকার্য্যসাধনোদ্দেশে দস্যুদলস্থ হইয়া রহিয়াছেন। তারা ভাবিল, সে ব্যক্তি যে স্বরে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, চুপি চুপি কথা কহিলেও সেই স্বরই তাঁহার স্বাভাবিক স্বর—অপর স্বর দস্যুগণের সন্দেহ দূর করিবার জন্য বোধ হয়, তিনি অনুকরণ করিয়াছেন মাত্র। তখন তারা স্থির করিল, এ বিপদে তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত একজন সাহসী বীরপুরুষ ছদ্মবেশে দস্যুগণের মধ্যে আছেন; এবং কার্য্যকালে তিনি তাহাকে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবেন।

2.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই কি সেই !

এদিকে তারার কাতরোক্তি শুনিয়া রঘুনাথ কথঞ্চিৎ নম্রভাবে বলিল, "যদি তোমার বাবার এমন মৃতপ্রায় অবস্থা, তবে আর তুমি সেখানে গিয়া কি কর্‌বে ?"

ব্যথিত হইয়া তারা উত্তর দিল, "ওঃ—রঘুনাথ ! তোমার হৃদয় কি কঠিন, তুমি কি মানুষ, না পিশাচ ? তোমায় মিনতি ক'রে বল্‌ছি, আমায় আজকের মত ছেড়ে দাও ! যদি বিশ্বাস না হয়, তুমিও আমার সঙ্গে চল। বাবার মৃত্যু হ'লে তুমি যদি দস্যুদল ছেড়ে দিবে এ কথা স্বীকার কর, তা' হ'লে আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, তখন তুমি আমায় যা' কর্‌তে বল্‌বে, আমি তাই কর্‌তে রাজী আছি।"

রঘুনাথ। তারা ! আর তোমায় আমার বিশ্বাস হয় না। শৈশবকাল থেকে তোমায় আমি দেখ্‌ছি, তোমায় কি আমি জানি না ? এতদিন যদি তোমার বাবা আমার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিতেন, তা' হ'লে হয় ত আমি কখনও ডাকাতের দলে মিশ্‌তেম না। হয় ত আমরা উভয়ে বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে গৃহস্থের মত হ'য়ে থাক্‌তেম। তোমায় না পেয়েই ত আমার এ দুর্দ্দশা ! তোমায় যদি পত্নীরূপে পেতেম, তবে হয় ত এ সব কাজে আমার প্রবৃত্তিও হ'ত না। তুমি আমার সর্ব্বনাশ করেছে, তা' কি জান না, তারা ? পূর্ব্বে আমার ভাল অবস্থাতেও তুমি আমায় ঘৃণা করেছ। আর এখন সেই তুমি আমার উপস্থিত এই ঘৃণ্য অবস্থায় আমায় পূজা কর্‌বে, এইটি দেখ্‌বার আমার সাধ আছে।

কাতরা তারা করুণোক্তিসহকারে বলিল, "আমায় আজ্ কের মত বিশ্বাস ক'রে ছেড়ে দাও—"

সমস্ত কথা বলিতে-না-বলিতেই রঘুনাথ বিরক্তভাবে উত্তর করিল "তুমি স্ত্রীলোক ! স্ত্রীলোকের কথায় বিশ্বাস কি ?"

তারা এতক্ষণে আপনার ভয়ানক অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অনুভব করিতে পারিল। তাহার ধৈর্য্য, সাহস সমস্তই এককালে তিরোহিত হইল। অনেক কাকুতি-মিনতি করিল। সে পাষাণ হৃদয় কিছুতেই বিগলিত হইল না। রঘুনাথ অবশেষে বলিল, "অসম্ভব তারা, একান্ত অসম্ভব ! তোমায় আমি আর কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না। আমার এখন অন্য অনেক কাজ আছে। তোমার সঙ্গে বেশি কথা কহিবারও সময় নাই। এখন আমি যা' বলি, তা' শোন। তার পর তোমার বিষয় যা' ভাল বিবেচনা হয় করব।"

নিরুপায় হইয়া তারা রঘুনাথের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। যেখানে আগুন জ্বালিয়া অন্যান্য দস্যুরা তাহার চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া হাসি ঠাট্টা ও অন্যান্য গল্প-গুজব করিতেছিল, সেইখানে রঘুনাথ তারাকে লইয়া গেল। যে লোকটী "ভয় নাই—আমি তোমায় রক্ষা করব—তুমি নির্ভয়ে থাক।" এই কথা বলিয়া তারাকে আশ্বাস প্রদান করিয়াছিল, চঞ্চলচক্ষে তারা তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিল। তাহাকে চিনিয়া লইতে তারার বড় অধিক সময় লাগিল না। তাহার মাথায় যে লাল কাপড়ের পাগ্ড়ী ছিল, অন্যান্য দস্যু সেরূপ কাপড়ের পাগ্ড়ী পরে নাই। তাহার বেশ সমস্তই দস্যুগণের ন্যায়, মুখে লম্বা গোঁফ, চোখে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ; সে জ্যোতিঃ সাহসিকতার পরিচায়ক—সে জ্যোতিঃ বিচক্ষণতার লক্ষণ। তারা ভাবিল, "ইনি নিশ্চয়ই ছদ্মবেশী। আমার অনুমান নিশ্চয়ই সত্য।"

ঠিক সেই সময়ে দূরে কে যেন সজোরে শিস্ দিল। রঘুনাথ চকিত হইয়া সেইদিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে আসে?"

দস্যুরা সকলেই সেইদিকে চাহিল। একজন বলিল, "এ রাত্রে আজ কই কারও ত আস্‌বার কথা নাই।"

রঘুনাথ বলিল, "একজন লুকিয়ে দেখে এস, গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্ছে না।"

তৎক্ষণাৎ একটি লোক অন্ধকারে গুঁড়ি মারিয়া যেদিক্ হইতে শিসের শব্দ আসিয়াছিল, সেইদিকে গেল। দস্যুগণ সকলেই পিস্তল বাহির করিয়া সেইদিক্ লক্ষ্য করিয়া রহিল। সে লোকটি দেখিতে গিয়াছিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আর একজন লোককে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল। দস্যুগণ সকলেই তাহাকে দেখিয়া পিস্তল নামাইল।

রঘুনাথ বলিল, "আরে কেও, তুমি? কোথা গেছ্‌লে?"

আগন্তুক আগুনের কাছে আসিয়া বসিল, "সে কথা পরে হবে এখন একটা বড় সংবাদ আছে, শুন্‌বে?"

রঘুনাথ। কি? পথে কাউকে দেখ্‌লে না কি? তুমি ত অন্ধকারে গাছের পাতাটি নড়্‌লে কুটোটি নড়্‌লে, ভয় পাও। বল বল, কাউকে এদিকে আস্‌তে দেখেছ, বুঝি?

আগন্তুক। না, তোমরা কাউকে দেখেছ?

রঘু। না।

আগন্তুক। আজ মস্ত খবর নিয়ে এসেছি। অনেক কষ্টে সে সন্ধান পেয়েছি।

রঘু। বুঁদী গ্রামের লোকেরা আমাদের ধরিয়ে দেবার বড়্‌যন্ত্র করেছে—এই কথা ত?

আগন্তুক। না, তার চেয়েও শক্ত খবর।

রঘু। ভাল খবর?

আগন্তুক। ভাল বল্‌তে পার—মন্দও বল্‌তে পার। কিন্তু আর গতিক বড় ভাল নয়।

রঘু। কি ব'লেই ফেল না, অত ভূমিকা কর্‌ছ কেন?

আগন্তুক। এবার গোয়েন্দা রায়মল্ল সাহেব নাকি আমাদের পিছু নিয়েছে! কোম্পানী বাহাদুর রায়মল্ল সাহেবকে নিযুক্ত ক'রে একবার শেষ চেষ্টা দেখ্‌ছেন। শুনেছি, সে লোকটা ভারি ফন্দিবাজ।

আগন্তুকের কথা শুনিবার জন্য এতক্ষণ দস্যুগণ সকলেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু যেমন তাহারা প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা রায়মল্ল সাহেবের নাম শুনিল, অমনিই তাহাদের মুখ শুকাইয়া গেল। ভয়ে যেন তাহাদের প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল—সকলেরই যেন হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

ঘটনাক্রমে এই সময়ে তারা সেই আশ্বাসদাতা লালপাগ্‌ড়ী পরা ব্যক্তির দিকে চাহিয়াছিল। তারা দেখিল, সে লোকটির মুখের ভাব সহসা বদ্‌লাইয়া গেল। রঘুনাথ সকলকে এইরূপ ভীত হইতে দেখিয়া আপনার কটিদেশ হইতে একখানি বড় ছোরা বাহির করিয়া সজোরে ধরাতলে বিদ্ধ করিল।

মহাদম্ভে আস্ফালন করিয়া রঘুনাথ বলিল, "দেখ, যদি রায়মল্ল সাহেব আমাদের পিছু নিয়ে থাকে, তা' হ'লে এই রকম ক'রে তার বুকে ছুরি মার্‌ব। দু-শ চার-শ পুলিসপাহারা মেরে খড়ের ভিতর ফেলে দিলাম, কত গোয়েন্দা আমাদের পিছু নিয়ে ধরার ভার লাঘব কর্‌লে; যদি রায়মল্ল সাহেবের মরণ ঘুনিয়ে এসে থাকে, তা' হ'লে তারও সেই দশা হবে।"

তারা তখনও সেই লোকটীর উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিল। দেখিল, তাহার চক্ষুদ্বয়ে যেন আরও জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল, বদনে যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবের সমাবেশ হইল।

তারার মনে তখন আর এক ভাবের উদয় হইল। সে ভাবিল, "তবে এই কি সেই প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা রায়মল্ল সাহেব! যে লোককে খুন ক'রে ফেল্‌বে ব'লে রঘুনাথ এত দম্ভ আস্ফালন কর্‌ছে, এই কি সেই!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এ কি দৈববাণী?

তারা কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। কে যেন তারার কাণে কাণে বলিয়া দিল, "তারা, তোমার কোন ভয় নাই।" "ভয় নাই, আমার উদ্ধার হবে, আমি নির্ভয়ে থাকি," এই কথা কয়টা যেন তাহার হৃদয়যন্ত্রের প্রতি তারে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এতক্ষণে তারা বুঝিল, সময় হইলেই রায়মল্ল সাহেবের চেষ্টায় তাহার মুক্তি হইবে। তৎসঙ্গে তিনি দস্যুদলেরও উচ্ছেদ সাধন করিবেন। কল্পনাময় দৃশ্য তারা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ করিতে লাগিল। যাহার অনুসন্ধানে মুমূর্ষু পিতাকে একা রাখিয়া হিতাহিত-বোধ-পরিশূন্য হইয়া সে পার্ব্বত্য প্রদেশে যাইতেছিল; তাহাকে এরূপভাবে দস্যুবৃন্দের ভিতরে হঠাৎ দেখিতে পাইবে, তারা এরূপ অভাবনীয় অচিন্তনীয় কল্পনা কখনই করে নাই। যদি ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তনে রঘুনাথ কর্ত্তৃক তারা আক্রান্ত না হইত, তাহা হইলে রায়মল্ল সাহেবকে সে হয় ত কখনই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিত

না। হিতে বিপরীত হইত। যাহা মন্দ ভাবিয়াছিল, তাহা হইতে ভাল হইবে, এরূপ আশা তারার মনে একবারও স্থান পায় নাই। চক্রীর চক্রে, অভাগিনীর অদৃষ্টে এরূপ অভাবনীয় ঘটনা ঘটিবে, তাহা কি তারার অনুভবে আসিতে পারে?

তারা যখন এইরূপ আত্মচিন্তায় ব্যাকুল, দস্যুগণ তখন আপনাদের বিপদের কথা লইয়াই ব্যস্ত। যাঁহার নাম শুনিলে সে সময় দুরাত্মা-মাত্রের আপাদমস্তক ভয়ে কম্পিত হইত, যাঁহার নামে রাজপুতনার অধিকাংশ দস্যুই দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল, রঘু ডাকাতের দলও যে তাহার নাম শুনিয়া বিত্রস্ত হইবে, তাহা অসম্ভব কি? তারা স্থির হইয়া একমনে দস্যুদলের পরামর্শ শুনিতে লাগিল।

আগন্তুক কহিতে লাগিল, "তা' তোমরা যতই আস্ফালন কর না কেন, আমার বিশ্বাস, রায়মল্ল সাহেব যখন আমাদের পিছু নিয়েছে, তখন যা' হয়, একটা হেস্ত-নেস্ত না ক'রে আর ছাড়্‌ছে না। যতক্ষণ সে বেঁচে আছে, ততক্ষণ আমরা নিরাপদ্ নহি।"

রঘুনাথ বলিল, "এ সময়ে আমার সমস্ত লোক ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রয়েছে। যদি আমরা সবাই একত্র থাক্‌তেম, তা' হ'লে আমার তত ভাবনা হ'ত না। তবু বার-তেরজন এখানে এখন আমরা আছি। রায়মল্ল সাহেব একা এসে বড় কিছু কর্‌তে পার্‌ছে না।"

একজন দস্যু মাঝখান হইতে বলিয়া উঠিল, "কিছু বলা যায় না। তার যে কত বুদ্ধি, তা' কেউ ঠিক বল্‌তে পারে না। ভূতের মত সে আশে-পাশে থাকে; তাকে কেউ দেখ্‌তে পায় না—সে কিন্তু সব জানে। তার নাম মনে হ'লে আমার বুক গুর্ গুর্ করে।"

রঘু। কেন, সে তোমায় একবার জেলে পাঠিয়েছিল ব'লে? আমি দেখ্‌ছি, তার কথা পড়্‌লেই তোমার পিলে চম্‌কে উঠে। তোমার মত

ভীতু লোক আর দুটো-চারটে আমার দলে থাক্‌লেই ত আমায় আরাবল্লী পর্ব্বত ছেড়ে বনের মধ্যে পালিয়ে যেতে হবে দেখ্‌ছি।

আগন্তুক। কিন্তু সর্দ্দার, তোমার মুখে আর ও কথা শোভা পায় না। তুমি গাছের গুঁড়িতে ছোরা বিঁধ্‌তে পার, বাতাসের সঙ্গে লড়াই কর্‌তে পার, আপনার দলের ভিতরে ব'সে আস্ফালন কর্‌তে পার; কিন্তু রায়মল্ল সাহেব তোমার যম, সে কথা যেন মনে থাকে। মনে পড়ে, একবার তুমি তার হাতে ধরা পড়্‌তে পড়্‌তে বেঁচে গিয়েছ?

রঘু। সেবার আমি একা পড়েছিলেম, আর দৈবাৎ আমার কাছে কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না, তাই আমি ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম। এখন সদাই আমার কাছে পিস্তল, ছোরা থাকে। এখন যদি একবার দেখা হয়, ত বুঝ্‌তে পারি. সে কেমন গোয়েন্দা—

সহসা কোথা হইতে কে বলিল, "শীগ্‌গির দেখা হবে, প্রস্তুত হ'য়ে থাক।"

রঘুনাথ চীৎকার করিয়া উঠিল, "কে কথা কইলে? কে এ কথা বল্‌লে?"

কেহই উত্তর দিল না। প্রজ্বলিত অগ্নির তেজ তখন অনেকটা নিবিয়া আসিয়াছিল। সকলের মুখ তখন স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না। ক্রোধভরে রঘুনাথ চারিদিকে চাহিল—কেহ কোন উত্তর দিল না।

আবার অতি কঠোরস্বরে ক্রোধোন্মাদে রঘুনাথ বলিল, "তবে হয় আমাদের দলের মধ্যে কেউ নেমকহারাম আছে, নয় রায়মল্ল সাহেবের চর কেউ এখানে ঘুর্‌ছে।"

আগন্তুক কহিল, "যাক্ ও কথা ছেড়ে দাও। কেহ হয় ত ঠাট্টা ক'রে তোমায় রাগাবার জন্য এ কথা বলেছে। এখন তুমি রেগেছ, আর কি কেউ স্বীকার কর্‌বে? এখন বল দেখি, উপায় কি? রাগা-

রাগী ক’রে ত কোন ফল হবে না। ভাল রকম বিবেচনা ক’রে এখন হ’তে সাবধান হ’য়ে চলা দরকার নয়? যতক্ষণ না রায়মল্ল সাহেবকে খুন করতে পারছ, ততক্ষণ আমাদের আর নিস্তার নাই।”

তারা যাহার দিকে চাহিয়াছিল, তাহাকে ছাড়িয়া অন্যদিকে কাহারও পানে অধিকক্ষণ চাহিয়া থাকে নাই। তাহার মনে স্থির বিশ্বাস হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি রায়মল্ল সাহেব। তারার বিশ্বাস, “শীঘ্র দেখা হবে—তুমি প্রস্তুত হ’য়ে থাক,” এ কথা সেই রায়মল্ল সাহেব ভিন্ন আর কেহ বলে নাই। ঠিক সেই সময়ে তাহার দিকে দৃষ্টি ছিল না বটে, কিন্তু এ কথা যে অন্যে বলে নাই, তাহা তারার দৃঢ় ধারণা।

তারা ভাবিতে লাগিল, কেমন করিয়া সে রায়মল্ল সাহেবের সঙ্গে কথা কহিবে, কেমন করিয়া তাঁহাকে জানাইবে, তাহার মুমূর্ষু পিতার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বদেশে রায়মল্ল সাহেবের উপস্থিতি একান্ত প্রার্থনীয়। নিজের বিপদের জন্য তারা বিন্দুমাত্র ভীত নহে; কিন্তু রায়মল্ল সাহেবকে কিরূপে বুঁদীতে আপন পিতার নিকট একবার যাইতে বলিবে, এই চিন্তাই তাহার হৃদয়ে অতি প্রবল ভাব ধারণ করিল। প্রত্যুৎপন্নমতি তারার মনে অতি অল্পক্ষণের মধ্যে একটি উপায় স্থিরীকৃত হইল। সে একেবারে রঘুনাথের সম্মুখে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “রঘুনাথ! তোমরা রায়মল্ল গোয়েন্দার কথা বলছ?”

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে রঘুনাথ তারার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “হাঁ, তুমি তার কি জান?”

তারা উত্তর দিল, “আমি ত তাঁকেই খুঁজতে যাচ্ছিলেম, পথে তোমরা বাধা দিলে।”

তারা এই কথা বলিয়াই সেই আশ্বাসদাতার দিকে অপাঙ্গ বিক্ষেপ করিল। সেই ব্যক্তি প্রকৃত রায়মল্ল সাহেব কি না, এইবার

চাহিয়াই তারা তাহা বুঝিতে পারিল। তারা রায়মল্লের নাম উচ্চারণ-করিবামাত্র সেই ব্যক্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তারার মুখের দিকে চাহিয়া-ছিলেন—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি প্রকাশিত হইতেছিল।

তারা ভুল বুঝে নাই—তিনিই ছদ্মবেশে স্বয়ং গোয়েন্দা-সর্দ্দার রায়মল্ল সাহেব।

ভোজসিংহ নামে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি রায়মল্ল সাহেবের কাছে যাচ্ছিলে?"

তারা। হাঁ।

দস্যুগণ সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া তারার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

নারায়ণরাম তারার দিকে ফিরিয়া বলিল, "দেখেছ ব্যাপার? জানি, এখানকার লোকে এখন আমাদিগকে ধরিয়ে দেবার জন্য রায়মল্ল গোয়েন্দার সঙ্গে ষড়্‌যন্ত্র কর্‌ছে। এই বালিকাকে দিয়ে নিশ্চয় কোন সংবাদ পাঠাচ্ছিল।"

রঘুনাথ বলিল, "সে কি, তারা! তুমি রায়মল্ল সাহেবের কাছে কেন যাচ্ছিলে?"

প্রত্যুৎপন্নমতি তারা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "আমি রায়মল্ল গোয়েন্দার কাছে একটা খবর নিয়ে যাচ্ছিলেম।"

ভোজসিংহ লাফাইয়া উঠিয়া একেবারে বালিকার সম্মুখে গিয়া বলিল, "কি? তুমি রায়মল্ল গোয়েন্দার কাছে সংবাদ নিয়ে যাচ্ছিলে? তবে সে কি সংবাদ বল্‌তে হ'বে, নইলে মুখ চিরে কথা বা'র ক'রে নেব।"

যেমন ভোজসিংহ ঐরূপভাবে ভীষণাকৃতিতে বালিকার নিকট উপ-স্থিত হইল, অমনই কোথা হইতে অলক্ষ্যভাবে ঠিক সময়ে রায়মল্ল সাহেবও তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারা বুঝিল, পাছে

ভোজসিংহ তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করে, এইজন্য তিনি ভোজসিংহের পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন।

সাহসে নির্ভর করিয়া তারা বলিল, "আমায় ভয় দেখাচ্ছ কেন, আমি আপনিই ত বল্‌ছি। শোন—অনেক দিন পূর্ব্বে আমার পিতার সহিত রায়মল্ল সাহেবের পিতার বন্ধুত্ব ছিল। আমার পিতা একবার ঐ বন্ধুর (রায়মল্লের পিতার) জীবন রক্ষা করেছিলেন। বাবা যদিও রায়মল্ল সাহেবকে দেখেন নাই; কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন, রায়মল্ল সাহেব কখনই তাঁহার অহিতৈষী হবেন না।"

ভোজসিংহ বলিল, "আরে রাখ্‌ তোর হিতৈষী আর অহিতৈষী! এখন কি খবর নিয়ে যাচ্ছিলি, তাই আগে বল্‌।"

তারা যেন কিছু ভীত হইয়া বলিল, "বাবা এখন মুমূর্ষু। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি রায়মল্ল গোয়েন্দাকে একটি আশ্চর্য্য গুপ্ত কথা ব'লে যেতে চান্‌। বাবা কা'র কাছে শুনেছিলেন, রায়মল্ল গোয়েন্দা এখন লালপাহাড়ে আছেন। তাই তিনি আমাকে দিয়ে এই কথা ব'লে পাঠাচ্ছিলেন যে, বুঁদীগ্রামে বাবার সঙ্গে একবার রায়মল্ল সাহেবের দেখা হওয়া বিশেষ দরকার। আমি এই সংবাদ দিতেই রায়মল্ল সাহেবের অনুসন্ধানে লালপাহাড়ে যাচ্ছিলেম।"

তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না তারা এইরূপ সুকৌশলে আপনার জ্ঞাতব্য বিষয় ছদ্মবেশী রায়মল্লকে জানাইয়া সংক্ষেপে আপনার বাসস্থানের ঠিকানাও বলিয়া নিশ্চিন্ত হইল। তারা যে কি খেলা খেলিল, দস্যুগণ কেহই তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না; অথচ অতি সহজে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইল।

ভোজসিংহ বলিল, "বাঃ! বেশ চমৎকার মজার কথা বল্‌লে, যা হ'ক, এতে আমাদের আর কি উপকার হবে?"

রঘুনাথ বলিল, "চমৎকার! আমার এমন ইচ্ছে হচ্ছে যে, তারাকে আর একবার ছেড়ে দিই। ও রায়মল্ল গোয়েন্দার সঙ্গে দেখা করুক্।"

আর একজন দস্যু জিজ্ঞাসা করিল, "তাতে আর কি ফল হবে?"

রাক্ষসবৎ উৎকট হাসিয়া কঠোরস্বরে রঘুনাথ বলিল, "তাতে এই ফল হবে যে, রায়মল্ল একা বুঁদী গ্রামে তারার বাবার কাছে অসহায় অবস্থায় যাবে, আর আমরা সকলে মিলে তাকে আক্রমণ করব।"

ঠিক এই সময়ে আর একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। কে কোথা হইতে বলিল, "আজ রাত্রেই রায়মল্ল তারার বাপের কাছে যাবে। কারও সাধ্য থাকে—সেখানে যেয়ো।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

রক্ষাকর্ত্তা

সহসা বজ্রপতন হইয়া যদি সেই স্থলে একজনের মৃত্যু হইত, তাহা হইলেও দস্যুগণ এত চমকিত হইত কি না সন্দেহ; কিন্তু সে কোথা হইতে কথা কহিতেছে, জানিতে না পারিয়া তাহারা আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

দস্যুগণ বড় বিচলিত হইল বটে, কিন্তু তারার মনে অপার আনন্দ। এত সহজ উপায়ে তাহার কার্য্যসিদ্ধি হইল দেখিয়া, সে নিশ্চিন্ত হইল।

রঘুনাথ তখন এক-এক করিয়া প্রত্যেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল, প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এ কথা বলেছ?" কেহই স্বীকার করিল না। অবশেষে রঘুনাথ প্রতাপের নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "প্রতাপ তবে তুমি আমাকে রাগাবার জন্য এ কথা বলেছ?"

পাঠক ! জানিয়া রাখুন, রায়মল্ল সাহেব প্রতাপসিংহ নামে দস্যুগণের নিকটে পরিচিত ছিলেন।

প্রতাপবেশী রায়মল্ল হাসিয়া বলিলেন, "প্রমাণ কর।"

রঘুনাথ। প্রমাণ করবার আমার দরকার নাই। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্ছে, তুমিই বলেছ। তা' দেখ, আমি তোমায় সোজা কথা বল্‌ছি, যদি ভাল চাও, এ রকম ক'রে আর আমায় রাগিয়ো না। ফের যদি এ রকম কাজ কর, তা' হ'লে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন।

প্রতাপ ওরফে রায়মল্ল কোন কথা কহিলেন না। তাঁহার যুক্তি ও কার্য্যের ফল অন্য লোকের বুদ্ধির অগম্য। অন্য লোকে হয় ত ভাবিত, এরূপ করিলে পাকে-প্রকারে ছদ্মবেশী ধরা পড়িবে; কিন্তু রায়মল্ল সাহেব এরূপ স্থলে ভাবিতেন, ইহাতে তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। অপরে যাহা ঠিক বলিয়া বিবেচনা করিত, তিনি তাহা তাহার বিপরীতভাবে দেখিতেন।

রায়মল্ল সাহেব আবার আগুনের কাছে গিয়া বসিলেন।

ভোজসিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "এ প্রতাপ লোকটা কে ? কোথা থেকে এল ?"

রঘুনাথ বলিল, "ও জয়পুরে একটা ডাকাতের দলে ছিল।"

একজন দস্যু জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে কেমন ক'রে জুট্‌ল ?"

আর একজন দস্যু উত্তর করিল, "রাজারাম সিংহের ডাকাতের দলে এসে প্রতাপ প্রথমে ভর্ত্তি হয়। তারপর রায়মল্ল সাহেব যখন রাজারামের সমস্ত দল পাক্‌ড়াও করে, সেই সময়ে প্রতাপ আর দুই-তিনজন ছট্‌কে এসে রঘুনাথের দলে মেশে; কিন্তু রঘুনাথের সঙ্গে প্রতাপের ভাল বনে না। একদিন-না-একদিন দুজনে খুনোখুনী হবে।"

রঘুনাথ তারার নিকটে আসিয়া বলিল, "তারা ! তুমি আজ রাত্রির

মত ঐ ছোট তাঁবুর ভিতরে গিয়ে থাক, কাল তোমার সঙ্গে কথা হবে। এখন একটা বিশেষ কাজে যাব, তোমার কোন ভয় নাই; কাল সকালে আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে।"

তারা যাহাতে পলাইতে না পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া রঘুনাথ অন্যান্য দুই-চারিজন অনুচরসহ প্রস্থান করিল। অনন্যোপায় হইয়া তারা ক্ষুদ্র শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এমন সময়ে রায়মল্ল সাহেব ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিলেন। তারা তাঁহার নিকটে গেল।

রায়মল্ল সাহেব ওরফে প্রতাপ বলিলেন, "আমার কথার কোন জবাব দিতে হবে না; আমি যা' বলি, মন দিয়ে শুনে রাখ। বোধ হয়, তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ, আমি কে?"

তারা ঘাড় নাড়িয়া বুঝাইল, সে বুঝিতে পারিয়াছে।

রায়মল্ল সাহেব বলিলেন, "যদি বুঝ্‌তে পেরে থাক, তা' হ'লে আমার উপরে বিশ্বাস ক'রে নির্ভয়ে তাঁবুর ভিতরে গিয়ে শুয়ে থাক—নির্ভয়ে নিদ্রা যাও। কেউ তোমার দেহস্পর্শ করতে পারবে না। এইখানে সকল সময়ে তোমাকে রক্ষা করবার জন্য আমি ছাড়া অন্য তিন-চারি জন লোক আছে। তোমার কোন ভয় নাই। আমি তোমার বাবার কাছে চল্‌লেম। রঘুনাথও সেখানে যাবে, তা' আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।"

রায়মল্ল সাহেব চলিয়া গেলেন। তারা মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আগন্তুক

তারার পিতার নাম এ পর্য্যন্ত পাঠককে জানান হয় নাই। এখন আর তাহা অপ্রকাশ রাখা চলে না।

তারার পিতার নাম অজয়সিংহ।

পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে অজয়সিংহের বাটীর বাহির্দ্বারে কে আঘাত করিল। শয্যা হইতেই রুগ্ন অজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "দরজায় ঘা দেয় কে ?"

একজন বৃদ্ধ অজয়সিংহের পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলাইতেছিল। সে অজয়সিংহের প্রশ্নের উত্তর দিল, "চোর ছ্যাঁচোর, না হয় ডাকাত হবে, নইলে এত রাত্রে কে আর এখানে আস্‌বে ?"

অজয়সিংহ ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "না, আজ রাত্রে আমার সহিত একজন লোকের সাক্ষাৎ কর্‌বার কথা আছে। একবার গিয়ে দেখে এস।"

বৃদ্ধ আর কোন কথা না বলিয়া বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া বকিতে বকিতে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। এই বৃদ্ধের নাম মঙ্গল। অজয়সিংহের সম্পন্ন অবস্থায় সে তাঁহার চাকর ছিল। বৃদ্ধের একটী গুণ ছিল, সে উত্তমরূপে নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারিত এবং নানাবিধ ঔষধাদি জানিত। এমন অনেক গাছ-পালা সে চিনিত, যাহার গুণাগুণ অনেক বিচক্ষণ চিকিৎসক বিদিত নহেন। মঙ্গল অনেক কাল অজয়সিংহের বাটীতে ছিল। প্রায় চারি বৎসর কাল সে কোথায় চলিয়া গিয়াছিল,

কেহ তাহার সংবাদ পায় নাই; কিন্তু এরূপ বিপদের সময়ে সে কেমন করিয়া কোথা হইতে আসিয়া জুটিল, তাহাও কেহ বলিতে পারে না। প্রভুভক্ত ভৃত্য আসিয়াই অজয়সিংহের অবস্থা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। তার পর অন্যান্ত কথাবার্ত্তায় সে এতদিন কোথায় ছিল, তাহা বলিয়া বৃদ্ধের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়াছিল। তারা রায়মল্ল সাহেবের উদ্দেশে লালপাহাঁড়ে যাইবার কিছু পরেই মঙ্গল আসিয়া জুটিয়াছিল।

অজয়সিংহের আজ্ঞাক্রমে মঙ্গল সদর দরজা খুলিয়া দিলে একজন বলিষ্ঠ যুবাপুরুষ গৃহে প্রবিষ্ট হইল।

আগন্তুক যুবা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এই কি অজয়সিংহের বাড়ী?"

মঙ্গল। হাঁ।

আগন্তুক। এই রুগ্ন ব্যক্তিই কি অজয়সিংহ?

ক্ষীণকণ্ঠে অজয়সিংহ উত্তর করিলেন, "হাঁ, আমারই নাম অজয়সিংহ। আপনি কে?"

আগন্তুক। আমার নাম রায়মল্ল, আমি কোম্পানীর তরফে গোয়েন্দার কাজ করি। অনেক সময়ে সাহেবের বেশ পরিধান করি বলিয়া, লোকে আমায় 'রায়মল্ল সাহেব' বলিয়া ডাকে।"

গাম্ভীর্য্যপূর্ণস্বরে অলক্ষিতভাবে কে কোথা হইতে বলিল, "মিথ্যা-কথা!"

যে আগন্তুক যুবা আপনাকে রায়মল্ল গোয়েন্দা বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, সে বিস্মিত ও চকিতনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া, কাহাকেও কোথায়ও দেখিতে না পাইয়া সক্রোধে মঙ্গলকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "এ কথা কে বল্‌লে? তুই বলেছিস্, পাজী বুড়ো! আমার সঙ্গে ঠাট্টা!"

মঙ্গল বলিল, "কৈ, আমি ত কিছুই বলি নি।"

অজয়। আপনি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন ?

আগন্তুক। উদ্দেশ্য ? আপনিই ত আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন। আমার নিজের কোন উদ্দেশ্যে এখানে আসি নাই।

অজয়। আমি যে আপনাকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছি, এ সংবাদ আপনাকে কে দিল ?

আগন্তুক। আপনার কন্যা তারা আমায় এই খবর দিয়েছে।

অজয়। তবে আপনার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল ?

আগন্তুক। আজ্ঞে হাঁ।

অজয়। সে কি বল্‌লে, আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই ?

আগন্তুক। তারা বল্‌লে, আপনি আমার নিকটে কি একটি গুপ্ত কথা বল্‌বার ইচ্ছা করেন।

আগন্তুক যুবা যে ভাবে অজয়সিংহের প্রশ্নগুলির উত্তর প্রদান করিল, তাহাতে সন্দেহের কোন বিশেষ কারণ পরিলক্ষিত হইল না। অজয়সিংহও তাহাকে অবিশ্বাস করিলেন না। যে সকল কথা তিনি রায়মল্ল সাহেবের কাছে বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন, সেই সকল কথা বলিতে উদ্যত হইয়াছেন, এমন সময়ে আবার কে সেই প্রকোষ্ঠের এককোণে অদৃশ্য থাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "বিশ্বাস করবেন না—ও ডাকাত।"

রোষকষায়িতলোচনে আগন্তুক মঙ্গলের দিকে ফিরিয়া বলিল, "ফের পাজী বুড়ো—পাগ্‌লামী কর্‌ছিস্‌!"

মঙ্গল এবার কোন কথা না বলিয়া চুপ্‌ করিয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ইনি স্বয়ং—

এই সময়ে একজন লোক সদম্ভপাদক্ষেপে সেই গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তাহার বেশ রাজপুত ভদ্রলোকের ন্যায়। আকার-প্রকার দেখিলে বোধ হয়, তিনি কোন উচ্চ-বংশ-সম্ভূত। গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াই নবাগত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে হে?"

কর্কশস্বরে আগন্তুক যুবা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে?"

দুইজনে এইরূপভাবে বাগ-বিতণ্ডা হইতেছে, এমন সময়ে সভয়ে ক্ষীণস্বরে অজয়সিংহ নবাগত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি তোমায় চিনি, তোমার মুখ দেখেই তোমায় চিনতে পেরেছি। তোমার বাপের মুখখানি ঠিক যেন তোমার মুখে বসান রয়েছে। যদি তারা তোমার কাছে যথাসময়ে উপস্থিত না হ'য়ে সংবাদ দিতে না পেরে থাকে, তা' হ'লেও আজ ভগবান্ তোমায় এখানে এনে দিয়েছেন। তোমার নাম রায়মল্ল না হ'য়ে যায় না। নিশ্চয়ই তুমি সেই স্বনামখ্যাত গোয়েন্দা-সর্দ্দার রায়মল্ল।"

রায়মল্ল সাহেব হাসিয়া অজয়সিংহকে প্রণাম করিলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ লোকটা কে?"

অজয়। যাক্, যা' হ'য়ে গেছে, তা' হ'য়ে গেছে। লোকটা প্রবঞ্চক! কি আশ্চর্য্য, তোমার নামে নিজ-পরিচয় দিচ্ছিল।

রায়মল্ল সাহেব যেন কথঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন, "বলেন

কি ? আমার নামে পরিচয় দিচ্ছিল ? তবে ত বাস্তবিকই লোকটা কে তা' দেখা আবশ্যক।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আগন্তুক যুবাকে ভাবিবার সময় না দিয়াই তাহার দাড়ী গোঁফ ধরিয়া রায়মল্ল সাহেব সজোরে এক টান মারিলেন। পরচুলের দাড়ী গোঁফ খুলিয়া যাওয়ায় রঘুনাথের মূর্ত্তি ধরা পড়িল।

চমকিতনেত্রে অজয়সিংহ সেই মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "কি রঘুনাথ ! তোমার এই কাজ ! উঃ ! কি বিশ্বাসঘাতক——"

রায়মল্লের নাম শুনিয়াই ভয়ে রঘুনাথের আত্মাপুরুষ যেন উড়িয়া গিয়াছিল। সে যে-কোন উপায়ে হউক, পলাইবার চেষ্টা দেখিতেছিল। রায়মল্ল সাহেব যখন তাহাকে টানিয়া তাহার পরচুলের দাড়ী গোঁফ খুলিয়া ফেলিলেন, সেই টানাটানির সময়ে রঘুনাথ তাঁহার হাত ছাড়াইয়া পলায়ন করিল। জোর করিলে যে, রঘুনাথ পলাইতে পারিত তাহা নয় ; তবে যে কেন রায়মল্ল গোয়েন্দা তেমন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দিলেন, তাহার একটি বিশেষ কারণ ছিল। রঘুনাথের ধরা পড়িবার তখনও সময় হয় নাই।

রঘুনাথ রায়মল্লকে চিনিতে পারিল না। তাহার কারণ, তিনি তখন ছদ্মবেশী প্রতাপ ত ন'ন্। কেবল বেশের ভিন্নতা কেন, কণ্ঠধ্বনিও পরিবর্ত্তিত। সে সকল পরিচয় দিবার প্রয়োজন ছিল না বলিয়া, রায়মল্ল রঘুনাথের নিকটে প্রতাপের নাম বা তাহার কথা উত্থাপন করিয়া কোন ঘোর-ঘটা করিলেন না।

রঘুনাথ পলায়ন করিলে রায়মল্ল সাহেব স্থির-ধীর গম্ভীরভাবে অজয়-সিংহের শয্যাপার্শ্বে সমাসীন হইলেন ; পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি আমার সহিত সাক্ষাতের বাসনা করেছিলেন ?"

অজয়। তোমায় কে বলিল ?

রায়মল্ল। সে কথা এখন না-ই শুন্‌লেন।

অজয়। তারার সঙ্গে কি তোমার দেখা হয়েছিল?

রায়মল্ল। হয়েছিল।

অজয়। কোথায়?

রায়মল্ল। তারা এখন রঘু ডাকাতের অধীনে বন্দিনী।

অজয়। বন্দিনী! কি ভয়ানক! তবে তোমার সঙ্গে তার কি উপায়ে দেখা হ'ল?

সংক্ষেপে রায়মল্ল সাহেব সমস্ত কথা বিবৃত করিলেন।

ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া অজয়সিংহ বলিলেন, "আহা বাছা! আমার জন্যই তোমার অমূল্য জীবনরত্ন নষ্ট হ'ল। হায়! আমি কি কর্‌লেম— কেন অভাগিনীকে যেতে দিলেম———"

রায়মল্ল সাহেব অজয়সিংহকে সান্ত্বনা করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে অজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘু ডাকাত কে?"

রায়মল্ল। যাকে এইমাত্র দেখ্‌লেন।

অজয়। রঘুনাথ কি এখন দস্যুদলে মিশেছে?

রায়মল্ল। মিশেছে কি! ঐ ত পাহাড়ী ডাকাতের দলের সর্দ্দার। ওর দলকে দলশুদ্ধ ধরিয়ে দেবার জন্যই ত আমি কোম্পানী বাহাদুর কর্ত্তৃক নিয়োজিত হয়েছি।

অজয়। আমার তারার তবে কি হবে? তাকে কি খুন ক'রে ফেল্‌বে?

প্রশান্তচিত্তে রায়মল্ল সাহেব উত্তর করিলেন, "আপনি চিন্তিত হচ্ছেন কেন? তারার একগাছি চুলও কেউ ছুঁতে পার্‌বে না। আমার প্রাণ যায় সেও স্বীকার, তবু তারার কোন অমঙ্গল হ'তে দিব না। তারার মুখেই আমি আপনার কথা সব শুনেছি———"

রায়মল্লের উক্তি সম্পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা না করিয়াই অজয়সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তাহাকে এমন ঘোর বিপদে রেখে ছেড়ে চ'লে এলে কেন? তাকে নিয়ে এলে না কেন? না জানি, হতভাগিনী কত যাতনাই ভোগ কর্‌ছে।"

ঈষদ্ধাস্যে রায়মল্ল সাহেব বলিলেন, "আমার উপরে যদি আপনার বিশ্বাস থাকে, তা' হ'লে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। তারার কোন বিপদ্‌ হয় নি—হবেও না—তার বিপদ্‌ হ'তেই পারে না। এখন আপনি যদি আমায় কিছু বল্‌তে চান্‌, তবে শীঘ্র ব'লে ফেলুন; আর আমার বেশি দেরী কর্‌বার সময় নাই।"

অজয়। এত তাড়াতাড়ি কেন?

রায়মল্ল। মনে রাখ্‌বেন, আপনার তারা এখন দস্যুহস্তে বন্দিনী—রঘুনাথও অপমানিত হ'য়ে রেগে ফিরে যাচ্ছে। আমারও সেখানে এখন উপস্থিত থাকা আবশ্যক। কি জানি, যদি তারার কোন বিপদ্‌ হয়।

অজয়। সে কথা সত্য। অনেক কথা তোমায় বল্‌তে হবে—অনেক সময় লাগ্‌বে। তুমি ভিন্ন এই পিতৃ-মাতৃহীন বালিকার প্রাপ্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করতে আর কেউ সমর্থ হবে না।

রায়মল্ল। কোন্‌ অনাথা বালিকার কথা বল্‌ছেন?

অজয়। আমার পালিতা কন্যা ঐ তারার কথাই বল্‌ছি।

রায়মল্ল। আমার প্রাণ দিলে যদি আপনার কোন উপকার হয়, তাও আমি কর্‌ব। শুনেছি, আপনি একবার আমার পিতার জীবন রক্ষা করেছিলেন। আমি অকৃতজ্ঞ নই, যদি পারি, সে পিতৃঋণ পরিশোধ কর্‌ব।

অজয়। তুমিই পার্‌বে, অন্য লোকের সাধ্য নয়। তারা আমার, অতুলসম্পত্তির অধিকারিণী; কিন্তু তারার স্বত্বপ্রমাণার্থে যে যে কাগজ-পত্র বা দলিল-দস্তাবেজের প্রয়োজন, সে সমস্ত খোয়া গিয়াছে।

রায়মল্ল। আপনি কেমন ক'রে জান্‌লেন যে, যারা এখন তারার বিষয় নির্ব্বিবাদে ভোগ-দখল্ক কর্‌ছে, তারা সে কাগজ-পত্র নষ্ট করে নি ?

অজয়। না—না—তা' পার্‌বে না। সে সব কাগজ-পত্র নষ্ট কর্‌লে, যারা এখন তারার বিষয়সম্পত্তি ভোগদখল কর্‌ছে, তাদের আর সে অধিকার থাক্‌বে না।

রায়মল্ল। তা' আপনি এতদিন এ কথা কারও কাছে প্রকাশ করেন নাই কেন ?

অজয়। এত্দিন চেষ্টা কর্‌লে কোন ফল হ'ত না। এখন যে সুযোগ পেয়েছি, এ সুযোগ পূর্ব্বে ছিল না। সম্প্রতি আমি কতকগুলো কাগজ-পত্র ও দুই-একটা এমন সন্ধান পেয়েছি, যাতে আমার মনে অনেকটা আশা হচ্ছে—তোমার মত লোক এ কাজে হাত দিলে অভাগিনী আপনার ন্যায্য-প্রাপ্য সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হবে।

রায়মল্ল সাহেব আর অধিক সময় ব্যয় করিতে না পারিয়া অতিশয় ব্যস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "আমি আর অপেক্ষা কর্‌তে পারি না।"

অজয়সিংহ মঙ্গলকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঙ্গল ! আর আমি কতক্ষণ বাচ্‌ব ?"

মঙ্গল। এখনও অনেক বৎসর।

অজয়। আমায় প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা কর্‌বার কোন আবশ্যক নাই—সত্য বল।

মঙ্গল। সত্যই বল্‌ছি, যদি পাহাড়ী গাছপালার রসের কোন গুণ থাকে, আর আমার বৃদ্ধ বয়সে নাড়ীজ্ঞান যদি পরিপক্ক হ'য়ে থাকে, তা' হ'লে আমার কথা ঠিক খাট্‌বে। আমি নিশ্চয় বল্‌ছি, আপনি এখনও অনেক দিন বাঁচ্‌বেন।

অজয়সিংহ আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তবে যাও রায়মল্ল! স্বকার্য্য-সাধনে অগ্রসর হও। তারাকে দস্যুগণের কবল হইতে উদ্ধার কর। তোমার কার্য্য উদ্ধার হ'লেই আমার কাছে ফিরে এস। আমি তোমায় সে সব গুপ্তকাহিনী বল্‌ব।"

রায়মল্ল সাহেব এত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, এ সকল কথার কোন উত্তর না দিয়াই তিনি প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি রঘুনাথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবেন; কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহার অন্যথা হইয়া পলিড়।

পথে অন্য কার্য্যে রঘুনাথের কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। সে বিলম্বের কারণ রায়মল্ল সাহেব জানিতেন; তাই তিনি অজয়সিংহের সহিত দুইচারিটী কথা কহিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পার্ব্বতীয় পথে অশ্বারোহণে তিনি অত্যন্ত দ্রুতগমন করিতে পারিতেন; সুতরাং তাঁহার কিছু বিলম্ব হইলেও রঘুনাথের পূর্ব্বে তিনি উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।

যে স্থানে তারা বন্দিনী ছিল, তাহার কিয়দ্দূরে একটি ক্ষুদ্র জঙ্গলের নিকটে তিনি অশ্ব-গতি রোধ করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই বনমধ্য হইতে কৃষকবেশী একটি লোক বাহির হইয়া আসিল। রায়মল্ল সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "রঘুনাথ ফিরে এসেছে?"

কৃষকবেশী সেই ব্যক্তি বলিল, "না।"

রায়মল্ল। ঐ দূরে অশ্বের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বোধ হয়, রঘুনাথ আস্‌ছে। সত্বর আমার ছদ্মবেশ আমায় দাও, আর ঘোড়াটিকে নিয়ে যাও।

সে লোকটী তাহাই করিল। দু-চার মিনিটের মধ্যে রায়মল্ল সাহেব বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। সে লোকটী তাঁহার পরিত্যক্ত বসন

ও অশ্বটী লইয়া বনের ভিতরে চলিয়া গেল। প্রতাপের বেশে রায়মল্ল সাহেব দ্রুতপদে শিবিরে উপস্থিত হইয়া অন্যান্য নিদ্রিত দস্যুগণের এক পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যাপার সম্পাদন করা গোয়েন্দা সর্দ্দার রায়মল্লেরই সাজে। অশ্বারোহণে পার্ব্বত্যপথে অবাধে অতিক্রম করা, পথিমধ্যে ছদ্মবেশ পরিধান ও পরিত্যাগ করা, বিষম শত্রুকে সাম্‌নাসাম্‌নি উপস্থিত হইয়া চমকিত করা, তিনি ভিন্ন অন্য কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। অনেক বিবেচনা করিয়া কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে এত সম্মানপূর্ব্বক রাখিয়াছিলেন এবং উচ্চপদ প্রদান করিয়াছিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

গুপ্ত পরামর্শ

রঘুনাথ ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই প্রতাপের অনুসন্ধান করিল। দেখিল, সে একপার্শ্বে পড়িয়া গাঢ় নিদ্রা যাইতেছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়া রঘুনাথ কি ভাবিল; মনে করিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া সে প্রতাপকে দেখিতে পাইবে না। প্রতাপের উপরে তাহার সন্দেহ হইয়াছিল। সে কখনও ভাবিত, প্রতাপ রায়মল্লের চর। আবার কখনও ভাবিত, সে নিজেই বা রায়মল্ল সাহেব; কিন্তু আজ রঘুনাথের সে ভ্রম দূর হইল। প্রতাপ যে ছদ্মবেশী রায়মল্ল সাহেব নয়, এ বিষয়ে তাহার স্থির ধারণা জন্মিল। যদি রায়মল্ল হইত, তাহা হইলে অজয়-সিংহের গৃহে তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে কেমন করিয়া? রঘুনাথ সিদ্ধান্ত করিল, প্রতাপ রায়মল্লের একজন চর হইতে পারে বটে।

নিদ্রিত দস্যুগণের মধ্য হইতে বাছিয়া একজন দস্যুকে রঘুনাথ টানিয়া উঠাইল। নিদ্রাভঙ্গের জন্য প্রথমে সে বড় বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু রঘুনাথকে দেখিয়া তাহার বিরক্তির ভাব দূর হইল। রঘুনাথ বলিল, "ভোজসিংহ! একবার আমার সঙ্গে বাহিরে এস দেখি, বড় দরকারী কথা আছে।"

ভোজসিংহ রঘুনাথের আজ্ঞাক্রমে তাহার সঙ্গে শিবিরের বাহিরে গেল। যে স্থানে ক্ষুদ্র শিবিরে তারা বন্দিনী ছিল, তাহারই পশ্চাতে যাইয়া উভয়ের কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল।

রঘুনাথ বলিল, "দেখ, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে রায়মল্ল গোয়েন্দার দেখা হয়েছিল।"

ভোজ। এতদিনে বুঝি তোমার চোখ ফুট্‌ল?

রঘুনাথ। কেন?

ভোজ। পাঁচ ঘণ্টা আগে যদি আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে, তা' হ'লে আমি তোমায় ব'লে দিতে পার্‌তেম যে, রায়মল্ল গোয়েন্দা আমাদের দলের মধ্যে মিশে আছে।

রঘুনাথ। অ্যাঁ—বল কি! আমাদের দলের মধ্যে?

ভোজ। হাঁ।

রঘুনাথ। না, তুমি যা' ভাব্‌ছ, তা' নয়; তবে এখানে তার এক বেটা চর আছে, এ কথা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি।

ভোজ। কে?

রঘুনাথ। প্রতাপ।

ভোজ। তুমি ঠিক বল্‌তে পার, প্রতাপ রায়মল্ল গোয়েন্দা নয়?

রঘুনাথ। হাঁ, আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি। কেন জান? আজ রাত্রে অজয়সিংহের বাটীতে আমি রায়মল্ল গোয়েন্দাকে দেখেছি।

ভোজ। তার পর কি হ'ল?

রঘুনাথ সংক্ষেপে সমস্ত বিবরণ বর্ণন করিল। কেবল নিজে যেরূপ-ভাবে অপদস্থ হইয়াছিল, সে ঘটনাটুকু বাদ দিয়া বলিল।

ভোজ। তাই ত, লোকটা অন্তর্যামী না কি! যে সময়ে যেখানে দরকার, ঠিক সময়ে সেইখানে আবির্ভাব হয়। ভূতের মত লোকের আশে-পাশে ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু কেউ কখন তাকে ধর্‌তেও পারে না।

রঘুনাথ। এইবার যদি তাকে আমি আমার পাল্লায় পাই, একেবারে খুন ক'রে ফেল্‌ব।

ভোজ। বড় শক্ত কাজ! রায়মল্ল গোয়েন্দার মাথার একগাছি চুল ছুঁতে পারাও শক্ত কথা। রাতারাতি গুম-খুন কর্‌তে পার্‌লে তবেই সুবিধা।

রঘুনাথ। এখন কি করা যায়, বল দেখি?

ভোজ। এখান থেকে জাল গুটোও।

রঘুনাথ। তাতে আমার মত আছে। রায়মল্ল যখন পিছু নিয়েছে, তখন দিন-কতক গা-ঢাকা দেওয়াই ভাল।

ভোজ। তা' মন্দ নয়।

রঘুনাথ। কিন্তু যাবার আগে একটা কাজ কর্‌তে হবে, এ প্রতাপ বেটাকে মেরে যেতে হবে, ওটা বিশ্বাসঘাতক—রায়মল্লের চর।

ভোজ। আমার মনেও ঠিক ঐ কথা উঠেছিল; কিন্তু আমি তোমায় এতক্ষণ বলি নি। খুন ক'রে না হয় খড়ের ভিতর ফেলে দিলেম; কিন্তু খুন করাই যে শক্ত। দলের ভিতর অনেক লোক ওর সহায়—অনেকের সঙ্গে ওর বড় ভাব।

রঘুনাথ। আমি তার এক মতলব ঠাওরেছি। ঐ যে তিনজন নূতন লোক আমাদের দলে এসে সম্প্রতি মিশেছে, ওরা এদেশী নয়—

এ দেশের লোকের উপরে ওদের বড় মায়া-দয়া নাই। ওদের দ্বারাই প্রতাপকে খুন করতে হবে। তুমি ওদের ডেকে নিয়ে এস। তার পর আমি সব পরামর্শ বল্‌ছি।

উভয়ে এইরূপ কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। ক্ষুদ্র শিবিরমধ্য হইতে তারা তাহাদের সমস্ত কথাই শুনিল। বরাবর তারার মনে বিশ্বাস ছিল, প্রতাপ ওরফে রায়মল্ল সাহেব তাহাকে সমস্ত বিপদে উদ্ধার করিবেন; কিন্তু এইরূপ পরামর্শ শুনিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। সে একবার উঁকি মারিয়া দেখিল, রঘুনাথ ও ভোজসিংহ চলিয়া গিয়াছে; এবং যে প্রহরী তাহার রক্ষকস্বরূপ নিযুক্ত হইয়াছিল, সে-ও নিদ্রিত। তারা আর স্থির থাকিতে পারিল না; নিঃশব্দে বাহির হইয়া দস্যুগণের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিল। তথায় সকল দস্যুই নিদ্রা যাইতেছিল। একপার্শ্বে প্রতাপকে দেখিয়া তারা তাঁহার কাছে গেল।

প্রতাপ এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিদ্রিত হন্ নাই। তাঁহার দুই-চারি-জন অনুচরও মাঝে মাঝে তাঁহাকে দুই-একটি খবর দিয়া যাইতেছিল। তিনি নাসিকাধ্বনি করিয়া নিদ্রিতের ন্যায় শয়ন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোথায় কি হইতেছে, তাহার সংবাদ একটিও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। সমস্ত সংবাদই চরে তাঁহাকে অবগত করাইতেছিল।

তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া তারা কাণে কাণে বলিল, "আমি আপনাকে একটা কথা বল্‌তে এসেছি। রঘুনাথ আপনাকে হত্যা কর্‌বার পরামর্শ কর্‌ছে।"

প্রতাপ হাসিয়া বলিলেন, "আমি জানি। আমার জন্য তোমার কোন ভয় নাই। তবে যে তুমি নিজে আমায় সাবধান ক'রে দিতে এসেছ, তার জন্য আমি তোমায় ধন্যবাদ দিই। তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানে যাও। রঘুনাথ তোমায় যেখানে নিয়ে যেতে চায়, তার সঙ্গে

সেইখানে যেয়ো। জেনো, আমি ছায়ার ন্যায় তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌ব। এখানে আর ব'সে থেকো না—কেউ তোমায় আমার কাছে দেখ্‌লে সন্দেহ কর্‌বে—সর্ব্বদিক্ নষ্ট হবে।"

তারা আর কথা কহিতে পারিল না। সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া আসিতেছে, এমন সময়ে আর একটা কথা মনে পড়াতে প্রতাপকে বলিতে গেল। সেই সময়ে পশ্চাদ্দিক্ হইতে কে তাহার বস্ত্র ধরিয়া সজোরে এক টান মারিল।

দশম পরিচ্ছেদ

তারা ও রঘু

যে ব্যক্তি তারার বসন ধরিয়া টানিয়াছিল, সে রঘুনাথ। তৎপশ্চাতে ভোজসিংহ দণ্ডায়মান।

রঘুনাথ। তারা! তুমি ওদিকে যাচ্ছিলে কেন?

তারা। প্রতাপকে সাবধান ক'রে দিবার জন্য।

রঘুনাথ। কিসের জন্য সাবধান?

তারা। তোমরা ওঁকে খুন কর্‌বার মতলব কর্‌ছ তাই।

রঘুনাথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?"

তারা। আমি তোমাদের পরামর্শ সব শুনেছি।

রঘুনাথ। আমাদের কথায় তোমার থাক্‌বার কোন দরকার নাই। তুমি নিজের বিপদ্ নিজে ডেকে আন্‌ছ। তুমি এ পর্য্যন্ত বাঁধা ছিলে না, এইবার তোমায় বেঁধে রাখ্‌তে হবে।

তারা কাঁদিয়া বলিল, "তোমার হাতে পড়েছি, এখন তোমার যা' ইচ্ছা করতে পার; কিন্তু জেনো রঘুনাথ? উপরে একজন আছেন, তিনি তোমার এই পাপ কাজ সব দেখ্‌তে পাচ্ছেন। এক্‌দিন-না-এক-দিন এর প্রতিফল তুমি পাবেই পাবে।"

বালিকার মুখে এইরূপ সতেজ কথা শুনিয়া রঘুনাথের বড় রাগ হইল। তারার গলায় হাত দিয়া ধাক্কা দিতে দিতে সে তাহাকে শিবিরের বহির্দ্দেশে লইয়া আসিল। তার পর বলিল, "যাও, তুমি যেখানে ছিলে, সেইখানে যাও। ভাগ্যে আমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলেম, তাই ত তুমি প্রতাপের সঙ্গে কথা কহিতে পেলে না, নইলে আমাদের গুপ্ত-পরামর্শ প্রতাপ ত সব টের পেত!"

ডাকাতের কড়া হাতের ভয়ানক ধাক্কা খাইয়া তারার কোমল দেহে গুরুতর আঘাত লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে অভাগিনী শিবিরে প্রবেশ করিল। রঘুনাথ প্রথমে তারাকে প্রতাপের সহিত কথা কহিতে দেখে নাই। তারা যখন দ্বিতীয়বার প্রতাপের কাছে যাইতেছিল, তখন রঘুনাথ তাহাকে দেখিয়াছিল; সুতরাং রঘুনাথের বিশ্বাস হইয়াছিল, তারা প্রতাপকে কোন কথা বলিবার অবকাশ পায় নাই।

রঘুনাথের আদেশে ভোজসিংহ একে একে প্রত্যেক দস্যুকে জাগাইল। কেবল প্রতাপকে কেহ ডাকিয়া উঠাইল না। নিঃশব্দে অন্যান্য দস্যুগণ চলিয়া গেল। কেবল রঘুনাথ, ভোজসিংহ আর তিনজন বিদেশীয় দস্যু প্রতাপকে হত্যা করিবার জন্য রহিল। রঘুনাথের আদেশক্রমে তারাকেও অন্যান্য দস্যুগণের সহিত যাইতে হইল। এতক্ষণে অভাগিনীর আশা-ভরসা একেবারে উন্মূলিত হইবার উপক্রম হইল।

কেমন করিয়া হত্যা করিতে হইবে, কোন্ খড়ের ভিতরে প্রতাপের মৃতদেহ ফেলিয়া দিতে হইবে, এই সমস্ত কথা বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া,

অবশেষে সেই তিনজন বিদেশীয় দস্যুকে রাখিয়া ভোজসিংহ ও রঘুনাথ উভয়েই প্রস্থান করিল।

যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন হাসিতে হাসিতে প্রতাপ নেত্রপাত করিলেন। তিনি তাহাদের তিনজনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "বেশ কাজ করেছ! বেশ বোকা ভুলিয়েছ! আমি তোমাদের উপর বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। রঘুনাথ যে তোমাদিগে আমার অনুচর ভাবে নি, এইটিই আশ্চর্য্য! তোমরা রঘুনাথের সঙ্গে কথা ক'য়ে যে, তার মন ভিজাইতে পেরেছ, আর তোমাদের উপরে বিশ্বাস ক'রে যে, সে এত বড় একটা হত্যাকাণ্ডের ভার দিয়েছে, এই তোমাদের কার্য্যদক্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ।"

পাঠক! এতক্ষণে বোধ হয়, ব্যাপারটা কি বুঝিতে পারিলেন। এই তিন বিদেশীয় দস্যু রায়মল্লের অনুচর এবং তাঁহারই শিক্ষায় শিক্ষিত। তাহারা অনেক মিথ্যাকথা বলিয়া রঘুনাথের দলে মিশিয়াছিল; কিন্তু রঘুনাথ একদিনও ইহা সন্দেহ করে নাই যে, তাহারা রায়মল্লেরই সাহায্যকারী। প্রথমে প্রতাপকে রায়মল্ল ভাবিয়াই রঘুনাথ সন্দেহ করিয়াছিল; কিন্তু অজয়সিংহের বাড়ীতে রায়মল্ল সাহেবকে দেখিয়া তাহার সে বিশ্বাস তিরোহিত হইয়াছিল।

রঘুনাথ প্রতাপকে রায়মল্ল গোয়েন্দার প্রধান অনুচর বলিয়া স্থির করিয়াছিল। পাছে প্রতাপ জীবিত থাকিলে রায়মল্ল তাহাদের গতি-বিধির কথা জানিতে পারেন, এইজন্য প্রতাপকে হত্যা করিবার কল্পনা রঘুর মনে উদিত হয়।

প্রতাপ একজন দস্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দুইখানি ছোরায় রক্ত মাখিয়ে রঘুনাথকে দেখাও যে, তোমরা প্রতাপকে হত্যা করেছ। এখন তা'রা সকলে রাজেশ্বরী উপত্যকায় যাচ্ছে। তোমরাও সেইখানে যাও। লালপাহাড়ের পাশে বনের ভিতর দিয়েও রাজেশ্বর

উপত্যকায় যাওয়া যায়। দস্যুরা সে পথ দিয়ে যাবে না, তাহাদিগকে অনেক ঘুরে যেতে হবে; সেখানে পৌঁছিতে প্রায় বেলা আড়াইটা হবে। আমি ইতিমধ্যে একটা প্রয়োজনীয় কাজ সেরে লালপাহাড়ের পাশে বনের ভিতর দিয়েই রাজেশ্বরী উপত্যকায় উপস্থিত হ'ব। বোধ হয়, সকলের আগে আমি সেখানে পৌঁছিব। আমি যাকে যেমন ভাবে কাজ কর্‌তে শিখিয়ে দিয়েছি, ঠিক সেই রকম যেন সকলে করে। তার একটু ব্যতিক্রম হ'লেই ধরা প'ড়ে যাবে। খবরদার—খুব সাবধান।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা

এই ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পরে প্রতাপ পূর্ব্বে অজয়সিংহের বাড়ী হইতে আসিয়া যেখানে একবার ঘোড়া রাখিয়া আসিয়াছিলেন, পুনরায় তথায় উপস্থিত হইলেন। আবার সেই ব্যক্তি আসিয়া তাঁহাকে বসন-ভূষণ প্রদান করিল। ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, সেই সকল বস্ত্রাদি পরিধান-পূর্ব্বক প্রতাপ রায়মল্ল সাজিলেন।

ঊষার চিহ্ন তখনও চারিদিকে সম্পূর্ণ দৃষ্ট হয় নাই। অল্প অল্প আলো, অল্প অল্প অন্ধকার তখনও বর্ত্তমান। ভগবান্ অংশুমালী তখনও গগন-পটে অনুদিত। রায়মল্ল সাহেব ঘোটকে আরোহণ করিয়াই তীরবেগে অশ্বচালনা করিলেন। দিনমণি আকাশে পূর্ণজ্যোতিঃ প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই তিনি অজয়সিংহের বাটীতে পৌছিলেন। মঙ্গল আসিয়া সদর দরজা খুলিয়া দিল। নিঃশব্দে তিনি রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপবেশন করিলেন।

অজয়সিংহ নানা প্রশ্ন করিলে, তিনি সংক্ষেপে সমস্ত কথা তাঁহাকে বিবৃত করিয়া তারার আদ্যোপান্ত ঘটনা বর্ণন করিতে অনুরোধ করিলেন। অজয়সিংহ বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তারার পিতা অতুল সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। তারা তাঁহার একমাত্র কন্যা, অন্য উত্তরাধিকারী বা উত্তরাধিকারিণী কেহ ছিল না। তারার পিতা মৃত্যুকালে এই মর্ম্মে একখানা উইল করেন, যতদিন না তারার বিবাহ হয়, ততদিন তাহার বিমাতা তাহার অভিভাবিকা স্বরূপ থাকিবেন। তারার বিবাহ হইলে সেই জামাতা তাঁহার বিষয়ের অধিকারী হইবেন, এবং তারার বিমাতা খোরাক-পোবাক ও পাঁচশত টাকা মাসহারা পাইবেন; কিন্তু যদি দুরদৃষ্টক্রমে তারার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তারার বিমাতা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবেন এবং সেই-ই তাঁহার বিষয়ের উত্তরাধিকারী হইবে। তাহাতেও তারার বিমাতা আজীবন মাসহারা ও খোরাক-পোবাক প্রাপ্ত হইবেন।

"তারার বয়ঃক্রম যখন পাচ বৎসর, তখন তারার বিমাতা তাহাকে তাহার মাসীর বাড়ীতে ছল করিয়া পাঠাইয়া দেন্। সেখানে লোক লাগাইয়া একটা পুষ্করিণীতে তারাকে ডুবাইয়া মারে।

"তারার পিতা আমার খুড়্তুতো ভাই। আমাদের দুই ভায়ে বড় অসদ্ভাব ছিল। পূর্ব্বে আমাদের পৈতৃক-সম্পত্তি ভাগ হয় নাই; কিন্তু তারার পিতার সহিত আমার অসদ্ভাব হওয়াতে মোকদ্দমা করিয়া আমি বিষয়-সম্পত্তি ভাগ করিয়া লই।

"তারার পিতা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। আমিও ব্যবসা-বাণিজ্য করিতাম। তিন পুরুষ আমরা তাহাই করিতেছি। আমার পিতামহ হইতে কেহ কখনও দাসত্ব স্বীকার করেন নাই। অদৃষ্টগুণে তারার পিতা ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি করেন। আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ আমি ব্যব-

সায়ে সর্ব্বস্বান্ত হই। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে আবার আমার সহিত তাঁহার সদ্ভাব হয়।

"যখন আমি তারার পুকুরে ডুবে মরার সংবাদ পাই, তখন মৃতদেহ দেখিবার জন্য আমি তথায় যাই——"

রায়মল্ল সাহেব বলিলেন, "তারার মৃতদেহ! আপনি কি বল্‌ছেন? তারা ত এখনও জীবিত!"

অজয়সিংহ হাসিয়া বলিলেন, "ঐটুকুই ত কথা। তারার মৃত্যু হয় নাই বটে, কিন্তু ঠিক তারার মত আর একটি মেয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তারার বিমাতা সেই মৃতদেহটিকে তারার মৃতদেহ বলিয়া লইয়া যায়। কাজেকাজেই লোকে জানে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি তারাকে খুব কমই দেখিয়াছিলাম, মৃতদেহ দেখিয়া তাই পূর্ব্বে চিনিতে পারি নাই।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্বকথা—ক্রমশঃ

রায়মল্ল বলিলেন, "তার পর তারাকে আপনি কেমন ক'রে পেলেন, আর কেমন ক'রেই বা জান্‌লেন, এই তারাই সেই তারা?"

অজয়সিংহ বৃদ্ধ মঙ্গলকে দেখাইয়া বলিলেন, "তারার যখন জন্ম হয়, তখন এই মঙ্গল আমার ভায়ের ভৃত্য ছিল। যতদিন আমার ভাই জীবিত ছিলেন, ততদিন মঙ্গল তারাকে লালন-পালন করে। তার পর তাঁহার মৃত্যু হইলে, মঙ্গল আসিয়া আমার কাছে থাকে। তারার

চিবুকে ছেলেবেলায় দু-একটা কাটাকুটির চিহ্ন ছিল। তাহা মঙ্গল জানিত। সে চিহ্ন দেখিয়াই জীবিত তারাকে মঙ্গল চিনিতে পারিয়াছিল।”

রায়মল্ল। তারাকে কি উদ্দেশ্যে তাহার বিমাতা মেরে ফেল্‌তে চেষ্টা করে?

অজয়। তারাকে মেরে ফেল্‌তে পার্‌লেই আমার ভায়ের অতুল সম্পত্তি তারার বিমাতার ভোগে আসে; একটা নামমাত্র পোষ্যপুত্র নিয়ে আজীবন সুখে-স্বচ্ছন্দে সমস্ত বিষয় ভোগ কর্‌তে পারে।

রায়মল্ল। কেন? তারার বিমাতা যে টাকা মাসহারা পাবেন, সেই টাকাতেই ত তাঁর বেশ চল্‌তে পারে?

অজয়। তা' বল্‌লে কি হয়? লোভ বড় ভয়ানক জিনিস। তা' ছাড়া এর মধ্যে আর অন্য লোক আছে। তারই ষড়্‌যন্ত্রে এই সব ঘটেছে। তারার বিমাতার চরিত্র ভাল নয়। জগৎসিংহ নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সে দুশ্চরিত্রা গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ। তারই পরামর্শে এই সব হয়েছে। সে লোকটা রাজার হালে আছে। বিষয়-সম্পত্তি এখন যেন সবই তার হয়েছে। পূর্ব্বে সে আমার ভায়ের বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধারক ছিল। তাঁর জীবিতাবস্থায়ই তারার বিমাতার সঙ্গে সেই লোকটির গুপ্ত-প্রণয় হয়; কিন্তু সে কথা কেহ জান্‌তে পারে নাই। এখন সে নামে বিষয়ের তত্ত্বাবধারক, কাজে—সে-ই হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা।

রায়মল্ল। আপনি এই সব কথা কেমন ক'রে জান্‌তে পার্‌লেন?

অজয়। একে একে সব ব'লে যাচ্ছি। সমস্ত শুন্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে—ব্যস্ত হ'য়ো না।

রায়মল্ল। আচ্ছা, বলুন।

অজয়। আমার ভ্রাতার মৃত্যুর দিন-কয়েক পরেই তারাকে কে

চুরি ক'রে নিয়ে যায়। মঙ্গল একবার ছুটি নিয়ে বাড়ী যায়। দেশে যাবার সময়ে বাঙ্গালা মুল্লুকে এক স্থানে সে তারাকে দেখে চিন্‌তে পারে। বর্দ্ধমানে একটি গৃহস্থ লোকের বাড়ীতে মঙ্গল রাত্রিবাসের জন্য অতিথি হয়। সেইখানে সে তারাকে প্রথমে দেখে, দেখিয়াই তার সন্দেহ হয়। তার পর গৃহস্বামীকে মঙ্গল সে কথা জিজ্ঞাসা করে। গৃহস্বামী একজন বাঙ্গালী বাবু। তাঁর নাম জনার্দ্দন দত্ত—ভদ্র কায়স্থ। তিনি বলেন, "অনেক দিন পূর্ব্বে আমার বাড়ীতে একজন পশ্চিম দেশীয় রাজপুত এই মেয়েটিকে নিয়ে আসেন, আর এক রাত্রি থাক্‌বার জন্য আমার আশ্রয় চান্। ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন দেখে, আমি তাঁকে আশ্রয় দিই। বিশেষতঃ মেয়েটিকে দেখে আমার বড় মায়া হয়। পাছে রাত্রে থাক্‌বার স্থানাভাবে মেয়েটির কষ্ট হয়, এই ভেবে আমি আমার বাহিরের একটা ঘর খুলে দিই। আহারাদি শেষে রাত্রিতে সেই রাজপুত ভদ্রলোকটি মেয়েটিকে নিয়ে শয়ন করে। আমিও যেমন প্রতিদিন বাড়ীর ভিতরে শয়ন করি, সেদিনও সেইরূপ করি। পরদিন প্রাতে আমার চাকর আমার নিদ্রাভঙ্গ ক'রে আমায় বলে, 'বাবু, এই মেয়েটি এক্‌লা বাহিরের ঘরে প'ড়ে কাঁদ্‌ছে, আর সেই লোকটা কোথায় চ'লে গেছে।' ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে আমি বাহিরে এসে দেখি, বাস্তবিকই রাজপুত ভদ্রলোকটা মেয়েটীকে রেখে পলায়ন করেছেন; তার পর তাঁর অনেক অনুসন্ধান ক'রেও তাঁকে খুঁজে পাই নাই। মঙ্গল গৃহস্বামীর এই কথা শুনে তাঁকে প্রকৃত কথা বলে এবং তারার পরিচয় দেয়। তারাকে অনেক দিন হ'তে প্রতিপালন ক'রে তার উপরে গৃহস্বামীর একটু মায়া বসেছিল; সেইজন্য সহজে তিনি তাকে ছেড়ে দিতে চাহেন নাই। তার পরে মঙ্গলের পত্র পেয়ে আমি সেখানে উপস্থিত হ'য়ে তারাকে নিয়ে আসি।"

রায়মল্ল। তারাকে পেয়ে, আপনি রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হ'লেন না কেন ?

অজয়। হয়েছিলেম—নালিশ করেছিলেম—বার দিন ধ'রে ক্রমাগত মোকদ্দমা ক'রে শেষে আমার হার হয়।

রায়মল্ল। কেন ? প্রমাণ কর্‌তে পার্‌লেন না ?

অজয়। না, তারার বিমাতা বল্‌লে, এ মেয়েটিকে সে কখনও দেখে নি। তার ভগিনী, সম্পর্কে তারার মাসী, যার বাড়ীতে ছল ক'রে তারাকে পাঠান হয়েছিল, তিনিও বল্‌লেন, এ মেয়েটিকে পূর্ব্বে কখনও দেখেছেন ব'লে স্মরণ হয় না। যে জেলে পুষ্করিণী থেকে জালে তারার মৃতদেহ উত্তোলন করেছিল, সে-ও হলফ নিয়ে মিথ্যাকথা কইলে। এ ছাড়া ঘুষ খেয়ে প্রতিবাসী দু-চার জন লোকও মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে পাপের মাত্রা বাড়ালে। কাজেই আমি প্রকৃত তারার অস্তিত্ব ও স্বত্ব প্রমাণ কর্‌তে পার্‌লেম না। মোকদ্দমায় হার হ'য়ে শেষ-দশায় যা' কিছু পুঁজি-পাটা ছিল, তাও খোয়ালেম। তার পর এতদিন অতি কষ্টে কায়ক্লেশে তারার ভরণপোষণ করেছি। যদি ভগবান্ দিন দেন্, তবে একদিন তারা সুখিনী হবে। আমি সেইটুকু দেখে মরতে পার্‌লেই জন্ম সার্থক ব'লে বিবেচনা করব।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আশার সঞ্চার

রায়মল্ল সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন এমন কি প্রমাণ পেয়েছেন, যাতে আপনি তারার স্বত্ব প্রমাণ কর্‌তে সাহস কর্‌ছেন ?"

অজয়। কাগজ-পত্র ছাড়া আমি এমন তিনটী বিষয় পেয়েছি, যাতে তারার যথার্থ প্রাপ্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের পক্ষে আর কোন কষ্ট হবে না।

রায়মল্ল। বলুন।

অজয়। আমার প্রথম এবং প্রধান সাক্ষ্য মঙ্গল। ছেলেবেলায় সে প্রতিপালন করেছিল, সুতরাং তার কথা আদালত গ্রাহ্য কর্‌বে।

রায়মল্ল। গ্রাহ্য না কর্‌লেও কর্‌তে পারে। মঙ্গল ছেলেবেলায় তারাকে মানুষ করেছিল ব'লেই যে, সে এখনও তাকে ঠিক চিন্‌তে পার্‌বে, সে কথার সারবত্তা কি ?

অজয়। আমার দ্বিতীয় কারণ, তোমাকে মুখে না ব'লে হাতে হাতে দেখাচ্ছি। এই ছবিখানি কার, বল দেখি ?

অজয়সিংহ রায়মল্লের হাতে হাতীর দাঁতের উপরে ক্ষোদিত একখানি বহু পুরাতন ছবি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল দেখি, এখানি কার ছবি ?" রায়মল্ল ছবিখানি দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন।

রায়মল্ল। কেন ? এ ত তারার ছবি।

অজয়। ভাল ক'রে দেখ।

রায়মল্ল। আমি ভাল ক'রেই দেখেছি। এ নিশ্চয় তারারই ছবি।

অজয়। তারা এই ছবিখানি জীবনে কখন দেখে নাই।

রায়মল্ল। বলেন কি? তবে এ কার ছবি?

অজয়। তুমি আমায় এইমাত্র জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলে, কেমন ক'রে আমি তারাকে চিন্‌তে পার্‌লেম; কিন্তু এই দেখ, তার এক প্রমাণ। এ ছবিখানি আমার ভায়ের প্রথম পক্ষের স্ত্রীর—তার নিজ-জননীর ছবি। এই ছবি দেখে যদি তারার ছবি ব'লে ভ্রম হয়, তা' হ'লে প্রকৃত তারাকে দেখে চিন্‌তে আর কতক্ষণ লাগে?

রায়মল্ল। আদালতে এ তর্কও যে কতদূর দাঁড়াবে, তা' আমি ঠিক বল্‌তে পারি না।

অজয়। আচ্ছা, এও যদি প্রকৃষ্ট প্রমাণ ব'লে গ্রাহ্য না হয়, তা' হ'লে আর একটি কারণে আমি বোধ হয়, মোকদ্দমায় জয়ী হব। যে রাজপুত তারাকে বালিকাকালে জনার্দ্দন দত্তের বাড়ীতে রেখে এসেছিল, এখন সে লোকটাকে ধরা গিয়াছে। মঙ্গল অনেক অনুসন্ধানের পর সে লোকটাকে বার করেছে।

রায়মল্ল। লোকটা কি করে?

অজয়। কিছুই করে না। অর্থের লোভে এই ঘৃণিত পাপ কাজে সহায়তা করেছিল। এখন সে খেতে পায় না। হাতে হাতে পাপের প্রতিফল পেয়েছে। কষ্টে প'ড়ে তার একটু ধর্ম্মজ্ঞান হওয়াতে আদালতে আমার সহায়তা কর্‌তে সম্মত হয়েছে।

রায়মল্ল। আদালতে এ সাক্ষীতেও বড় বিশেষ কোন কাজ হবে না; তবে তার দ্বারা কাজ আরম্ভ কর্‌বার পক্ষে সুবিধা হবে।

অজয়। কেন, সে লোকটি নিজমুখে যদি দোষ স্বীকার করে, আর যে ব্যক্তি তাকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিল, তাকে যদি চিনিয়ে দিতে পারে, তা' হ'লেও কি কাজ হবে না?

রায়মল্ল। না, তাতেও কোন কাজ হবে না। কেন না, তারা এখন বড় হয়েছে। সে লোকটি শপথ ক'রে এমন কথা বলতে পারবে না যে, এই সেই তারা এবং এই তারাকেই বালিকাকালে সে বর্দ্ধমানে বিসর্জ্জন দিয়ে এসেছিল।

অজয়সিংহের সকল উৎসাহ, সকল তেজ যেন নষ্ট হইল। তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। অত্যন্ত নৈরাশ্যব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন, "তবে আর তারার অপহৃত সম্পত্তির পুনরুদ্ধার হবে না? অভাগিনীর যথার্থ প্রাপ্য সম্পত্তি আর সে ফিরে পাবে না?"

রায়মল্ল। ততদূর নিরাশ হবেন না। তারা সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ফিরিয়ে পেলেও পেতে পারে।

অজয়। এই যে তুমি বল্‌লে, ও সব প্রমাণে কোন কাজ হবে না, তবে কি ক'রে তারা সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে পাবে?

রায়মল্ল। আপনি যে সব প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তাতে আদালতে কোন কাজ না হ'তে পারে; কিন্তু আমি তাতেই কাজ চালাব; আপনি আমার কথা ঐ দেয়ালের গায়ে লিখে রেখে দিন্। যদি আমি জীবিত থাকি, তা' হ'লে তারার প্রাপ্য সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি নিশ্চয়ই পুনরুদ্ধার ক'রে দিব।

অজয়। কেমন করে?

রায়মল্ল। সে কথা এখন আমি আপনাকে বল্‌ব না। আমার ফন্দী আছে। আমার ফন্দী, আমার কোন মতলব, আমি কারও কাছে আগে প্রকাশ করি না।

অজয়। সকল মানুষেরই ভুল হয়। তুমিও মানুষ, তোমারও ভুল হ'তে পারে। অভ্রান্ত মানুষ জগতে কেহ নাই। যদি তুমি তোমার উদ্দেশ্যসাধনে অপারক হও, যদি কোন ভুল কর, যদি ঠ'কে যাও——

রায়মল্ল। রায়মল্ল গোয়েন্দা আজ পর্য্যন্ত ত কোন কাজে বিফল-মনোরথ হয় নি—আজ পর্য্যন্ত ত কোন কাজে ঠকে নি।

অজয়। কখন্ তুমি এ কাজে হাত দেবে?

রায়মল্ল। রঘু ডাকাতের শ্রাদ্ধ শেষ ক'রেই এ কাজে হাত দেবো।

অজয়। কতদিনে রঘু ডাকাতের শেষ হবে?

রায়মল্ল। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।

অজয়। রঘুনাথ যখন এত ভয়ানক লোক, তখন তুমি হয় ত বিপদে পড়্তে পার। তাহাদের দলকে-দলশুদ্ধ ধর-পাকড় করতে যাবে? তারা খুনে লোক, তোমায় খুন ক'রে ফেল্তে পারে।

রায়মল্ল। রঘুনাথের হাতে মৃত্যু, বিধাতা আমার কপালে লেখে নাই। যদি মরি, তুচ্ছ রঘু ডাকাতের হাতে কখনই নয়। আমায় মারতে তার চেয়ে বুদ্ধিমান, তার চেয়ে বীর, তার চেয়ে সাহসী পুরুষের দরকার।

এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা শেষ করিয়া, রায়মল্ল গোয়েন্দা বিদায় গ্রহণ করিয়া অশ্বারোহণে আবার পার্ব্বতীয় পথে প্রস্থান করিলেন। রঘু-ডাকাতের সর্ব্বনাশের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন আজ দুই মাসকাল ধরিয়া তিনি তাহার সমস্ত আয়োজন করিতেছিলেন, এতদিনে তাঁহার সমস্ত অভিসন্ধি পূর্ণ হইয়াছে। চারিদিকে আট-ঘাট বাঁধিয়া কাজ করিয়াছেন, পাহাড়ের সর্ব্বস্থানে পুলিসের লোকজন ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিতেছে। এমন কি রঘু ডাকাতের দলের সঙ্গেও তাঁহারই কয়জন লোক মিশিয়া রহিয়াছে। এখন মাত্র তাঁহার শেষ-কার্য্য বাকী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সাহস সঞ্চার

রঘুনাথ রায়মল্ল গোয়েন্দার ভয়ে পার্ব্বতীয় নিভৃত উপত্যকায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। রাজেশ্বরী উপত্যকায় বড় ভূতের ভয়! সাধারণ-জনগণ বা পর্ব্বতনিবাসী নীচজাতি পর্য্যন্তও তথায় কেহ গমানাগমন করিত না। বিশেষতঃ সে প্রদেশ নিবিড়-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কাঠুরিয়া ছাড়া তথায় আর কাহারও যাইবার বিশেষ আবশ্যক হইত না। রাজেশ্বরী উপত্যকায় একটি মাত্র দ্বার। প্রবেশ ও প্রত্যাগমনের পথ সেইটি ব্যতীত আর দ্বিতীয় নাই। দস্যুগণ তাহাই জানিত, জনসাধারণেও তাহাই জানিত। পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে দু-একজন অশীতিপর বৃদ্ধের মুখে শোনা যাইত, অন্যদিক্ দিয়া রাজেশ্বরী উপত্যকায় যাইবার ও আসিবার আরও একটি পথ ছিল; কিন্তু তাহা জঙ্গলে এমন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে যে,বর্ত্তমানে এখন তাহার চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হয় না। রায়মল্ল গোয়েন্দা কোন বৃদ্ধের মুখে এই কথা শুনিয়া রাজেশ্বরী উপত্যকার অন্য পথ আবিষ্কার করিতে যত্নবান্ হ'ন্। অনেক দিন অনুসন্ধানের পর তিনি তাহা আবিষ্কার করিয়া লোকজন লাগাইয়া বন পরিষ্কৃত করান্।

সে প্রদেশের বাল-বৃদ্ধ-বনিতা জানিত, রাজেশ্বরী উপত্যকায় প্রেতযোনীর উপদ্রব আছে; কিন্তু রায়মল্ল গোয়েন্দা জানিতেন, সে প্রেতযোনী আর কেহ নহে—দস্যুগণই সেই প্রেতযোনী আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়া নির্ভয়ে তথায় বাস করে। তাহাদের অত্যাচারে সে প্রদেশস্থ

অধিবাসিগণ অস্থির। কাজেকাজেই সকলে বলে রাজেশ্বরী উপত্যকায় অসংখ্য প্রেতের আবাস।*

এমন কোন পাপকার্য্য নাই, যাহা রঘুনাথ জানিত না—বা করিত না। রাজেশ্বরী উপত্যকায় সেদিন জনকয়েক নোট-জালিয়াতের জন্য সে অপেক্ষা করিতেছিল। রঘুনাথকে যে যখন যে কাজে নিয়োজিত করিত, কখনও সে 'না' বলিত না। খুন, ডাকাতি প্রভৃতি তাহার নিকটে মানাস্পদ কার্য্য। তাহাতে কখনও সে পশ্চাৎপদ হইত না।

উক্ত উপত্যকায় পৌঁছিয়া দুই-তিনটি শিবির সংস্থাপিত হইলে, বেলা তিন-চারিটার সময়ে রঘুনাথ একবার তারার শিবিরে উপস্থিত হইল। পূর্ব্বস্থান পরিত্যাগ করিয়া অবধি এ পর্য্যন্ত তারার সহিত রঘুনাথ কোনও কথা কহে নাই।

তারা অসহায়া—অভাগিনী, সরলা বালিকা হতাশায় ম্রিয়মাণা। রঘুনাথ সেই শিবিরে প্রবেশ করিবামাত্র তাহার হৃদয়ে মহাভীতির সঞ্চার হইল। আশা-ভরসা তাহার হৃদয়ে তখন আর কিছুই স্থান পাইতেছিল না। মায়া-মমতাবিহীন নরপিশাচবৎ রাক্ষসগণের হস্তে পরিত্রাণের উপায় একমাত্র প্রতাপসিংহ, তিনিও ত অন্তর্হিত। তাঁহারও ত আর কোন খোঁজ-খবর নাই—তাঁহাকেও তারা অনেকক্ষণ দেখে নাই। তবে কি যথার্থই রঘুনাথের ঘৃণিত চক্রান্তে পড়িয়া মহাশূর রায়মল্ল গোয়েন্দা ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন? এই সকল ভাবনা তারার মনোমধ্যে উপস্থিত হইল।

রঘুনাথের মহাস্ফূর্ত্তি, বড় আস্ফালন! মুখে আর হাসি ধরে না। সে কঠোর স্বর, সে কর্কশ কথা, সে ভীষণ দৃষ্টি এখন যেন আর কিছুই নাই। নির্ব্বিঘ্নে নিশ্চিন্ত মনে নির্ভয়ে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তারা! এতটা পথ এসে বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছ?"

ক্রোধকষায়িতলোচনে, কম্পিতদেহে কঠিনকণ্ঠে তারা উত্তর করিল, "খুনি! মহাপাতকি! তুই আবার আমার সাম্‌নে এসেছিস্?"

রঘুনাথ। আমি খুনী?

তারা। খুনী নয় ত কি?

রঘুনাথ। কাকে খুন কর্‌তে তুমি আমায় দেখেছ?

তারা। প্রতাপকে।

রঘুনাথ। তাতে আমার দোষ কি? আমাদের দলের কেউ তাকে ভালবাস্‌ত না, সকলের সঙ্গেই তার মহা শত্রুতা। কাঁরও সঙ্গে বোধ হয় ঝগ্‌ড়া হয়েছিল, সে রাগ সাম্‌লাতে না পেরে মেরে ফেলেছে।

তারা। রাক্ষস! এই কথা ব'লে তুই এখন আমায় ভুলাতে চাস্—হৃদয় থেকে কি এ কথা বল্‌ছিস্, নিজের বুকে হাত দিয়ে দেখ্ দেখি।

আর রঘুনাথ সহ্য করিতে পারিল না। শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে রক্তস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সক্রোধে রঘুনাথ বলিল, "শোন তারা! তোমার অনেক কথা আমি সহ্য করেছি, কিন্তু আর কর্‌ব না। আজ রাত্রে তোমাকে আমার উপভোগ্য হ'তেই হবে—আজকেই আমাদের বাল্যকালের বিবাদভঞ্জন হবে—আজই আমি তোমার আন্তরিক ঘৃণার পরিশোধ নেব।"

তারার দেহের সমস্ত শোণিত জল হইয়া আসিতে লাগিল। মৃত্যুর ভীষণ ছায়া যেন তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিল। যদি রঘুনাথ ব্যস্ত বা কোন বিষয়ে চিন্তিত থাকিত, তাহা হইলে তারা কতকটা নিভয়ে সুসময়ের অপেক্ষা করিতে পারিত; কিন্তু তাহার নিশ্চিন্ত, ভাবনাবিহীন, হাসিমাখা মুখ দেখিয়া ও এইরূপ মিষ্টালাপ শুনিয়া তারার সকল আশাভরসা উন্মূলিত হইয়াছিল।

তারা জিজ্ঞাসা করিল, "রঘু! তোমাকেও একদিন মর্‌তে হবে।" সে কথা কি একবারও ভেবে দেখ না?"

রঘু। না।

তারা। কি? তুমি মর্‌বে না? তোমার ইহজন্মে মৃত্যু হবে না?

রঘু। না, আমার কখনও মৃত্যু হবে না। আমি মহাদেবের মত অমর হ'য়ে চিরকাল বেচে থাক্‌ব। তোমার তাতে কিছু আপত্তি আছে?

তারা। আচ্ছা, সব বুঝ্‌লেম। কেন তুমি আমার সর্ব্বনাশ কর্‌তে উদ্যত হয়েছ?

রঘু। তোমাকে বড় ভালবাসি বলে।

তারা। ভালবাসা কি এর নাম—এই রকম ক'রে বন্দিনী ক'রে রেখে, অবলা অসহায়া অনাথিনীর সর্ব্বনাশ সাধন করা কি ভালবাসার লক্ষণ?

রঘু। আমি তোমায় ভালবাসি কি না, তার প্রমাণ দিচ্ছি। যে কথা বলি, মন দিয়ে শোন।

তারা। আমি তোমার কোন কথা শুন্‌তে চাই না। আমায় বাড়ী পাঠিয়ে দাও। আমার বৃদ্ধ পিতার মৃত্যু-শয্যাপার্শ্বে একবার আমায় যেতে দাও।

রঘু। আমি তোমাকে আজ যথারীতি বিবাহ ক'রে আমার ভালবাসার পরিচয় দিতে চাই। আজ সন্ধ্যার সময় তুমি আমার পরিণীতা বনিতা হবে।

চক্ষু বড় করিয়া দৃঢ়তাপরিপূর্ণস্বরে তারা বলিল, "কখনই না—কখনই না।"

রঘু। আর আমি বল্‌ছি, নিশ্চয়—নিশ্চয়। অদ্য রাত্রে আমায়

স্বামী ব'লে তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। চন্দ্র সূর্য্য মিথ্যা হবে, তথাপি আমার কথা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না।

তারা। ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমায় জীবিত দেখ্‌তে পাবে কি না, সন্দেহ। তোমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার যদি আর কোন উপায় না পাই, আত্মহত্যা কর্‌ব।

রঘু। যাতে আত্মহত্যা না কর্‌তে পার, সে বিষয়ে আমার বিশেষ দৃষ্টি থাক্‌বে। তার উপায় আমি কর্‌ছি, তার পরে যখন তুমি আমার পত্নী হবে তখন তোমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার লওয়ায় আমার সম্পূর্ণ অধিকার থাক্‌বে।

তারা। রঘুনাথ! আমি এখনও বল্‌ছি, তোমার পাপ অভিসন্ধি কখনই পূর্ণ হবে না—ভগবান্ আমায় রক্ষা কর্‌বেন।

রঘু। তোমার ভগবানে আমি বড় বিশ্বাস করি না। মানুষ ত কোন্ ছার! এখানে এসে তোমার সে ভগবান্‌ও তোমাকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না! এখানে যত লোক দেখ্‌ছ, সকলেই আমার বশ; আমার কথায় সকলেই উঠে বসে। আমি এখানে রাজা, যা' মনে কর্‌ব, তাই কর্‌তে পার্‌ব।

তারা। কিন্তু তুমি বা স্বপ্নে ভাব নাই, এমন উপায়ে আমার জীবন রক্ষা হইতে পারে, আর সেই সঙ্গে তোমারও সর্ব্বনাশ হতে পারে।

রঘু। তারা! যার আশায় এখনও এত সাহস ক'রে কথা কইছ, সেই প্রতাপ আর জীবিত নাই। তোমার সকল আশা, সেই প্রতাপের ঘৃণিত দেহের সঙ্গে অবসান হয়েছে।

বাস্তবিক তাহার পক্ষে এখন চারিদিক্ অন্ধকার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নিঃসহায়া অবলাবালার সহায়তা করে বা তাহাকে উৎসাহ দেয়, এমন লোক আর কেউ নাই। শমন যেন ভীষণ মুখব্যাদন করিয়া

তারাকে গ্রাস করিতে আসিতেছে! এ অবস্থায় তারা কাহার আশায় জীবিত থাকিবে? কে ঐ বিপদে অভাগিনীকে রক্ষা করিবে? কে এ ভয়ানক পাপাচারী, নরহত্যাকারী রাক্ষসগণের হস্ত হইতে এই বিপদ্‌গ্রস্তা, কাতরা, ব্যাকুলা রাজপুতবালাকে উদ্ধার করিবে? রঘুনাথের মুখ দেখিয়া ও তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া এখন তাহার মনে এই সকল কথা উদয় হইতে লাগিল। এত বিপদেও তারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ। তারা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও সে রঘুনাথের পত্নী হইবে না।

রঘুনাথ বলিল, "তারা! এখন বিবেচনা ক'রে কাজ কর। ভালমানুষী করবার এখনও সময় আছে। এখনও তোমার প্রতি আমি বল প্রকাশ করি নি।"

তারা কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই দূরে দস্যুগণের বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। রঘুনাথ ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বলিল, "বাহিরে আমায় কে ডাক্‌ছে। তোমায় ভাল ক'রে বুঝাতে সময় পেলেম না—আমি চল্লাম। যত শীঘ্র পারি ফিরে আস্‌ছি। ইতিমধ্যে তুমি মন স্থির কর, যাতে বিনা বলপ্রকাশে আমার প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পার, তজ্জন্যও প্রস্তুত হও।"

অনেকক্ষণ ধরিয়া তারা অনেক কথা ভাবিল। যাহার উৎসাহবচনে উৎসাহিত হইয়া সে আশায় বুক বাঁধিয়াছিল, সে প্রতাপসিংহ রঘুনাথের ভীষণ চক্রান্তে অকালে কালকবলিত হইলেন। এখন কে আর তাহাকে এ বিপদে উদ্ধার করিবে? কে তাহাকে রঘুনাথের কঠোর হস্ত হইতে রক্ষা করিবে?

তারা বসনে বদনাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। একবার তাহার পালক-পিতা অজয়সিংহের দুর্দ্দশার কথা তাহার মনে উদিত হইল।

তাঁহার সেই রোগশয্যা, সেই আসন্ন-মৃত্যুকাল সমস্তই মনে পড়িল। আর মনে পড়িল, পূর্ব্বেকার সুখের দিন, বর্ত্তমান দুঃখের দশা! কল্পনাপথে বাল্যকালের সকল কথাই একে একে অন্তরে জাগিতে লাগিল। শৈশবে সেই রঘুনাথের আদর, সেই একসঙ্গে খেলা-ধূলা, একসঙ্গে দৌড়াদৌড়ি, একসঙ্গে খেলাঘরে কত পরামর্শ—সকলই স্মৃতিপথে দেখা দিল। তার পর কি ভাবিয়া তারা উঠিয়া দাঁড়াইল। বক্ষঃস্থলের আবরণ উন্মোচন করিয়া, একখানি সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা টানিয়া বাহির করিল, আত্মহত্যায় প্রস্তুত হইল। আপনা-আপনি বলিল, "আর কেন, এই ত সময়! আর কার আশায় জীবন রক্ষা করব? রঘুর বিবাহিত পত্নী হওয়া অপেক্ষা আমার মরণই ভাল।" তারা নিজ বক্ষঃ লক্ষ্য করিয়া দৃঢ়মুষ্টিতে তাহা ধারণ করিল। তৎক্ষণাৎ সেই শাণিত ছুরিকা ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল।

এমন সময়ে কে পশ্চাদ্দিক্ হইতে বলিল, "থামো, আত্মহত্যা ক'রো না।"

চমকিত হইয়া তারা পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া চাহিল। ঠিক পশ্চাতে শিবিরের যবনিকা ঈষৎ অপসারিত করিয়া কে, একজন লোক তাহার দিকে স্থিরলক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে!

তারা জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি! কেন আমায় এখন বাধা দিলেন?"

সে লোকটি বাহির হইতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তুমি বড় চপলা বালিকা! এত ভীত হচ্ছ কেন? তোমার কোন ভয় নাই—রঘুনাথ তোমার একগাছি চুলও ছুঁতে পারবে না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে লোকটি তদ্দণ্ডেই অন্তর্হিত হইল। কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ়া হইয়া তারা সেইখানে বসিয়া পড়িল।

দ্বিতীয় খণ্ড

পুণ্যের জয় হইল

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

তারার সহায়

অভাগিনী তারা সেই বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা হইয়া অনেকক্ষণ নানা বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল; কিন্তু উপায় স্থির করিতে পারিল না। সে যতবার নিরুৎসাহ হইয়াছিল, যতবার মরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, ততবারই কাহারও-না-কাহারও উত্তেজনায় তাহার যেন কতকটা সাহস হইয়াছিল। তারা আপনা-আপনি বলিল, "কে আমায় এ বিপদে উদ্ধার করিবে? কেন এরা আমায় বাধা দেয়? কার আশায় কি সাহসে বুক বাঁধিব?"

পশ্চাদ্দিক্ হইতে কে আবার বলিল, "কেন তুমি ভয় পাচ্ছ? তোমায় রক্ষা কর্‌বার জন্য চারিদিকে লোক রয়েছে। তোমার অনিষ্ট করে, কার সাধ্য?"

তারা পশ্চাদ্দিকে চাহিয়া দেখিল, সেই পূর্ব্বেকার মত শিবিরের পরদা একটু সরাইয়া সে লোক তাহাকে সাহস প্রদান করিতেছে।

তারা বলিল, "আপনি যেই হ'ন, আপনি জানেন না, আমি কত বড় বিপদে পড়েছি। এ রকম নিঃসহায় অবস্থায় রঘুর হাত থেকে কে আমায় উদ্ধার করিবে? এ বিপদে কে আমার সহায় হবে?"

উত্তর। তোমার এখন কোন বিপদ্ ঘটে নি।

তারা। আপনি কে?

উত্তর। আমি একজন তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী।

তারা। আপনি আমার সহায়তা কর্‌তে পার্‌বেন? আমায় ঐ বিপদ্ হ'তে রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন?

উত্তর। নিশ্চয়ই পার্‌ব; নইলে আমি এখানে দাড়িয়ে কেন? তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তুমি তোমার বিপদ্ যত নিকটবর্ত্তী ব'লে মনে কর্‌ছ, রঘুনাথের বিপদ্ তা'র চেয়ে এগিয়ে এসেছে।

তারা। দস্যুদলের মধ্যে প্রতাপসিংহ-ই আমার একমাত্র আশার স্থল ছিলেন। তিনি যখন রঘুনাথের চক্রান্তে প'ড়ে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হ'লেন, তখন আর কার ভরসায়?—

উত্তর। তাতে আর কি হয়েছে?

তারা। তাঁরই ভালবাসায় আমি এতক্ষণ পর্য্যন্ত নিরাশ হই নি।

উত্তর। তিনি ছাড়া আরও লোক আছেন।

তারা। কে?

উত্তর। পরে জান্‌তে পার্‌বে। এখন তুমি সাবধান হও। এখনই রঘুনাথ ফিরে আস্‌বে। তুমি যে ভয় পেয়েছ, সে ভয় তাঁকে কিছু দেখিও না। আর রঘুকে ভয় কর্‌বারও কোন কারণ নাই।

তারা। আশ্চর্য্য কথা!

উত্তর। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। যখন সময় হবে, তখনই গুপ্ত-রহস্য বুঝ্‌তে পার্‌বে।

তারা। যদি রঘুনাথ আমার উপরে অত্যাচার করে? যদি আমায় তার সঙ্গে যেতে বলে?

উত্তর। যেতে বলে, যাবে। কোন ভয় নাই; রঘু তোমার কোন ক্ষতি কর্‌তে পার্‌বে না।

তারা। তবে আপনি কখনই আমার হিতৈষী নন্‌, নিশ্চয়ই রঘুর চর

উত্তর। না, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি তোমার হিতকারী। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর। রঘুনাথের চেয়েও বলবান্‌ অনেক লোক এই দলে আছেন। প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার উপরে তাঁরা নজর রাখ্‌ছেন। রঘুনাথ যা' ব'লে, তাই কর। ওর দিন ফুরিয়ে এসেছে। ঐ রঘু আস্‌ছে—

যেমন তারা অন্যদিকে মুখ ফিরাইল, ঈষদুন্মুক্ত যবনিকান্তরাল হইতেও সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। তারা পুনরায় সেদিকে ফিরিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

পরক্ষণে রঘুনাথ আসিয়াই বলিল, "এস তারা, আমাদের বিবাহের সব প্রস্তুত। যাবে, না জোর ক'রে টেনে নিয়ে যাব?"

তারা বলিল, "না, আমি যাচ্ছি, তুমি আমার গায়ে হাত দিও না।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ বিভ্রাট

রঘুনাথ বিস্মিত হইল। সে মনে করিয়াছিল, তারা সহজে কখনই তাহার সহিত যাইতে সম্মত হইবে না। সে কত অনুনয়-বিনয়, কত কাকুতি মিনতি, কত কান্নাকাটি করিবে। রঘুনাথের প্রস্তাবমাত্র—এক কথায় যে, সে তাহার সঙ্গে যাইতে উদ্যত হইবে, এ কথা রঘুনাথের পক্ষে কল্পনার অতীত।

রঘুনাথ বলিল, "এতক্ষণে তুমি তোমার যথার্থ অবস্থা বুঝ্‌তে পেরেছ—এতক্ষণে তোমার জ্ঞান হয়েছে, না তারা ?"

তারা। আমি এখন তোমার হাতে পড়েছি, কপালে যা' আছে, তাই হবে। ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কি কর্‌ব ?

রঘুনাথ। এমন কথা ব'লো না, তারা! বাস্তবিক আমি তোমায় বড় ভালবাসি।

ঘৃণাব্যঞ্জকস্বরে তারা বলিল, "তুমি আমায় ভালবাস ? আমি তোমায় ঘৃণা করি।"

রঘুনাথ। তারা! অকারণ আমায় গাল দিচ্ছ। সত্য বল্‌ছি, আমার সঙ্গে তোমার বিবাহ হ'লে তুমি সুখিনী হবে। তুমি দেখ্‌তে পাবে, আমি তোমার উপযুক্ত স্বামী।

তারা আর সহ্য করিতে পারিল না। ক্রোধ সম্বরণ করিতে না পারিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "তোমার সঙ্গে বিবাহ হ'লে আমার সুখ হবে ? ছি! ছি! ধিক্—ধিক্—এ কথা আর দ্বিতীয়বার মুখে উচ্চারণ করো না। তোমার দেহ রাশি রাশি পাপে পূর্ণ, যদি ছোরাছুরি, গোলাগুলি বন্দুক-ধনুক সব ছেড়ে দিয়ে নৃশংসতা ভুলে যেতে পার, অন্তরের অন্তস্তলের কলঙ্ক-কালিমা নিজের রক্তে যদি ধুয়ে ফেলতে পার, তবেই তুমি আমার পতি হ'বার যোগ্য ব'লে পরিচয় দিতে পার্‌বে; নইলে যা' বল্‌ছ, সবই মিথ্যা।"

রঘুনাথ কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া উত্তর করিল, "না তারা! তুমি বড় বাড়িয়ে তুল্‌লে। তোমার এ সব বিষমাখান কথা আমার হাড়ে হাড়ে বিঁধে যাচ্ছে। মিছামিছি তুমি আমায় রাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি এখনও বুঝ্‌ছ না, যাকে তুমি এই সব কথায় গাল দিচ্ছ, যার উপরে তোমার এত ঘৃণা, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে তার যথারীতি শাস্ত্রসম্মত

পরিণীতা ভার্য্যা হ'তে হবে। এখন ভাল চাও ত বিনাবাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে চলে এস।"

তারা তাহাই করিল। অসীমসাহসে সে তাহার বুক বাঁধিয়াছে, সর্ব্বশেষে সে কি করিবে, তাহা স্থির করিয়াছে। আর তাহার মনে ভয় ভাবনা বা কোন কামনা নাই। সে আপনার পথ আপনি ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। অনেকবার তারা শুনিয়াছে, শুনিয়া বুঝিয়াছে, দস্যুদলের মধ্যে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য এক বলবান্ সহায় আছে। বারে বারে সে নিরাশায় উৎসাহিত হইয়াছে। এবার সে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দেখিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ। যদি বলবানের সহায়তায় বিপদে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে মরিতে সে বিন্দুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না—ইহাই তাহার কল্পনা! তবে আর কিসের ভয়! রঘুনাথের পরিণীতা ভার্য্যা হওয়া অপেক্ষা সে সহজে এবং স্বচ্ছন্দে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত!

সেই ক্ষুদ্র তাঁবুর ভিতর হইতে রঘুনাথের সহিত তারা বহির্গত হইল। কিছুদূরে একটি বৃহৎ বৃক্ষতলে যে কয়েকজন লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদের দিকে তাহার চক্ষু পড়িল। বিবাহোপযোগী উপকরণাদি তথায় সজ্জিত। পুরোহিতবেশী একজন লোকও একটি আসনে উপবিষ্ট।

তারা এই সকল দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে রঘুনাথের সঙ্গে সেই বৃক্ষতলে উপস্থিত হইবামাত্র দস্যুদলের মধ্যে একজন মুখভঙ্গী ও হস্তের ইঙ্গিত করিয়া তারাকে জানাইল, "কোন ভয় নাই।"

রঘুনাথ তারার হস্তধারণ করিল। অবলা রাজপুতবালার সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইল। তারপর উভয়ে পুরোহিতের সমীপস্থ হইবামাত্র তিনি তাহাদিগকে ভিন্ন আসনে বসাইয়া একেবারে মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

সহসা একজন লোক পুরোহিতের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "খবর্দার ! এ বিবাহ কখনই হ'তে পারে না।"

আগন্তুকের মুখপানে চাহিয়াই রঘুনাথের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল। কারণ এই বিবাহে বাধা দিবার জন্য যে সাহসী আগন্তুক তাহার সম্মুখে বীরভাবে অকুতোভয়ে দণ্ডায়মান, তিনি আর কেহই নহেন—সেই প্রতাপ। যে প্রতাপ রঘুনাথের ষড়্যন্ত্রে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সে প্রতাপ কোথা হইতে কেমন করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল ? প্রতাপের প্রেতাত্মা কি প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছে ? কিন্তু প্রতাপের দুই হস্তে দুইটা পিস্তল দেখিয়া রঘুনাথের সে ভ্রম তৎক্ষণাৎ দূর হইল।

পুরোহিতবেশী সেই লোকটা উদ্ধতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি ? এ শুভ কার্য্যে কেন বাধা দাও ?"

প্রতাপ সেই পুরোহিতের বক্ষঃস্থল লক্ষ করিয়া একটা পিস্তল উদ্যত করিলেন। সদম্ভে তিনি উত্তর করিলেন, "আমি যেই হই না কেন, তোমার কোন দরকার নাই। ফের যদি এক পা এগোবে, কি একটি কথা কইবে, তা' হ'লেই জান্‌বে তোমার আয়ুঃ শেষ হয়েছে।"

রঘুনাথ সেই সময়ে অঙ্গরাখার ভিতর হইতে পিস্তল বাহির করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, এমন সময়ে সে দেখিল, দস্যুবেশী অন্য একজন তাহার মুখ লক্ষ্য করিয়া একটা পিস্তল খাড়া করিয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ অবাক্ হইয়া গেল। বিস্মিত ও চকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, যাহাদিগকে স্বপ্নেও শত্রু বলিয়া কল্পনা করে নাই, সেই সকল অনুচর প্রতাপ আসিয়া দাঁড়াইবামাত্র বিরুদ্ধভাব অবলম্বন করিয়াছে অনেকেরই হাতে এক একটি পিস্তল। অবশ্যই রঘুনাথ বুঝিল, "জালে মাছি পড়িয়াছে।" সে বুঝিল, যাহাদিগকে সে আপন অনুচর বলিয়া ভাবিত, তাহারা প্রায় সকলেই এক মন্ত্রে দীক্ষিত, এই ষড়্যন্ত্রে লিপ্ত। এত

"খবরদার! এক চুল নড়ো না।

বগুড়াকান্ত - ৭৯ পৃষ্ঠা।

দিনে রঘুনাথের আশা, ভরসা, উৎসাহ সকলই গেল। তাহার উদ্যম ভঙ্গ হইল। প্রাণের আশায় তথাপি একবার তাহার শেষ চেষ্টা করিবার ইচ্ছা হইল। একজন দস্যু বলিয়া উঠিল, "খবরদার! এক চুল নড়ো না।"

রঘুনাথ তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, সে যাহাকে বিশ্বাস করিয়া প্রতাপকে হত্যা করিবার ভার দিয়াছিল, সে সেই ব্যক্তি। তাহাকে সেইরূপ পিস্তল উদ্যত করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াই রঘুনাথ বুঝিতে পারিল, প্রতাপ হত হয় নাই, এই প্রতাপই সেই প্রতাপ।

প্রতাপ বলিলেন, "রঘু সর্দ্দার! আর কেন বৃথা চেষ্টা কর্‌ছ? তোমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, তা' কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না?"

দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে পঁচিশ-ত্রিশজন সশস্ত্র প্রহরী আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরাশ হইয়া ভগ্নকণ্ঠে রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "এর মানে কি? তোমরা সকলেই কি আমার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করেছ? তোমরা সকলেই আমার শত্রু?"

প্রতাপ রঘুর কাতরোক্তিপূর্ণ প্রশ্নের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া কহিলেন, "যে এক চুল নড়্‌বে তার প্রাণ যাবে। যে সহজে আত্মসমর্পণ কর্‌বে, তারই মঙ্গল। যে বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সাহস কর্‌বে, তারই জীবনলীলা সাঙ্গ হবে। খবরদার। সাবধান! যার কাছে যে অস্ত্র আছে, সব মাটিতে রেখে আমার সাম্‌নে দাঁড়াও।"

প্রতাপের ইঙ্গিতে প্রহরিগণ একে একে দস্যুদিগের হাতে হাতকড়া দিতে লাগিল।

রঘুনাথ মরিয়ার ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কহিল, "কি বিনা বাধায়, বিনা চেষ্টায়, বিনা বল প্রকাশে মেষপালের ন্যায় আমরা ধরা দেব? না—তা' কখনই হবে না।"

প্রতাপ বলিলেন, "পরের জন্য তোমার আর ভাবতে হবে না। তোমার নিজের চর্কায় তেল দাও। তোমার কি হবে, তাই ভাব'। নিজেকে কেমন ক'রে বাচাবে, এখন তারই উপায় দেখ।"

বিনা বাধায় সকলে ধরা দিল। সকলের হাতেই হাতকড়ি পড়িল, কেহ একটিও কথা কহিতে সাহস করিল না। প্রতাপ তখন রঘুনাথের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, "রঘুনাথ! তুমি অনেকবার চেষ্টা ক'রে আমায় খুঁজে বার করতে পার নি, তাই আমি নিজে তোমার কাছে এসেছি।"

রঘুনাথ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি?"

প্রতাপ। গোয়েন্দা-সর্দ্দার রায়মল্ল বা রায়মল্ল সাহেব, যা' বললে তুমি সন্তুষ্ট হও।

রায়মল্ল নাম শুনিয়াই দস্যুগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল।

রায়মল্ল গোয়েন্দা অনেক সময়ে অনেক কাজ করিয়াছেন, অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। কোম্পানী বাহাদুর তন্নিবন্ধন তাঁহার সাহসিকতার শত শত প্রশংসা করিয়া থাকেন, আজ রায়মল্ল গোয়েন্দা যে কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, তাহা অন্য লোকের স্বপ্নের অগোচর—কল্পনার সীমা বহির্ভূত। একজন নয়, দুইজন নয়, একেবারে দলকে দল বন্দী করা একটা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নয়, কম শ্লাঘা বা কম বাহাদুরী নয়! যাহারা মৃত্যুর ভয় করে না, কথায় কথায় মানুষ খুন করা যাহাদের অভ্যাস, শত শত বিপত্তি যাহারা অবাধে অতিক্রম করে, সহস্র-প্রহরী-পরিবেষ্টিত নগরের মধ্য হইতে যাহারা অবাধে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে, মরণকে অম্লানবদনে যাহারা আলিঙ্গন করে, হাসতে হাসতে যাহারা যমরাজের সম্মুখীন হয়, একসঙ্গে তাহাদের সকলকে তর্জ্জনী-হেলনে অবহেলায় বন্দী করা রায়মল্ল গোয়েন্দা ব্যতীত আর কাহার ক্ষমতা?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সিংহ-কবলে

এতক্ষণে দুই-একটি পূর্ব্ব ঘটনা বিবৃত করিবার সময় আসিয়াছে। রায়-মল্ল গোয়েন্দা প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া রঘু ডাকাতের দলকে-দল ধরিয়ে দিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। ধীরে ধীরে তিনি স্বকার্য্যসাধন করিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে অন্যান্য অনেক সুদক্ষ পুলিস-কর্ম্মচারী এ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হন্ নাই। এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অনেককে আর জীবিত ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় নাই। সাধারণের বিশ্বাস, তাঁহারা দস্যুগণের হস্তে নিহত হইয়াছেন।

রঘু ডাকাতের দলে প্রায় তিন সহস্র লোক। সে তাহাদিগের সর্দ্দার। রঘু ডাকাতের দল নানাদিকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইত। কোন সময়েই এক স্থানে সমস্ত লোক থাকিত না। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইয়া সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া থাকিত।

রায়মল্ল গোয়েন্দা দুই বৎসর ধরিয়া এই দস্যুদলের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভিন্ন ভিন্ন দোষে দোষী সাব্যস্ত করাইয়া তিনি দিনে দিনে রঘুনাথের দলের লোকসংখ্যা কমাইতেছিলেন। রঘুনাথ জানিত, তাহার দল সমস্ত ভারতবর্ষ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, আবশ্যক মত তাহাদের সাহায্য পাওয়া যাইবে; তবে এক-একটি লুণ্ঠনকার্য্যে এক-একটি দল

নিযুক্ত হইয়া আর ফিরিয়া আসে না কেন, এ সন্দেহও তাহার মনে মধ্যে মধ্যে উদিত হইত। কখনও রঘুনাথ ভাবিত, তাহারা আরও কোন নূতন কার্য্যে দূরদেশে গমন করিয়াছে, তাই ফিরিয়া আসিতে বিলম্ব হইতেছে; কিন্তু ইহাও রায়মল্ল গোয়েন্দার ছল। রায়মল্ল প্রতাপের বেশে দস্যুদলের মধ্যে মিশিয়াছিলেন, সুতরাং কোন সংবাদই তাঁহার অগোচর থাকিত না। কোথায় কখন্ কোন্ দল লুণ্ঠনকার্য্যে অগ্রসর হইতেছে, তিনি সে সকল সংবাদই রাখিতেন এবং পূর্ব্ব হইতেই তদপেক্ষা অধিক লোকজন সংগ্রহ করিয়া, তাহাদিগকে বন্দী করিয়া প্রমাণ-প্রয়োগ সংগ্রহে রাজদ্বারে দণ্ডিত করাইতেন। অতর্কিত অবস্থা—এমন কি কখন কখন পথিমধ্যে নিদ্রিত অবস্থায় এক-একটি ছোট দস্যুদল ধৃত হইত; এইরূপে দিন দিন রঘুনাথের দলের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছিল, তাহা রঘুনাথ অনুভব করিতে পারে নাই।

রায়মল্ল সাহেব দস্যুগণের ন্যায় কর্কশস্বরে কথা কহিতে পারিতেন। তাহাদের চল্‌তি কথা, গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার, ইঙ্গিত, গুপ্তকথা অনেক প্রকার গুপ্ত সঙ্কেত সকলই জানিতেন। এই কারণেই অনেকের সন্দেহ হইতে তিনি নির্ব্বিঘ্নে পরিত্রাণ পাইতেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন দস্যুগণও তাঁহাকে সহজে চিনিতে পারিত না। একে একে তিনি রঘুনাথের দল ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজের লোক দ্বারা তাহাদিগের স্থান অধিকৃত করিতেছিলেন। তিনি সহসা কোন কাজ করেন নাই। চারিদিকের আটঘাট বাঁধিয়া, বেশ হিসাবে দোরস্ত রাখিয়া কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহাতে বিঘ্ন-বিপত্তি হইবার, কত বিপদ্-আপদ্ ঘটিবার, কতবার প্রাণ বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল।

এত বিপদ্‌সঙ্কুল অবস্থায় পড়িয়াও রায়মল্ল সাহেব তারার কথা মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হন্ নাই। তাঁহার লোকজনের উপরে এই আজ্ঞা

ছিল যে, যদি তারাকে সহসা কোন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিতে কাহারও প্রাণ যায়, তথাপি প্রাণের আশা ছাড়িয়াও সে তাহা সম্পন্ন করিবে। মনে করিলে তিনি তারাকে যখন ইচ্ছা করিতেন, তখনই বলপ্রকাশে উদ্ধার করিতে পারিতেন ; কিন্তু আত্মপ্রকাশ করিলে পাছে এতদিনের চেষ্টা বিফল হয়, পাছে রঘু ডাকাত পলায়ন করিতে সমর্থ হয়, এই ভয়ে তিনি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত আয়োজন পূর্ণ করিতে পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ বাধ্য হইয়া তারাকে দস্যু-কবল হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন নাই। বিশেষ প্রয়োজন হইলে তারার রক্ষার্থ নিশ্চয়ই তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিতেন না।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনায় স্পষ্টই বলা হইয়াছে, রায়মল্ল গোয়েন্দার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র দস্যুগণ চমকিত, বিস্মিত ও চকিত হইয়াছিল ; তাহাদের কেশরাশি কণ্টকিত হইয়া ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ কম্পান্বিত হইয়াছিল। সেই একজনের নামেই তাহাদের উষ্ণ শোণিত শীতল হইয়া গিয়াছিল। সর্দ্দার রঘুনাথের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়াছিল। তাহার কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। অতি কষ্টে ক্ষীণস্বরে সে বলিল, "আমি সব বুঝেও কানা হইয়াছিলাম।"

তারা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া এই অপূর্ব্ব ব্যাপার সন্দর্শন করিতেছিল। চারিদিকে এত লোক, সশস্ত্র প্রহরিবর্গ-বেষ্টিত হস্তবদ্ধ দস্যুগণ, অথচ সেদিকে তাহার দৃষ্টি নাই। সে নির্ণিমেষ নয়নে রায়মল্ল সাহেবের সেই বীরবপু প্রাণ মন ভরিয়া দেখিতেছিল। মহা-সমর-বিজয়ী সেনাপতির ন্যায় মহোল্লাসে উল্লসিত, অথচ চিন্তাযুক্ত ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় চঞ্চল সেই নয়নদ্বয়ের দিকেই তাহার স্থির দৃষ্টি পড়িয়াছিল।

তারা ভাবিতেছিল, "এত গুণ না থাকিলে ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার কর্ণে রায়মল্ল সাহেবের নাম প্রতিধ্বনিত হইবে কেন? এত

সাহস, এত বুদ্ধি না থাকিলে এ গুরুতর কার্য্যভার তাঁহার উপরে কেন ?
বাস্তবিক বিনা রক্তপাতে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই দস্যুগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা
কম সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় নয়।”

তারার দিকে একবার দৃষ্টি পড়াতেই রায়মল্ল সাহেব তাহার মনের
ভাব বুঝিতে পারিলেন; বুঝিয়া একটু হাসিলেন, তারা লজ্জিতা হইল।

রায়মল্ল সাহেব বলিলেন, “রঘু! এখন তোমার কি হয় ? কোম্পানী
বাহাদুরের হাতে পড়িলেই ত তোমার যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড হবে—”

কথায় বাধা দিয়া ক্রোধোন্মাদে রঘুনাথ বলিল, “রায়মল্ল গোয়েন্দা!
কি আর বল্‌ব, রাগে আমার গা কাঁপ্‌ছে; তোমার সর্ব্বনাশ হোক্!”

হাসিয়া রায়মল্ল কহিলেন, “রঘুনাথ! আমার সর্ব্বনাশ যখন হবার
তখন হবে। তখন তোমার সাহায্যের জন্য ডাক্‌তে যাব না; কিন্তু
তুমি যার যোগ্য নও, যে অনুগ্রহ তোমার উপর করা যায় না, আমি
আজ তাই কর্‌তে প্রস্তুত। তুমি আমার দয়া পেতে ইচ্ছা কর ?”

রঘুনাথ। তোমার আর এত অধিক অনুগ্রহ দেখাতে হবে না।
আজই না হয় বুদ্ধির দোষে তোমার হাতে পড়েছি। চিরদিন কখন এ
রকম যাবে না। আমারও সময় আস্‌বে, তখন দেখে নেবো, তুমি কত
বড় গোয়েন্দা!

রায়মল্ল এ কথায় কর্ণপাত না করিয়া হাসিমুখে অথচ অল্প গাম্ভীর্য্যের
সহিত উত্তর করিলেন, “আমি তোমার উপকার কর্‌তে পারি, এ যাত্রা
তোমায় বাঁচিয়ে দিতে পারি। মনে পড়ে, গাছের গুঁড়িতে ছোরা ছুড়ে
কতকগুলো অকৃতকর্ম্মা লোকের কাছে এই আত্মশ্লাঘা করেছিলে
যে, যদি আমার দেখা পাও, তা' হ'লে আমার সেই দশা কর্‌বে—
আমাকেও সেই রকম ক'রে হত্যা কর্‌বে। কৈ, আজ আমি ত একক
তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত। তোমার সে আত্মশ্লাঘা মনে পড়ে না ?”

রঘু। তা' হ'লে তুমি তখন ছদ্মবেশে আমাদের দলে মিশেছিলে, কেমন?

রায়মল্ল। হাঁ।

রঘু। তখন তুমি লোকটা কে, একবার অক্ষুণেও জান্‌তে দাও নি কেন? তা' হ'লেই আমি তোমার কি কর্‌তেম, তা' দেখ্‌তে পেতে।

রায়মল্ল। তখনও দেখা দেবার সময় হয় নি, তাই জান্‌তে দিই নি।

রঘু। তার মানে কি?

রায়মল্ল। কেন জান, তোমার সেদিনকার আত্মশ্লাঘা দেখে আমার মনে হয়েছিল, যেদিন সুযোগ হবে, সেইদিন তোমার দর্প চূর্ণ কর্‌ব। আজ এতদিন পরে আমার মনের আশা মিটেছে। আমি যা' বলি, তা' কর্‌বে?

রঘুনাথ। তোমার কোন কথাই আমি আর শুন্‌তে চাই না।

রায়মল্ল। আমি যদি তোমার পালাবার উপায় ক'রে দিই, তা' হ'লে তুমি কি বল?

রঘুনাথ। পালাবার উপায় তুমি ক'রে দেবে? হা ধিক্! মিথ্যাবাদী—প্রবঞ্চক!

রায়মল্ল। আমি মিথ্যা বল্‌ছি না। যদি তুমি আমার সঙ্গে পেরে উঠ, তা' হ'লে তোমায় ছেড়ে দেবো।

রঘুনাথ। ছেড়ে দেবে? আশ্চর্য্য কথা!

রায়মল্ল সাহেব সদম্ভে বলিলেন, "হাঁ, ছেড়ে দেবো। তুমি আমার সঙ্গে বাহুযুদ্ধ কর্‌তে প্রস্তুত আছ?"

রঘুনাথ। যদি তোমায় খুন ক'রে ফেলি, তা' হ'লে যে আমার ফাঁসী হবে?

রায়মল্ল। আমি বল্‌ছি, তোমার কিছু হবে না; বরং তুমি পালাতে পারবে।

রঘুনাথ। তোমার এই সব লোকজন আমায় সহজে ছাড়্‌বে কেন?

রায়মল্ল। ওরা আমার হুকুম শুন্‌তে বাধ্য। আমি যা' বল্‌ব, তাই কর্‌বে। আমার আদেশ থাক্‌লে ওরা তোমার কেশস্পর্শ কর্‌বে না।

রঘুনাথ। আমি ও সব কথা শুন্‌তে চাই না। তোমার মত বিশ্বাসঘাতক লোকের কথায় আমার বিশ্বাস হয় না।

ক্রুদ্ধভাবে রায়মল্ল বলিলেন, "কি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা! যদি তুমি বন্দী না হ'তে, তা' হ'লে আমায় বিশ্বাস কর্‌তে কি না কর্‌তে, তা' দেখে নিতুম। মুখ চিরে তোমার মুখের কথা মুখে প্রবেশ করিয়ে দিতুম।"

রঘুনাথ। এখন আমি তোমার হাতে বন্দী। তুমি যা' মনে কর্‌বে, তাই কর্‌তে পার্‌বে। ইচ্ছা কর্‌লে তুমি আমায় কেটে ফেল্‌তে পার। তোমার দয়ার উপরে এখন আমার জীবন-মরণ নির্ভর কর্‌ছে।

রায়মল্ল। বাঃ! তুমি ত বেশ মজার লোক দেখ্‌তে পাই। হাজার হাজার পাপ ক'রে হাজার হাজার লোকের ধন-রত্ন লুণ্ঠন, সতীত্বাপহরণ ও প্রাণ বিনাশ ক'রে এখন আবার কেটে ফেল্‌বার কথা বল্‌ছ? মনে ক'রে দেখ দেখি, নিঃসহায়, নিরপরাধ ব্যক্তিগণকে পার্ব্বতীয় পথে যখন সামান্য ধনলোভে হত্যা কর্‌তে, তখন কি জান্‌তে—তোমারও পাপের শাস্তিবিধান কর্‌বার জন্য উপরে একজন আছেন? তখন কি মনে হ'ত, মানুষের প্রাণ সবারই সমান? তোমার প্রাণের যত মায়া-মমতা, তার প্রাণের ততোধিক মায়া হ'তে পারে। একদিনের তরেও কি ভেবে দেখেছিলে, দর্পহারী কারও দর্প রাখেন না—তোমার দর্পও একদিন

চূর্ণ হবে। আমি তোমায় অস্ত্র-শস্ত্র দিচ্ছি, যা' তোমার ইচ্ছা, তাই নাও—একবার আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর। যদি আমায় খুন করতে পার, তা হ'লেই তুমি আবার স্বাধীন হবে।

রঘুনাথ। আর তোমার এতগুলো লোক কোথায় যাবে ? ওরা কি আমাকে সহজে ছাড়্বে ?

রায়মল্ল। একজন লোকও আমাদের যুদ্ধে বাধা দিবে না।

রঘুনাথ। আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করব না।

রায়মল্ল। ভীরু! এতদিনের পর এই একটা সত্যকথা তোর মুখ থেকে বেরুল। তুই আমার সঙ্গে যুদ্ধ করবি নি—নরাধম! তোর সাহস হয় না তাই বল্। তুই নেড়ী-কুত্তোর জাত্।

রঘুনাথ। এখন তোমার মুখে যা' আসে তাই বল্তে পার। আমি তোমার অধীন। সকল কথাই আমাকে সহ্য করতে হবে।

রায়মল্ল। তোর মত ভীরু কাপুরুষ আমি নই। সম্মুখ-যুদ্ধে মরণকে আমি তুচ্ছজ্ঞান করি। আমি আমার এক হাত শরীরের সঙ্গে বেঁধে আর এক হাতে তোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি। তোর দু'হাতে তুই যে অস্ত্র ইচ্ছে নে, আর আমার একহাতে কেবল একখানা তলোয়ার দে আমি সেই এক হাতেই তোর সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছি। আমি প্রতিজ্ঞা ক'রে বল্‌ছি, কেউ আমার সহায়তা করতে আস্‌বে না—কেউ আমাদের যুদ্ধে বাধা দেবে না—কেউ আমাদের মানা করবে না।

রঘুনাথ। রায়মল্ল, কিছুতেই আমি তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী নই।

ক্রোধে অধীর হইয়া বন্দী দস্যুগণের প্রতি দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া রায়মল্ল গোয়েন্দা বলিলেন, "দেখ্ রে হতভাগারা! এতদিন কার সেবা

করেছিলি, কার অনুগত হয়েছিলি, কার কথায় উঠ্‌তিস্‌, বস্‌তিস্‌, কি রকম লোক তোদের উপরে প্রভুত্ব কর্‌ত, কাকে তোরা রাজভোগে খাওয়াতিস্‌, লুণ্ঠিত দ্রব্যের অর্দ্ধভাগ প্রদান কর্‌তিস্‌। তোদের দলপতি কতবড় সাহসী বীরপুরুষ, একবার চেয়ে দেখ্‌।

বন্দী দস্যুগণ রায়মল্ল সাহেবের বীরত্বের প্রশংসা ও রঘুনাথের ভীরুতার নিন্দা করিতে লাগিল। এতদিন কুক্কুরের সেবা করিয়াছে বলিয়া তাহাদের অন্তরের অন্তস্তল হইতে ঘৃণার উদ্রেক হইল। সে চিহ্ন মুখে পর্য্যন্ত স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

রায়মল্ল গোয়েন্দা বড় আশা করিয়া এই সকল কথা বলিতেছিলেন; একদিন হাতে হাতে রঘুনাথকে নিজের বলবীর্য্য দেখাইবার জন্য তাঁহার বড় আশা ছিল। রঘুনাথকে এত ভীরু কাপুরুষ বলিয়া তিনি অনুমান করেন নাই। যখন দেখিলেন, রঘুনাথ যুদ্ধে কিছুতেই অগ্রসর হইতে সাহস করিতেছে না, তখন তিনি বলিলেন, "আচ্ছা রঘুনাথ! আমি তোমার দলকে দলশুদ্ধ ছেড়ে দিতে রাজী আছি, তুমি একবার আমার সঙ্গে সাহস ক'রে যুদ্ধ কর। মানুষ কেউ ত আর অমর নয়, একদিন-না-একদিন মর্‌তে ত হবেই, তবে বীরের মত যুদ্ধ কর্‌তে কর্‌তে মর না কেন? রাজপুতের নামে কলঙ্ক ঘুচিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর না কেন? দেখ, যুদ্ধের কথা কিছু বলা যায় না। হয় ত তোমার অস্ত্রাঘাতে আমার প্রাণবিয়োগ হ'তে পারে, হয় ত তুমি বেচে যেতে পার; তা' হ'লে আজীবন তোমার একটা কীর্ত্তি থাক্‌বে—তোমার অনুচরগণ তোমায় দেবতার ন্যায় ভক্তি শ্রদ্ধা কর্‌বে কখনও কেউ তোমায় আর জেলে দিতে পার্‌বে না, কখনও কেউ তোমায় বন্দী কর্‌তে সমর্থ হবে না। তুমি যেমন স্বাধীন ছিলে, যেমন পার্ব্বতীয় প্রদেশের রাজা ছিলে, সেই রকমই থাক্‌বে। আর কেউ তোমার

স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কর্‌তে সাহস কর্‌বে না। কেউ তোমার কাছে ঘেঁস্‌তে পার্‌বে না।

রঘুনাথের আর উচ্চবাচ্য নাই। মুখে আর কথা সরে না। চারিদিকে দস্যুগণ গালি পাড়িতেছে। একজনের জন্য সকলের মুক্তি পাইবার আশাসত্ত্বেও সে তাহাতে অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া, তাহাদের অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে। রঘুনাথের আর মুখ তুলিবার যো নাই, সাহস করিয়া কোনদিকে চাহিবার উপায়ও নাই।

তখন রায়মল্ল সাহেব নিরাশচিত্তে ঘৃণাসূচক স্বরে একজন প্রহরীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ইহাকে পদাঘাত করিতে করিতে কোতোয়ালীতে নিয়ে যাও। মানুষের চামড়া এর গায়ে আছে বটে, কিন্তু ওর দেহে মনুষ্যত্বের একবিন্দু নাই। যদি আমি দস্যুদলের মধ্যে ভীরু কাপুরুষ অথচ আত্মশ্লাঘার পূর্ণ কোন লোক দেখে থাকি, তা' হ'লে এর চেয়ে হীন ও নীচ আর কা'কেও দেখি নি।"

রঘুনাথ মনে মনে বলিতে লাগিল, "মা গো বসুমতি! দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি—আর সহ্য হয় না।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রায়মল্লের আবির্ভাব

রায়মল্ল সাহেব অন্যান্য কাজকর্ম্ম সারিয়া অনুচরবর্গের প্রতি আদেশ দিলেন, "তোমরা প্রতি দস্যুর সঙ্গে দুইজন করিয়া লোক থাক। কোনরূপে পলাইতে বা পর্ব্বত হইতে খড়ের ভিতর লাফাইয়া পড়িতে না পারে। খবরদার! খুব সাবধান!"

প্রায় একঘণ্টা পরে সশস্ত্র প্রহরিবর্গবেষ্টিত একদল দস্যু বন্দী হইয়া পার্ব্বতীয় পথে চলিতে লাগিল। সে দৃশ্য দেখিতেও কৌতুকপ্রদ! মধ্যাহ্নকালের মধ্যে অন্যান্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতেও ঐরূপভাবে দস্যুগণকে গোয়েন্দার লোকেরা বন্দীকৃত করিয়া আনিতে লাগিল। রায়মল্ল সাহেব চারিদিকে জাল ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন তিনি সে জাল গুটাইলেন, তখন দেখা গেল, এই দুই বৎসরে, প্রায় দুই হাজার পাঁচ শত দস্যু বন্দী করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বনমধ্যস্থ ভগ্নদুর্গে নিভৃত নির্জ্জন পর্ব্বতগুহায়, স্থানীয় ছোট ছোট কোতোয়ালীতে, গ্রাম মধ্যে কারাগারে তিনি এতদিন ধরিয়া কেবল দস্যুগণকে বন্দী করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আজ এতদিন পরে তাহাদিগকে সমস্ত একত্র করিলেন। এ দৃশ্য দেখিবার যোগ্য বটে।

গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এ কথা প্রচারিত হইল। রায়মল্ল গোয়েন্দা দুই বৎসর পরিশ্রমের পর রঘু ডাকাতের ভয়ানক দলকে দলশুদ্ধ বন্দী করিতে পারিয়াছেন, এ কথা ক্ষণেকের মধ্যে বোধ হয়, বিশ ক্রোশ

ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তবে ক্রমে ক্রমে যে সমধিক বা অত্যধিক মাত্রায় সংবাদটা অতিরঞ্জিত হইতে লাগিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

চারিদিকে যে যে শুনিল, তাহারাই রায়মল্ল গোয়েন্দাকে অজস্র ধন্যবাদ ও প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। সকলেই পুলকিত হইল। স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া এখন গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে নির্ভয়ে লোক বাস করিতে পারিবে, তাহাদের মনে সে আশা হইল। কোম্পানী-বাহাদুর রায়মল্ল গোয়েন্দাকে উপাধি ও কয়েক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন।

দুইদিন দুই রাত্রি অনবরত পরিশ্রম করিয়া, রায়মল্ল সাহেব দস্যুগণের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা খাড়া করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবসর গ্রহণ করিলেন।

তারাকে যথাসময়ে অজয়সিংহের ভবনে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সুতরাং সে বিষয়ে রায়মল্ল সাহেব এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন। এই ঘটনার পর তৃতীয় দিবসে তিনি অজয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বহির্গত হইলেন

পথিমধ্যে রাত্রি হইলে তিনি সেই রাত্রিটার জন্য পার্ব্বতীয় একটি সামান্য চটিতে আশ্রয়-গ্রহণার্থে প্রবেশ করিলেন। এখন তাঁহার হস্তে আর অন্য কার্য্য নাই। তিনি এইবার তারার অপহৃত বিষয়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে যত্নবান্ হইলেন।

সরায়ে প্রবেশ করিয়াই তিনি শুনিলেন, দুই-চারিজন লোক একত্রে বসিয়া তাঁহারই নামোচ্চারণ করিতেছে। তাহারা একটি কক্ষে একখানি তক্তপোষের উপরে বসিয়া মদ্যপান করিতেছে, আর তাঁহার সম্বন্ধেই আলোচনা করিতেছে।

রায়মল্ল গোয়েন্দা গৃহে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন, একজন বলিতেছে,

"হাঁ, আমার বিবেচনায় রায়মল্ল কিছু কম পাজী নয়। ভয়ানক ঘুস্‌খোর! ভয়ানক পাজী! রঘু ডাকাতের চেয়ে রায়মল্ল কিছু কম পাপী নয়। লুকিয়ে লুকিয়ে সব বদ্‌মায়েসীটুকু করে, আর লোকের কাছে সাধুতা জানায়।"

রায়মল্ল গোয়েন্দাকে দেখিয়া সেই লোকদের চুপ করিয়া থাকিবার কোন আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। বিশেষতঃ তাঁহাকে দেখিলে কেহ অনুমান করিতে পারে না যে, তিনি সেই অসাধারণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। শান্তভাবে তাঁহাকে দেখিলে অপরিচিত কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে সেই স্বনামখ্যাত রায়মল্ল গোয়েন্দা বলিয়া অনুমান করিতে পারে না। ভীতিদায়ক কোন চিহ্ন তাঁহার শরীরে ছিল না। তবে তাঁহার উজ্জ্বল ও সতর্ক চক্ষুর্দ্বয় দেখিলে বিচক্ষণ ব্যক্তি মাত্রেই অনুমান করিতে পারেন, সে নয়নযুগলে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিরাজমান! তাহাতে অভূতপূর্ব্ব সাহসিকতা ও দূরদৃষ্টির পরিচায়ক! অনেক মহাপাপী সেই চক্ষের জ্যোতিতে ঝল্‌সিয়া গিয়াছে। সে চাহনি ও বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গে অনেক সময়ে অনেককে কম্পিত করিয়াছে।

রায়মল্ল গোয়েন্দার বড় আনন্দ হইল। এ পার্ব্বত্য প্রদেশে এই ছোট ছোট সরায়ে অপরিচিত লোকজনের সহিত সকলেই কথা কয়—আলাপ-পরিচয় করে, তাহাতে কেহ সঙ্কুচিত হয় না। আলাপ নাই বলিয়া কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে পরাঙ্মুখ হয় না সকলকেই ক্ষণমধ্যে আপনার মত করিয়া লয়। যেন কতদিনের আলাপ—কতদিনের পরিচয়। একবার দেখিয়াই পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।

রায়মল্ল গোয়েন্দা সেই লোকটীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি বোধ হয়, রায়মল্লকে চেনেন্ না, তাই তাঁর প্রতি অযথা দোষারোপ করছেন। আপনার সঙ্গে রায়মল্লের পরিচয় আছে কি?"

উত্তর। আছে।

রায়মল্ল। কখনই নয়, যদি আপনার সহিত তাঁর পরিচয় থাক্‌ত, তা' হ'লে কখনই এরূপ অন্যায় দোষারোপ কর্‌তে পার্‌তেন না।

উত্তর। হ'তে পারে। আপনার সঙ্গে রায়মল্লের আলাপ আছে কি?

রায়মল্ল। আজ্ঞে হাঁ, তাঁর সঙ্গে আমার কিছু কিছু আলাপ আছে।

সে লোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি তাকে ভাল লোক ব'লে বিবেচনা করেন?"

রায়মল্ল। আজ্ঞে হাঁ।

যে কয়জন লোক তথায় বসিয়াছিল, তাহারা এ কথোপকথন বা বাদ-বিসম্বাদে যোগ দিল না। তাহারা স্থিরভাবে উভয়ের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিল।

সেই লোকটি উদ্ধতভাবে বলিল, "আমি বল্‌ছি, সে লোক ভাল নয়। কে—কে আমার কথায় প্রতিবাদ কর্‌তে সাহস করে দেখি।"

রায়মল্ল। তাঁকে ভাল লোক না বল্‌বার আপনার কোন বিশেষ কারণ আছে কি?

উত্তর। কারণ? কারণ আবার কি? চোর না হ'লে কি চোর ধর্‌তে পারে?

রায়মল্ল। সব সময়ে সকলের পক্ষে ও কথা খাটে না।

উত্তর। তুমি কে হে? তোমায় ত কেউ আমাদের কথাবার্ত্তায় বাধা দিতে ডাকে নি। তোমার এ রকম চড়া-চড়া কথায় আমার রাগ হচ্ছে, বল্‌ছি—

রায়মল্ল। [বাধা দিয়া] রাগ হয়, ঘরের ভাত বেশি ক'রে খেয়ো। তোমার কথা আমার অন্যায় ব'লে বোধ হ'ল, তাই আমি প্রতিবাদ

করলেম। রায়মল্ল বোধ হয়, কখনও তোমার কিছু অনিষ্ট করেন নি। তাঁর অপরাধ দেওয়াতে তোমার কোন লাভ নাই।

উত্তর। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে সে কখনও আমার কোন অনিষ্ট করে নি?

রায়মল্ল। বটে, তবে তুমিও বুঝি রঘুনাথের দলের একজন? রঘুনাথকে দল শুদ্ধ ধরিয়ে দেওয়াতে বুঝি, তোমার এত গায়ের জ্বালা হয়েছে?

রায়মল্ল সাহেব যে লোকটার সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন, তাহার আকার প্রকার দেখিলে সাধারণ লোক ভয় পায়। তাহার দেহ বেশ বলিষ্ঠ, সুগঠিত। সহসা দেখিলেই মনে হয়, তিনি অমিত পরাক্রমশালী। তাহার সহিত এরূপভাবে বচসা করাতে সেখানে যে কয়জন লোক বসিয়াছিল, তাহারা সকলেই একটা ভয়ানক মারামারির সম্ভাবনা ভাবিতেছিল। সকলেই মনে করিতেছিল, এত বড় একটা প্রকাণ্ড পালওয়ানের সঙ্গে ঐ ক্ষীণদেহবিশিষ্ট, শান্তপ্রকৃতি লোকটা কি সাহসে এত বচসা করিতেছে। সে ওর একটা চড়ের ভর সহিতে পারিবে না যে! যাহা হউক, কেহ কিন্তু কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। সে অনলে ঘৃতাহুতি প্রদানে কে উৎসুক হইবে?

সে লোকটি কিন্তু ক্রোধোন্মত্ত নয়। সুতরাং সে স্থির, ধীর, তজ্জন্য গম্ভীর হইয়া সে ব্যক্তি উত্তর করিল, "আমার বোধ হয়, তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ, তা' জান না। আমি এখনও তোমার ভালর জন্য বল্‌ছি, মুখ সাম্‌লে কথা কও।"

রায়মল্ল। যে মহাপুরুষের সঙ্গে আমি কথা কইছি, সৌভাগ্যক্রমে তাঁর পরিচয় এখনও পাই নি; আর জান্‌বারও বড় বিশেষ কোন আবশ্যকতা দেখ্‌ছি না।

তৎপরে রায়মল্লের প্রতি প্রশ্ন হইল, "তুমি কি এইখানকার লোক ?"

রায়মল্ল। আমি যখন যেখানে থাকি, তখন সেইখানকার লোক। আমি এই রাজ্যের একজন প্রজামাত্র।

পুনরায় সেই লোকটা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি দেখ্‌ছি, রায়মল্লের বেজায় গোঁড়া। তার কোন অপবাদ শুন্‌লে তোমার বড় কষ্ট হয় ; কেমন, এই কথা নয় ?"

রায়মল্ল বলিলেন, "হাঁ, এ কথা কতকটা সত্য বটে। তাঁর অনুপস্থিতে যদি তাঁর উপরে কেউ মিথ্যা দোষারোপ করে, তা আমি সে কথা সহ্য করিতে পারি না।"

"আমি কি মিথ্যা দোষারোপ কর্‌ছি ?"

"নিশ্চয় কর্‌ছ, তার আর কোন ভুল আছে ?"

"আমার যা' বিশ্বাস, আমি তাই বল্‌ছি।"

"তোমার এ বিশ্বাস ভুল।"

"কি ! যত বড় মুখ তত বড় কথা ? ফের্ যদি ও কথা বল্‌বে, তবে এখনই মজা দেখাব, এখনই টের্ পাবে।"

"সেজন্য আমি কিছুমাত্র ভীত বা নিশ্চিন্ত নই। তুমি অনায়াসে আমায় মজাটা দেখাতে পার। আমি তার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই আছি।"

"দেখ বন্ধু ! তোমার মত স্পষ্টবক্তা লোক বড় ভালবাসি।"

রায়মল্ল। ইঃ ! সহসা তোমার এরূপ বিরূপভাব দেখে আমার যে মনে বড় আশঙ্কা হচ্ছে। অকস্মাৎ মহাশয়ের মনোগতি এরূপভাবে পরিবর্ত্তিত হ'ল যে ?

"দেখ, তোমার মত আমুদে লোক আমার একটি দরকার ; তুমি আমায় যে সব কড়া কথা বলেছ, সে সব আমি ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছি।"

"আজ্ঞে সহসা অতটা দয়ালু হ'য়ে পড়্‌বেন না। অধীন আপনার অনুগ্রহ প্রয়াসী নয়!"

"তবে তুমি আমাকে রাগাবার জন্যই এই সব কথা বল্‌ছ?"

সেই মহাবলশালী ব্যক্তি এইবারে কিছু গম্ভীর অথচ ঈষৎ কোপান্বিত হইয়া উপরোক্ত কথা কয়টি বলিলেন। যেন বোধ হইল, এইবার রায়মল্ল গোয়েন্দা আর দ্বিতীয় কথা কহিলেই তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন।

কিন্তু রায়মল্ল সাহেব এ কথায় কোন উত্তর না দিয়া মৃদু-মধুরভাবে হাসিতে লাগিলেন।

সেই লোকটি তাঁহার এত সাহস দেখিয়া সেই সরাই-রক্ষককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এই লোকটা কি তোমার পরিচিত?"

সরাই-রক্ষক উত্তর করিল, "আমি ওকে পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, তবে আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, যে ভদ্রলোক আমার এই সামান্য চটীতে আসেন, ভদ্র ব্যবহার করেন, তিনি আমার বন্ধু।"

"দেখ, তোমায় আমি বল্‌ছি, তুমি ঐ লোকটিকে এখনই এই স্থান পরিত্যাগ কর্‌তে বল; তা' না হ'লে ভাল হবে না।"

সরাই-রক্ষক উত্তর করিল, "ওকে তাড়িয়ে দেবার ত বিশেষ কোন কারণ দেখ্‌ছি না। আমার এখানে আপনারও যেমন অধিকার, তারও সেই রকম। উনি ত কোন অন্যায় ব্যবহার করেন নি, কেন আমি একে চ'লে যেতে বল্‌ব।"

"তুমি যদি ওকে সরাই থেকে বিদায় ক'রে দিতে না পার, তবে আমাকেই সে কাজ কর্‌তে হবে?"

আশে-পাশে বসিয়া যে সকল লোক কেবল মজা দেখিতেছিল, তাহারা ভাবিল, "এইবারেই একটা বুঝি লড়াই বাধে।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আবির্ভাবের ফল

রায়মল্ল সাহেব শঙ্কিত বা সঙ্কুচিত হইবার কোন চিহ্ন দেখাইলেন না। বরং সেই লোকটিকে আরও ক্রুদ্ধ করিবার জন্য উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন।

সরাই-রক্ষক বলিল, "যদি দরকার বিবেচনা হয়, আমার সরাই থেকে একজন লোককে আমিই বের্ ক'রে দিতে পারি—অন্য লোকের সে কাজে হাত দেবার কোন দরকার নাই।"

"ও লোকটি অনর্থক আমাকে রাগিয়েছে, ওকে এই দণ্ডেই এখান থেকে স'রে যেতে হবে।"

রায়মল্ল গোয়েন্দা বিদ্রূপচ্ছলে স্বরভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম? থাকা হয় কোথায়?"

সেই ব্যক্তিটি শান্তভাবে, ধীর গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, "জগৎ-সিংহ! এ পার্ব্বতীয় প্রদেশে আমায় জানে না বা ভয় করে না, এমন লোক একটিও নাই।"

জগৎসিংহ মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম শুনিলেই ঘরসুদ্ধ লোক চম্‌কিয়া উঠিবে, এবং যে লোকটি তাঁহার সহিত বাগ্বিতণ্ডা করিতেছে, সে-ও ক্ষান্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, অথবা মূর্চ্ছা যাইবে; কিন্তু অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়, রায়মল্ল সে নাম শুনিয়া মূর্চ্ছিত, চমকিত বা কিছু-মাত্র বিচলিত হইলেন না; বরঞ্চ তাঁহার মনে আনন্দ হইল। জগৎ-

সিংহের আরও পরিচয় জানিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল, তবে প্রকাশ্যে তিনি সে ভাব জ্ঞাপন করিলেন না।

জগৎসিংহ বাস্তবিকই সে প্রদেশের একজন প্রসিদ্ধ দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত; দস্যুদলের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে, এ কথাও অনেকে অনুমান করিত। প্রকাশ্যভাবে এ পর্য্যন্ত যদিও তাঁহাকে কখনও দস্যুদলের সংস্রবে কেহ দেখে নাই, কিন্তু গুপ্তভাবে তিনি যে রঘুনাথের সঙ্গে অনেক ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত, অনেকেই তাহা কণাকাণি করিত, কাজেই সর্ব্বসাধারণেই তাহা শুনিয়াছিল। তিনি আত্মপরিচয় প্রদান করিবামাত্রই গৃহমধ্যস্থ অন্য সকল লোকেই চমকিত হইল; কিন্তু রায়মল্ল গোয়েন্দা ঠিক পূর্ব্বপ্রকৃতি, সহাস্যবদন ও শান্তভাব বজায় রাখিলেন। জগৎসিংহ যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা ঘটিল না দেখিয়া, যেন কথঞ্চিৎ নিরাশ হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "আমার নামে বাঘে বলদে একঘাটে জল খায়, আর এ লোকটা বিন্দুমাত্র বিচলিত হ'ল না! কে এ ব্যক্তি? এর সাহস ত বড় কম নয়!"

রায়মল্ল গোয়েন্দা কহিলেন, "তবে রঘুনাথ দলকে-দল শুদ্ধ ধরা পড়াতে তোমার বড় ক্ষতি হয়েছে?"

জগৎসিংহ এই কথা শুনিয়াই ক্রোধে রক্তবর্ণচক্ষুঃ হইয়া কঠোর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বল্‌লে? তোমার এ কথার মানে কি?"

রায়মল্ল। কেন? আমি বেশ সাদা কথায় বলেছি। এর মানে ত বুঝিয়ে দেবার দরকার নাই। আমি যা' বলেছি, তা' তোমার মত চালাক লোকের খুব সহজে একেবারেই বোঝা উচিত।

জগৎ। তুমি ফের ও কথা বলিলে তোমার মাথা গুঁড়িয়ে দেবো।

রায়মল্ল। সাহস থাকে অনায়াসে চেষ্টা ক'রে দেখ্‌তে পার; কিন্তু আমার মাথাটা কিছু শক্ত—সহজে ভাঙা যায় না।

জগৎ। তুমি না বল্‌ছিলে, আমি রায়মল্লের উপরে মিথ্যা দোষারোপ করেছি?

রায়মল্ল। হাঁ, তা' ত আমি বলেছি। বলেছি কেন? এখনও বল্‌ছি, তুমি-ঘোরতর মিথ্যাবাদী।

জগৎসিংহের আর সহ্য হইল না। তিনি নিজ অঙ্গরাখার মধ্য হইতে পিস্তল বাহির করিবার জন্য যথাস্থানে হস্ত প্রদান করিলেন। তৎপরেই বলিলেন, "খবরদার! মুখ সাম্‌লে কথা কও! এখনই উচিত মত শিক্ষা পাবে।"

রায়মল্ল গোয়েন্দা দেখিলেন, জগৎসিংহ তাঁহাকে গুলি করিবার নিমিত্ত পকেট হইতে পিস্তল বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি তথাপি বিচলিত হইলেন না; বরং জগৎসিংহ অপেক্ষা কঠোরতর স্বরে বলিলেন, "আমি কেন তোমায় মিথ্যাবাদী বলেছি, তা'র কারণ আছে। রায়মল্ল গোয়েন্দা তোমার কোন ক্ষতি করেন নাই, অথচ তুমি তাঁর বদনাম দিচ্ছিলে—"

তাঁহার সমস্ত কথা মুখ হইতে বাহির হইতে-না-হইতেই জগৎসিংহ ঈষৎ পশ্চাতে হটিয়া আসিয়া অঙ্গরাখার ভিতর হইতে পিস্তলটা বাহির করিয়া ফেলিলেন। রায়মল্ল গোয়েন্দাও তাহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনিও নিমেষ মধ্যে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের ন্যায় জগৎসিংহের ঘাড়ের উপরে লাফাইয়া পড়িলেন। যাহারা রায়মল্ল সাহেবের শান্তমূর্ত্তি দর্শনে তাঁহাকে নিরীহ ভাল মানুষ ভিন্ন আর কিছুই ভাবেন নাই, তাঁহারাই চকিতনেত্রে চাহিয়া দেখিলেন, অত বড় প্রকাণ্ড দেহধারী জগৎসিংহকে তিনি জাপ্‌টাইয়া ধরিয়া, অকাতরে অল্প চেষ্টায়, অধিক ধস্তাধস্তি না করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন; পরে বলিলেন, "এখন মানে মানে পিস্তলটি ফেলে দেবে কি না?"

জগৎসিংহের হাত হইতে পিস্তলটি পড়িয়া গেল। কেহ তাঁহাদিগের কার্য্যে বাধা দেয় নাই ; কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া প্রত্যেকেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল। বলিতে গেলে জগৎসিংহকে ভূতলশায়ী করিতে বোধ হয়, রায়মল্লের অতি সামান্যই ক্লেশ হইয়াছিল ; কাহারও রক্তপাত হইল না, অথচ সেই শান্ত শিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি রায়মল্ল অত বড় একজন কুস্তিগীর্ পুরুষকে যেমন একটি বালকের ন্যায় ভূশায়ী করিলেন। জগৎসিংহ পিস্তলটা ফেলিয়া দিবামাত্র রায়মল্ল সাহেব সেই পিস্তলটা কুড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জগৎসিংহ একখানি শাণিত ছুরিকা কটি-দেশ হইতে বাহির করিয়া রায়মল্লকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলে তৎক্ষণাৎ গোয়েন্দা-সর্দ্দার রায়মল্ল সেই পিস্তলটা তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "তোমার নিজের পিস্তলেই নিজে মর্‌বে কেন— এখনও সতর্ক হও।"

জগৎসিংহ উচ্চরবে জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুই ?"

রায়মল্ল। আমি কে, তুমি জান্‌তে চাও ?

জগৎ। হাঁ।

রায়মল্ল। লোকে আমায় 'রায়মল্ল গোয়েন্দা' ব'লে ডাকে, আর কোম্পানি-বাহাদুর 'রায়মল্ল সাহেব' বলেন।

জগৎসিংহ তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকা ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া যেন কত ভালমানুষের মত বিনীতভাবে বলিল, "ওঃ! তা' না হ'লে কি এত সাহস হয় ? আপনাকে চিন্‌তে পারি নি, মাপ কর্‌বেন।"

জগৎসিংহ যখন দম্ভভরে নিজ নাম উচ্চারণ করিয়াছিল, তখন অন্য লোকজন যত না চমকিত হইয়াছিল, রায়মল্ল গোয়েন্দার নাম উচ্চারিত হইবামাত্র তাহারা যেন সেইখানে একেবারে জমাট বাঁধিয়া গেল। অবাক্ হইয়া তাহারা সেই অদ্ভুত গোয়েন্দার মুখপানে চাহিয়া

রহিল। এতদিন যে লোকের কেবল নাম শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইত, আজ সেই লোক সম্মুখে উপস্থিত।

রায়মল্ল গোয়েন্দা এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য না করিয়া, পার্শ্বস্থ একটি ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার দ্বার রুদ্ধ করিলেন। পান্থশালাধ্যক্ষকে কেবল বলিয়া গেলেন, "সকাল হইলেই আমার ঘুম ভাঙিও।"

ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিদ্রাগত হইলেন না। তাঁহার মনে এখন একটা নূতন ভাবনা জুটিল। তিনি কেবল জগৎসিংহের নাম লইয়াই ভাবিতে লাগিলেন। জগৎসিংহের নাম তিনি অনেকবার শুনিয়াছেন। তিনি পার্ব্বতীয় প্রদেশস্থ একজন বিখ্যাত বদ্‌মায়েস। তাঁহার নামে অনেক খুনী মোকদ্দমা, অনেক গ্রেপ্তারী পরওয়ানা আছে; কিন্তু তা' ছাড়াও জগৎসিংহের নাম যেন তিনি আর কাহারও কাছে শুনিয়াছেন। অনেকক্ষণ চিন্তার পর তাঁহার মনে পড়িল, অজয়সিংহ একবার তাঁহার সাক্ষাতে তাহার পরিচয় দিবার সময়ে এই নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তখন তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই কি সেই জগৎসিংহ? এই লোকই কি তারার বিমাতার সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ? এই কি তারার বিষয়-সম্পত্তি নির্ব্বিঘ্নে ভোগদখল করিতেছে? যাহাকে বহু অনুসন্ধানে বাহির করিতে হইত, ভাগ্যক্রমে সে কি আজ আপনা-আপনি আমার সহিত পরিচিত হইয়া গেল!"

এইরূপ ভাবনা চিন্তায় তিনি অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিলেন। হঠাৎ তাঁহার চিন্তায় বাধা পড়িল। সরাইয়ের বহির্দ্দেশে তিনি যেন কাহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। কে যেন অতিশয় ব্যস্ত-সমস্তভাবে বলিতেছে, "আজ রাত্রে গিয়ে আর কি ফল হবে? কাল সকালে তখন যাবেন।"

আর একজন লোক উত্তর দিল, "না—না—আমাকে এই রাত্রেই যেতে হবে। তুমি আমার ঘোড়াটা নিয়ে এস।"

"এই অন্ধকারে কেমন ক'রে যাই বলুন, তবে আপনি একান্ত পীড়া-পীড়ি কর্‌লে বাধ্য হয়েই যেতে হবে।"

"আমি আজ যাবই—আমাকে আজ যেতেই হবে।"

রায়মল্ল সাহেব এই কথোপকথন ও কণ্ঠস্বর শুনিয়াই অনুমান করিলেন, জগৎসিংহ সরাই পরিত্যাগ করিয়া সেই রাত্রেই প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছে, আর সরাই-রক্ষক তাহাতে বাধা দিতেছে। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কেন জগৎসিংহ এত ব্যস্ত হইয়া আজ রাত্রিতেই এখান হইতে পলায়নের চেষ্টা করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি আবার সরাই-রক্ষকের কণ্ঠস্বর শুনিলেন। সে বলিল, "রাত্রে পাহাড়ী পথে যাওয়া বড় ভয়ানক কাজ। আমি এখনও আপনাকে বারণ কর্‌ছি, আপনি যাবেন না। গেলে বিপদে পড়্‌বেন।"

রায়মল্ল সাহেব কাণ পাতিয়া বেশ ভাল করিয়া সব শুনিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, "এই রাত্রে জগৎসিংহ কেন এখান হইতে চলিয়া যাইতে চায়?"

রায়মল্ল সাহেব উন্মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া দেখিতে লাগিলেন, জগৎসিংহ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সরাই-রক্ষককে জিজ্ঞাসা করিল, "এখান হইতে বুঁদী গ্রামে যাবার কোন সহজ রাস্তা নাই?"

সরাই-রক্ষক উত্তর করিল, "না।"

জগৎ। এখান থেকে কত দূর হইবে?

সরাই-রক্ষক। প্রায় দশ ক্রোশ।

রায়মল্ল সাহেব এই কথা শুনিয়াই ভাবিলেন, "এ বুঁদীগ্রামে যেতে

চায় কেন? নিশ্চয় কোন বিশেষ দুরভিসন্ধি আছে। হ'ল না, আজ রাত্রে আর শোয়া হ'ল না, দেখ্ছি।"

কিয়ৎক্ষণ পরেই তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বাতায়ন পথ দিয়া লাফাইয়া পড়িলেন। অন্ধকারে আস্তাবলের দিকে গিয়া আপনার অশ্বটিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া লইলেন। অশ্বের পদশব্দে পাছে জগৎসিংহ বুঝিতে পারেন, তিনি তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছেন, তাহাই তিনি অশ্বপদ হইতে লৌহনির্ম্মিত 'নাল' খুলিয়া লইলেন। অশ্বারোহণে অর্দ্ধ-ঘণ্টাকালের মধ্যেই তিনি জগৎসিংহের অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন। তখন তাঁহার মনে অপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইল। দূরে একটি সরায়ের ক্ষুদ্র আলোকরশ্মি তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। সহসা তিনি আর জগৎসিংহের অশ্বের পদশব্দ শুনিতে পাইলেন না। তিনি বুঝিলেন, সেই সরায়ে জগৎসিংহ আশ্রয় লইলেন। সে সরায়ে কিরূপ লোকের গমনাগমন হইত, তাহা রায়মল্ল গোয়েন্দার অবিদিত ছিল না। তিনি জানিতেন, যত চোর বদ্মায়েস, প্রবঞ্চক, খুনী, ফেরারী লোক পরস্পরের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে ও সন্ধান লইয়া রজনীযোগে তথায় সম্মিলিত হইত এবং নিজ নিজ কার্য্যসাধন করিয়া চলিয়া যাইত। জগৎসিংহ এখানে আসিয়া কি উদ্দেশ্যে অবতরণ করিলেন, তাহাই জানিবার জন্য রায়মল্ল গোয়েন্দা বড় ব্যগ্র হইলেন। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া একটি বৃক্ষে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া উচু নীচু পাহাড় ও গাছপালার অন্তরালে থাকিয়া প্রায় জগৎসিংহের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দেখিলেন, জগৎসিংহ আপনার অশ্বটিকে একটি তরুতলে রাখিয়া পথিকশালার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। রায়মল্ল গোয়েন্দাও খুব সাবধানে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

সহসা একবার বংশীধ্বনি শ্রুত হইল। তিনি বুঝিলেন, ইহাও জগৎ-

সিংহের কার্য্য। সরায়ে নিশ্চয়ই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কারণ কোন লোক অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে দূর হইতে সংবাদ দিবার জন্য এই নিরূপিত বংশীবাদন হইল। প্রকৃতপক্ষে ঘটিলও তাই। জগৎ-সিংহের সেই বংশীরব শুনিবামাত্র পান্থশালার দ্বারদেশ উন্মুক্ত হইল। একজন লোক বাহিরে আসিয়া ঠিক সেইরূপ বংশীধ্বনি করিয়া জানাইল, সে উপস্থিত আছে। তাহার পরেই তাহার সঙ্গে আরও দুইজন লোক বাহির হইয়া আসিল। রায়মল্ল গোয়েন্দা দেখিলেন, তিনজন লোক ও জগৎসিংহ নিকটস্থ একটী বৃক্ষতলে সমবেত হইয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। তিনিও লুক্কায়িতভাবে তাহাদিগের পশ্চাতে গিয়া এমন স্থানে দাঁড়াইলেন, যেখান হইতে অনায়াসেই তাহাদিগের পরামর্শ সব শোনা যায়। এইরূপভাবে তাহাদিগের নিকটস্থ হইতে পারায় তিনি মনে মনে নিজ-সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল।

জগৎসিংহ সেই তিনজন লোককে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "খবর ভাল ত?"

একজন উত্তর করিল, "ভাল।"

জগৎ। ঠিক জায়গায় যেতে পেরেছিলে?"

উত্তর। হাঁ।

জগৎ। কাজ হয়েছে?

উত্তর। হয়েছে।

জগৎ। তাকে দেখেছ?

উত্তর। হাঁ।

জগৎ। তাকে আন্‌তে পার্‌বে?

উত্তর। নিশ্চয়।

জগৎ। কখন?

উত্তর। আমাদের পাওনার কথা ঠিক হ'লেই।

জগৎ। আমি ত তোমাদের আগেই বলেছি, এক হাজার ক'রে এক একজনকে দেবো।

উত্তর। তাতে হবে না—এখন অবশ্যই কিছু বাড়্‌তে হবে।

জগৎ। কত চাও?

উত্তর। প্রত্যেকে দুই হাজার ক'রে।

জগৎ। একটা সামান্য কাজের জন্য অনেক টাকা চাইছ!

উত্তর। বড় সোজা কাজও নয়।

জগৎ। কেন?

উত্তর। এখন রায়মল্ল গোয়েন্দা তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছে। তা' ছাড়া আর একটা কথাও শুন্‌লেম, ঐ মেয়েটা না কি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী; অথচ কে বঞ্চনা ক'রে তার বিষয়-আশয় ভোগ-দখল করছে। রায়মল্ল সাহেব না কি প্রতিজ্ঞা করেছেন, সে সব অপহৃত বিষয়-সম্পত্তি পুনরুদ্ধার কর্‌বেন।

জগৎ। এ ভুল সংবাদ কে তোমাদের দিলে? কোথা থেকে এ গাঁজাখুরী কথা শুন্‌লে?

উত্তর। আছে—আছে। আমাদেরও সন্ধান-সুলভ আছে। তা' সে কথা নিয়ে সময় কাটা'বার দরকার কি?

জগৎ। রায়মল্ল সাহেবই যে সেই ছুঁড়ীটার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছে, তা' কেমন ক'রে জান্‌লে? গুজব কথাও ত হ'তে পারে।

উত্তর। না গুজব কথা নয়।

জগৎ। তা' যা' হোক্, তোমরা তাকে আন্‌তে পার্‌বে?

উত্তর। হাঁ।

জগৎ। কখন?

উত্তর। এই রাত্রেই—যদি সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়; আমরা যা' চাই, তা' যদি আপনি দিতে রাজী হন্।

জগৎ। আজ রাত্রের মধ্যেই কেমন ক'রে হবে?

উত্তর। সে ভার আমাদের—আপনি আমাদের কথায় রাজী হ'লেই কাজ হাঁসিল হবে।

জগৎ। এখান থেকে বুঁদি গ্রাম কত দূর?

উত্তর। প্রায় পাঁচ ক্রোশ হবে।

জগৎ। আজ রাত্রের মধ্যে তবে যাওয়া-আসা অসম্ভব।

উত্তর। সে কথায় আপনার দরকার কি? আপনার কাজ নিয়ে কথা। আপনি দু'হাজার ক'রে দিতে স্বীকৃত হ'লেই আমরা আমাদের কাজ দেখাব।

জগৎ। আচ্ছা, সেই বালিকাকে আমার কাছে এনে দাও, আমি তোমাদের কথাতেই রাজী আছি।

একজন বলিল, "দু' হাজার ক'রে দিতে হবে।"

জগৎ। দু' হাজার ক'রেই দেবো।

আর একজন বলিল, "তখন পেছুলে কিন্তু আমরা শুনব না।"

জগৎ। আমি যখন বলছি দেবো, তখন আর কথায় কাজ কি?

অমনই তৃতীয় ব্যক্তি বলিল, "আমরা তাকে এনেছি।"

অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে আশ্চর্যান্বিত হইয়া জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "এনেছ?"

উত্তর। হাঁ।

জগৎ। কাকে বল দেখি?

উত্তর। যাকে আপনি আনতে বলেছিলেন।

জগৎ। কোথায়?

উত্তর। দেখুন, আমরা সুবিধা পেয়ে ছাড়্‌ব কেন? রাত্রে ঘাটে কাপড় কাচ্‌তে যাচ্ছিল, সেই সুযোগে তাকে ধ'রে ফেলি, তাকে এখন এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছি।

জগৎ। কোথায়? এই সরায়ে?

উত্তর। তা' এখন বল্‌ব কেন?

এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া রায়মল্ল সাহেব স্পষ্টই বুঝিলেন, তাহারা কোন বালিকাকে অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছে। তিনি ভাবিলেন, হয় ত জগৎসিংহ তারাকে হত্যা করিয়া নির্ব্বিবাদে তাহার বিষয়-সম্পত্তি ভোগদখল করিবার জন্যই এই সকল ষড়্‌যন্ত্র করিয়াছে। ইহাই সম্ভব।

জগৎসিংহ ও সেই তিনজন লোক সরায়ের দিকে অগ্রসর হইল। সরাই-রক্ষকও যে এই ভয়ানক কার্য্যে তাহাদের সহায়তা করিতেছে, তাহাও তিনি অনুমান করিয়া লইলেন। সরায়ে উপস্থিত হইয়াই সেই দুর্বৃত্তগণ বেগবান্ অশ্বের পদশব্দ শুনিয়া চমকিত হইল। সরাই-রক্ষককে এ কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে অবাক্ হইয়া কেহ তথায় আসিতেছে কি না দেখিতে লাগিল। অন্য কাহারও আসিবার কথা ছিল না বলিয়া, সে সহসা ঐ কথায় কোন উত্তর দিতে পারিল না।

জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "ও কে আসে?"

সরাই-রক্ষককে আর কোন উত্তর করিতে হইল না। একজন বৃদ্ধ মাতাল টলিতে টলিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বন্দিনী তারা

চারিজন ষড়্‌যন্ত্রকারী মাতাল অবস্থায় এই বৃদ্ধকে দেখিয়া সেদিকে বড় নজর করিল না। তাহারা আপনা-আপনি যে যাঁর নিজের কথা কহিতে লাগিল।

বৃদ্ধ মাতাল বলিল, "সরাইওয়ালা! আমায় আজ রাত্রের মত একটা ঘর ছেড়ে দিতে পার? দেখ্‌ছ, আমি আর কিছুতেই দাঁড়াতে পার্‌ছি না। পা দুখানা ভারি অবাধ্য হ'য়েছে।"

সরাই-রক্ষক বলিল, "যাও যাও, আজ আর ঘর ছেড়ে দেয় না, মাতাল কোথাকার। আজ আমার সব ঘরে লোক আছে।"

বৃদ্ধ মত্ততার সহিত মৃদুমন্দভাবে নৃত্য করিতে করিতে বলিল, "ব'লে যাও—ব'লে যাও বাবা, তোতা পাখি! তুমি বেশ বল্‌ছ, ভাল গাইছ, একটা দেখে-শুনে দাওনা বাপ্‌! বেজায় মাতাল হ'য়ে পড়েছি।"

সরাই-রক্ষক। কেন আর ভিড় বাড়াবে, বাবা? আজ আমার আর জায়গা নাই। তোমায় সিধে পথ দেখ্‌তে হচ্ছে। আজ রাত্রে আর এ খানে হচ্ছে না।

বৃদ্ধ। রাত্রি কোথায় বাবা, রাত্রি কি আছে? দেখ, এতক্ষণে বুঝি রদ্দুর উঠে প'ড়্‌ল। অন্ততঃ একটাকে তুলে বিদায় ক'রে দিয়ে আমায় একটু জায়গা ক'রে দাও না। তারা সারারাত ঘুমিয়েছে, আমি সারা-রাত মদ খেয়েছি। এখন আমায় খানিকটে ঘুমুতে দাও।

সরাই-রক্ষক কর্কশস্বরে বলিল, "আমি বল্‌ছি, আজ এখানে আর জায়গা নাই—তুমি সোজা পথ দেখ।"

বৃদ্ধ। এখান থেকে আর একটা সরাই কত দূর হবে?

সরাই-রক্ষক। ক্রোশখানেক দূরে। এই রাস্তা ধ'রে বরাবর সমান চ'লে যাও।

বৃদ্ধ বেগতিক দেখিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। নানাবিধ অঙ্গভঙ্গী ও মুখভঙ্গীপূর্ব্বক বিজড়িত স্বরে উত্তর করিল, "বাবা, অতদূর! এখান থেকে আর কোন্ বেটা এক পা নড়ে। আমার শিকড় নেমে গেছে, বাবা! এখন আমায় আর টেনে তোলা দায় হবে!" এই বলিয়া বৃদ্ধ সেই উঠানে ঘাসবনের মাঝখানে লম্বাভাবে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার নাসিকা গর্জ্জন আরম্ভ হইল।

তাহার কথাবার্ত্তা ও ভাবগতিক দেখিয়া তাহাকে কেহই সন্দেহ করিতে পারিল না। সরাই-রক্ষক তাহার এই দুরাবস্থা দেখিয়া কোন কথা বলিল না। সকলে ভাবিল, "যাক্, বুড়োটা ঐ খানেই মড়ার মত প'ড়ে থাক্, তাতে আর আমাদের কি ক্ষতি হবে?"

ষড়যন্ত্রকারিগণও বৃদ্ধ মত্তপের এই অবস্থা দেখিয়া আপন-আপন কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিল। তার পর তাহাদের সমস্ত কথা শেষ হইলে দুইজন সেই অপহৃতা বালিকাকে আনয়নার্থ আর একটি ঘরে চলিয়া গেল। সরাই-রক্ষকও ঐ দুর্বৃত্ত কয়জনের ঘোড়া আনিবার জন্য আস্তাবলের দিকে অগ্রসর হইল।

তাহাদের কথাবার্ত্তায় ও পরামর্শে ধার্য্য হইল, ঐ কয়জন লোক জগৎসিংহের সহিত অশ্বারোহণে কোন পর্ব্বত-সমীপস্থ গ্রাম পর্য্যন্ত যাইবে। তথায় তাহাকে একখানি গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া টাকা কড়ি চুকাইয়া লইয়া চলিয়া আসিবে।

যে বৃদ্ধ মাতাল কথা কহিতে কহিতে তথায় পড়িয়া কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা যাইতেছিল, সে প্রকৃতপক্ষে মাতাল নহে—নিদ্রিতও হয় নাই। এস্থলে বলিয়া দেওয়া উচিত, এই বৃদ্ধ আর কেহই নহে, সেই রায়মল্ল গোয়েন্দা। এ কথা বোধ হয়, পাঠক অনেক পূর্ব্বে অনুমান করিয়া লইয়াছেন। অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া এস্থলে খুলিয়া বলা গেল। গুপ্ত মন্ত্রণাকারীদের প্রত্যেক কথার উপরে রায়মল্ল লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। তিনি উপায় কি করিবেন, তাহাই ভাবিতেছিলেন। নিজ জীবনের জন্য যদি হইত, তাহা হইলে তিনি একাকী এই পঞ্চজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে বিন্দুমাত্র ভীত বা সঙ্কুচিত হইতেন না; কিন্তু তিনি কি করিবেন, পঞ্চজন ভয়ানক অসম সাহসিক লোকের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া যদি তিনি কোন প্রকারে আহত হইয়া পড়েন, আর এই বালিকা যদি তারাবাই হয়, তাহা হইলে অভাগিনী তারার দশা কি হইবে, সেই ভাবনাতেই তাঁহার মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতে লাগিল। কেমন করিয়া তারাকে এই দস্যুগণের কবল হইতে মুক্ত করিবেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র চিন্তা হইল। তিনি অবশেষে স্থির করিলেন, "দেখি কত দূরে গড়ায়। কোন রকম একটা সুবিধা কি হইবে না।"

তারার বিপদের উপর বিপদ্ ঘটিতে লাগিল। নিতান্ত বালিকা বয়স হইতে তাহার সম্পত্তি অপহরণ করিবার লোভে তাহাকে স্বীয় জন্মস্থান ছাড়াইয়া বর্দ্ধমানে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। তার পর সে জীবিত, কি মৃত অনেক দিন কেহ তাহার সন্ধান পায় নাই। মধ্যে রঘুনাথ তাহার রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। ঘটনাক্রমে অভাগিনী সেই রঘুর হাতেই বন্দিনী হয়। রায়মল্ল গোয়েন্দা সহায় না হইলে সে যাত্রা কি

"কেন তোমরা আমায় এ যন্ত্রণা দিচ্ছ ?"

রঘু ডাকাত—১১১ পৃষ্ঠা।

হইত, বলা যায় না। পাঠক, এ সকল সংবাদ পূর্ব্বেই একবার পাইয়াছেন। সে বিপদে তারার কেহ ক্ষতি করিতে পারিল না বটে, কিন্তু এ আবার কি নূতন বিপদ্! এতদিন পরে জগৎসিংহ, তারা প্রকৃতই জীবিত আছে জানিয়াই কি এইরূপ ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তারার প্রাণ বিনষ্ট করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে? হায়! অর্থই অনর্থের মূল! যদি তারার বিষয়-বিভব না থাকিত, তাহা হইলে কে তাহার অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করিত?

ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! কি বিষম পরিণাম! কোথায় স্বনামখ্যাত গোয়েন্দা-সর্দ্দার প্রসিদ্ধ রায়মল্ল, আর কোথায় অভাগিনী রাজপুতবালা তারা! কেমন অপূর্ব্ব সুযোগ! বিধাতা যদি রায়মল্লের প্রাণে এইরূপ দয়ার উদ্রেক না করিয়া দিতেন, তাহা হইলে তারা এতদিন জীবিত থাকিত কিনা সন্দেহ। ইহাও বড় আশ্চর্য্যের কথা বলিতে হইবে যে, দুইবারই ঘটনাক্রমে রায়মল্ল সাহেব যেন তারার বিপদ্ জানিতে পারিয়াই যথাসময়ে কার্য্যস্থলে উপস্থিত হইলেন।

কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর এক লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটিল। যে দৃশ্য দেখিলে কঠোর হৃদয়ও কোমল হয়, প্রস্তর দ্রবীভূত হয়, তাহাই সম্মুখে উপস্থিত হইল।

সেই লোমহর্ষণ দৃশ্যে রায়মল্লের ন্যায় স্থির, ধীর, বুদ্ধিজীবী লোকেরও বুদ্ধিভ্রংশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল।

অর্দ্ধোলঙ্গ তারা বাইকে লইয়া সেই দুইজন দস্যু ফিরিয়া আসিল। একবার দেখিয়াই রায়মল্ল গোয়েন্দা তারাকে চিনিতে পারিলেন। তারা কাঁদিয়া বলিল, "ওগো! তোমরা আমায় একেবারে কেটে ফেল না কেন? এ রকম ক'রে দগ্ধে দগ্ধে মার্‌বার দরকার কি? আমি তোমাদের কোন অপরাধ করি নি—কেন তোমরা আমায় এ যন্ত্রণা দিচ্ছ?

আমি তোমাদের এ অত্যাচারের যে কিছুই কারণ বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। হা ভগবান্! তোমার এমন দয়ালু অনুচর কি এখানে কেউ নাই যে, আমাকে এই বিপদে—”

জগৎসিংহ বাধা দিয়া কহিল, “আমি তোমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌তেম; কিন্তু কি কর্‌ব বল, ওরা তিনজন আমি একা।”

রায়মল্ল গোয়েন্দার একবার ইচ্ছা হইল, তিনি ভূমিতল হইতে লাফাইয়া উঠিয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া অভাগিনী তারাকে বলেন, “ভয় কি, তারা! এই যে আমি রয়েছি এখানে। তোমার অনিষ্ট কর্‌বার কাহারও ক্ষমতা নাই!” কিন্তু রায়মল্ল গোয়েন্দা তাহা যুক্তি-মূলক বিবেচনা করিলেন না। তিনি ক্রমাগত সুবিধাই অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

তারার ক্রন্দন, অনুনয় বিনয় শ্রবণে ও ব্যাকুলতা-কাতরতা-সন্দর্শনে রায়মল্লের বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। তিনি আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল, ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় সেই দুর্ব্বৃত্তগণের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া তাহাদের দেহ খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া ফেলেন। অত অধিক্ষণ সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর বোধ হইতে লাগিল। অভাগিনীর ক্রন্দনধ্বনি আর তাঁহার সহ্য হয় না। সহসা তিনি ভাণ করিয়া জাগরিত হইলেন। কৃত্রিম, কপট নিদ্রাত্যাগের তাঁহার আর একটি কারণ ছিল। তিনি যে-কোন প্রকারে হউক, তারাকে ইঙ্গিতে তাঁহার উপস্থিতি বুঝাইয়া দিতে পারিলে, অভাগিনী মনে মনে আশ্বস্ত হইবে, এই উদ্দেশ্যেই ছল করিয়া কপট সুষুপ্তি ভঙ্গ করিয়া উঠিলেন।

সেই কয়জন চক্রান্তকারী দস্যুর সম্মুখে তারা হৃদয়ভেদী ক্রন্দন-সহকারে করুণকণ্ঠে কাকুতি-মিনতি করিতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া দিতে

বলিতেছে, আর সে কখন কাহারও কিছু হানি করে নাই, তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছে। তারা মনে মনে ভাবিতেছে, বুঝি সে আবার রঘুনাথের দলের হাতে পড়েছে. এবার বোধ করি, আর তাহার নিস্তার নাই।

রায়মল্ল-গোয়েন্দা টলিতে টলিতে তাহাদের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন। বিকৃতভাবে, বিজড়িতস্বরে বলিলেন, "এই বাচ্ছা মেয়ে মানুষটাকে নিয়ে বাঘের মত তোমরা ক'জনে প'ড়ে কেন টানাটানি কর্‌ছ, বাবা! তোমরা কি মানুষ খাও ?"

তারা চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আমায় বাচান্‌, মশাই। আমায় রক্ষা করুন। আমি নিরপরাধা, এদের আমি কোন অনিষ্ট করি নি, এরা আমায় জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে এসেছে, আমায় এরা কেটে ফেল্‌বে, এরা আমার—"

তারা আর কিছু বলিতে পারিল না, তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল।

রায়মল্ল মত্তের ন্যায় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তুমি এদের—সঙ্গে—যেতে--চাওনা ? না যেতে চাও—এরা তোমায় খেয়ে ফেল্‌বে—তার আগে একটা মজা হোক্‌, আমি তোমার কাণটা একবার কামড়ে এঁটো ক'রে দিই—ব্যস্‌।"

এই কথা বলিয়া ছদ্মবেশী রায়মল্ল টলিয়া টলিয়া, বিস্তৃতরূপে মুখব্যাদান করিয়া একেবারে তারার কাণের কাছে মুখ লইয়া গেলেন। চক্রান্তকারিগণ মাতালের মজা দেখিতেছিল। তাহারা প্রথমতঃ বৃদ্ধ সুরাপায়ীর ঐ কার্য্যে বাধা দেওয়া বা আপত্তি করা যুক্তিযুক্ত মনে করিল না। রায়মল্ল সাহেব কিন্তু ইতিমধ্যে ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া তারার কাণে কাণে এইমাত্র বলিয়া লইলেন, "কোন ভয় নাই, তারা! আমি এসেছি।"

তাহার পরেই আবার সেইরূপভাবে টলিতে টলিতে বৃদ্ধবেশী রায়মল্ল গোয়েন্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এদের সঙ্গে—যেতে—চাও না--না?"

তারা উত্তর করিল, "না—না—ওদের সঙ্গে আমি কখনই যাব না, ওরা ডাকাত! ওরা খুনী! ওরা আমায় বাড়ী থেকে চুরি ক'রে নিয়ে এসেছে।"

তারা এইরূপভাবে উত্তর করিল বটে, কিন্তু ঐ বৃদ্ধের ঐ কয়েকটি সামান্য ইঙ্গিতেই সে বুঝিল, বৃদ্ধ কে! রায়মল্ল গোয়েন্দাই যে বৃদ্ধ সাজিয়া ছদ্মবেশে মাতালের ন্যায় কথা কহিতেছেন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি তারার আর তাহা বুঝিতে বাকী রহিল না। এতক্ষণে তাহার প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। এতক্ষণে সে বুঝিল, আর কেহ তাহার অনিষ্ট করিতে পারিবে না। তারার মনে পড়িল, কি ভয়ানক অবস্থায় রঘু ডাকাতের হস্ত হইতে রায়মল্ল সাহেব তাহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। যাহার সাহসিকতা তারা একবার প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে, তবে এখন তাঁহার তদনুরূপ কর্ম্মে কেন সন্দেহ ঘটিবে?"

রায়মল্ল কহিলেন, "না যেতে চাও—নাই যাবে।, তার এত ঝগড়া কেন? [ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতি] কেন বাবা! তোমরা একে ধ'রে টানাটানি কর্‌ছ, ওকে ছেড়ে দাও।"

এই কথা শুনিয়াই একজন দস্যু রায়মল্লের মুখের কাছে একটা পিস্তল খাড়া করিয়া বলিল, "তোর সে কথায় দরকার কি রে মাতাল বুড়ো। আমাদের যা' ইচ্ছে তাই কর্‌ব, তুই কে?"

পিস্তল দেখিয়াই রায়মল্ল ভয়ে যেন জড়সড় হইয়া পঞ্চ হস্ত সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "পিস্তল সরাও বাবা! নাকের কাছে পিস্তল খাড়া ক'রে ও কি রকম ইয়ারকি? খুন কর্‌বে না কি?"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

অনুসরণ

দস্যু উচ্চহাস্য করিয়া বলিল, "খুন কর্‌ব না ত কি? তুই আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছিস্ কেন?"

রায়মল্ল। দেখ্, তুই অতি ভীরু! আমি বুড়ো হয়েছি বটে, কিন্তু এক চড়ে তোর মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিতে পারি।

দস্যুগণ ও জগৎসিংহ সকলেই হোঃ হোঃ রবে হাসিয়া উঠিল।

একজন দস্যু বলিল, "যাক্, আর তোমার বীরত্বে কাজ নাই। এখন এখান থেকে আস্তে আস্তে স'রে পড়!"

রায়মল্ল। তা' সহজে যাচ্ছি না। এই মেয়েটিকে আমি নিয়ে যাব।

জগৎসিংহের পোষাক-পরিচ্ছদ বেশ ভদ্রলোকের ন্যায়। তাহার উপরে সে এরূপ ভাবভঙ্গী দেখাইতেছিল, যেন সে দস্যুগণের ষড়্‌যন্ত্রে লিপ্ত নহে। বৃদ্ধবেশী রায়মল্ল গোয়েন্দার অবশ্য তাহা অজানা ছিল না। তিনি ছল করিয়া জগৎসিংহের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, "আপনাকে ত ভদ্রলোক দেখ্‌ছি। এ রকম অত্যাচার দেখে আপনি আমার মতেই মত দিবেন। আমি প্রস্তাব করি—আসুন, আমরা দুজনে চেষ্টা ক'রে এই বালিকাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যাই।"

জগৎসিংহ রায়মল্লের কাণে কাণে বলিল, "ওদের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া করতে আমার সাহস হয় না। তবে আমরা ভালমানুষী ক'রে বুঝিয়ে ব'লে দেখ্‌তে পারি, তাতে যতদূর হয়। পরের জন্য বেশি হাঙ্গামে দরকার কি?"

রায়মল্ল কহিলেন, "ওদের কাছে ভালমানুষী করা, আর মৃতব্যক্তির জীবনদান করিতে যমরাজকে অনুরোধ করা, একই কথা।"

জগৎ। আমরা ওদের নামে নালিশ কর্‌তে পারি।

রায়মল্ল। আর ততক্ষণে এদিকে যে কাজ ফর্‌সা হ'য়ে যাবে।

জগৎসিংহ রায়মল্লের কথার উত্তর না দিয়া একজন দস্যুকে ইঙ্গিত করিবামাত্র সে রায়মল্লের নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিল, "দেখ্ বুড়ো, তুই যদি আর বেশি বাড়াবাড়ি করিস্, তোকে এবার নিশ্চয় গুলি ক'রে ফেল্‌ব।"

রায়মল্ল মাতালের ন্যায় ভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "আমি এক পাও নড়্‌ব না, তুই কি কর্‌তে পারিস্ কর্। আমি এ মেয়েটিকে নিয়ে তবে যাব।"

রায়মল্ল সাহেব এই কথা বলিবামাত্র একজন দস্যু তাঁহাকে ধাক্কা দিতে আসিল। যেমন সে হস্ত প্রসারণ করিবে, অমনিই চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। বৃদ্ধের একটি ধাক্কার ভর সহ্য করিতে পারিল না।

অন্য দুইজন দস্যু তাহাদিগের সহচরের এই দশা দেখিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বৃদ্ধকে আক্রমণ করিতে ধাবিত হইল। রায়মল্ল সাহেব তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ হটিয়া নিজের আঙ্গরাখার মধ্য হইতে দুইটি পিস্তল বাহির করিয়া দুই হস্তে ধারণ করিলেন। দস্যুগণ তদ্দর্শনে বিস্মিত হইল। রায়মল্ল কহিলেন, "এস, কার সাহস আছে, এগিয়ে এস। এক এক গুলিতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

এই ব্যাপার দেখিয়াই জগৎসিংহ সেই কক্ষের প্রদীপ সহসা নির্ব্বাণ করিয়া দিল। তৎক্ষণাৎ তারার কাতর ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইল, বোধ হইল, কে যেন তাহাকে লইয়া টানাটানি করিতেছে। তৎক্ষণাৎ এমন একটা শব্দ হইল, কে যেন দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া লাফাইয়া পড়িল। তৎক্ষণাৎ অশ্বের পদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। রায়মল্ল সাহেব বুঝিলেন,

একজন তারাকে লইয়া পলায়ন করিল। তিনি বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া পিস্তলের চারিটা আওয়াজ করিলেন। একজন দস্যু পলায়ন করিতে চেষ্টা করিতেছিল, সে আহত হইয়া সেই স্থানে পড়িয়া গেল।

রায়মল্ল সাহেবও সেই অবকাশে বাহির হইয়া যে স্থানে তাঁহার আপনার ঘোড়া বাধিয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় আসিয়া চকিতমধ্যে উপনীত হইলেন। অশ্বারোহণপূর্ব্বক দুই-তিনবার পিস্তলের আওয়াজ করিলেন. সেই শব্দে শঙ্কিত হইয়া জগৎসিংহের ও আর একজন দস্যুর ঘোড়া পলায়নপরায়ণ হইল। রায়মল্ল গোয়েন্দা আর তথায় অপেক্ষা না করিয়াই বেগে পলায়িত দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন।

এদিকে জগৎসিংহ, সরাই-রক্ষক এবং আর একজন দস্যু বৃদ্ধের এই সকল ব্যাপার দেখিয়া অবাক্ হইয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল।

সরাই-রক্ষক কহিল, "এ কি মহাশয়! এ বুড়ো ত সাধারণ নয়?"

জগৎসিংহ কহিল. "ও আর কেউ নয়, সেই রায়মল্ল গোয়েন্দা। ও নিশ্চয়ই আমার পিছু পিছু এসেছিল।"

দস্যু। তা' যদি হয়, তা' হ'লে তারা হাত ছাড়া হয়েছে। রায়মল্ল নিশ্চয়ই রাজারামের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে নেবে। আর রাজা-রামেরও বোধ হয়, প্রাণ যাবে।

দস্যু প্রকৃত কথাই বলিয়াছিল। যিনি একক, পঞ্চজন অসীমসাহসী কালান্তকতুল্য যমদূতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ভরসা করেন, তিনি একটা মাত্র দস্যুকে তুচ্ছ বিবেচনা করেন। রাজারাম তাঁহার নিকটে নগণ্য। তাহার হস্ত হইতে তারাকে উদ্ধার করিতে পারিবেন, এ কিছু বিচিত্র নয়, দুরূহ কাণ্ড নয়।

জগৎসিংহ ও সেই দস্যুদ্বয় মুহূর্ত্তমাত্র ব্যয় না করিয়া আপন আপন অশ্বের অনুসন্ধানে দ্রুতপদবিক্ষেপে ধাবিত হইল; কিন্তু সে অশ্বদ্বয়

পূর্ব্বেই দৌড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জগৎসিংহ নিরাশ হইয়া বলিলেন, "ও নিশ্চয়ই সেই রায়মল্ল গোয়েন্দা আমাদের সব ষড়্‌যন্ত্র এতদিনে নিষ্ফল হ'ল!"

তাহারা আবার সরাইখানায় ফিরিয়া গেল। তারাকে অপহরণ করিয়া যে দস্যু প্রাণ উপেক্ষা করিয়া অশ্বারোহণে বিদ্যুদ্বেগে ধাবিত হইয়াছিল, তাহারই অনুসরণে রায়মল্ল গোয়েন্দা প্রবৃত্ত হইলেন। যে ভয়ে তিনি দস্যুগণের সহিত প্রথমে বাদ-বিসম্বাদ করেন নাই, তাহাই ঘটিল। তারাকে লইয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া একজন প্রস্থান করিল। তিনি তখন তাহার কিছু করিতে পারিলেন না। প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে সেই অন্ধকারে কেবল অশ্বের পদশব্দ লক্ষ্য করিয়া গিরিপথে ছুটিতে হইল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, এবারে তাহারা তারাকে নিশ্চয়ই হত্যা করিবে। অন্যের না হউক, জগৎ-সিংহের পক্ষে তারা জীবিত থাকা এক প্রধান অন্তরায়। এ কথা যদি রাজারাম জানিতে পারিয়া থাকে, তাহা হইলে সে-ও অনায়াসে সে কার্য্য সমাধা করিয়া জগৎসিংহের নিকট পুরস্কার প্রাপ্ত হইতে পারে। তাই তিনি দস্যু রাজারামের পশ্চাৎগমন করা উচিত বিবেচনা করিলেন।

প্রভাত হইল। তথাপি রায়মল্ল সাহেব রাজারামকে ধরিতে পারিলেন না। অশ্বের পদচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার স্পষ্ট প্রতীতি হইল, রাজারাম রাজেশ্বরী উপত্যকার দিকে গিয়াছে। সুতরাং তিনি আর তখন অধিক অগ্রসর হইলেন না। রাজেশ্বরী উপত্যকায় উপস্থিত হইবার সুগম পথ তিনি জানিতেন; সুতরাং অল্পসময়ের মধ্যেই তথায় উপস্থিত হইতে পারিবেন, এই আশায় তিনি বিশ্রামলাভার্থ ও মদ্যপ বৃদ্ধের বেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ ছদ্মবেশ ধারণ করিবার অভিপ্রায়ে পথিমধ্যস্থ একটি ক্ষুদ্র পান্থশালায় প্রবেশ করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ছদ্মবেশে

দিবা দ্বিপ্রহরের সময়ে রাজেশ্বরী উপত্যকায় প্রায় দশ-বারজন দস্যু সম্মিলিত হইয়া নানাবিধ কথাবার্ত্তা কহিতেছে, এমন সময়ে প্রতাপবেশী একজন লোক তথায় উপস্থিত হইলেন। পাঠক পাঠিকা! তিনি আর কেহই নহেন, স্বয়ং রায়মল্ল গোয়েন্দা।

এই স্থলে কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রঘুনাথ দলের নেতা ছিল; কিন্তু তাহার দলের সমস্ত লোক এক সময়ে এক স্থানে থাকিত না! ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে দশ বা পনের জন মিলিয়া এক-একটি ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া থাকিত। এই সকল ক্ষুদ্র দলের এক-একটি নেতা ছিল। তাহারই আজ্ঞায় সেই সকল ক্ষুদ্র দস্যুদল চালিত হইত; কিন্তু ইহারা সকলেই এক নিয়ম, এক পদ্ধতিক্রম এবং এক প্রকার সঙ্কেত, ইঙ্গিত অবলম্বন করিত। একটি ক্ষুদ্র দস্যুদলের নিয়োজিত নূতন একজন লোক অন্যদলের লোকের সহিত অপরিচিত হইলেও তাহার ইঙ্গিত ইসারা ও দুই-একটি সাঙ্কেতিক চিহ্ন থাকিলেই অবিকল বুঝিতে পারিত যে, সে লোক তাহাদেরই দলস্থ একজন বটে। রায়মল্ল গোয়েন্দা প্রতাপ সাজিয়া, অনেক দিন ধরিয়া রঘুনাথের দলে মিশিয়াছিলেন। তিনি অপরিচিত দস্যুদলের নিকটে পরিচিত হইবার আবশ্যকীয় সকল বিষয়ই জানিতেন। যে প্রতাপ সেই যে রায়মল্ল, এ কথা রঘুনাথ এবং রঘুনাথের দলের যে কয়জন কারারুদ্ধ

হইয়াছে, তাহারা জানিতে পারিয়াছিল বটে ; কিন্তু তাহারা ত আর এখন তাঁহার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসিতে পারিবে না। বিশেষতঃ রাজারামের ক্ষুদ্র দল সবেমাত্র মধ্যভারত প্রদেশ হইতে বহু অর্থ সঞ্চয় করিয়া প্রধান আড্ডায় ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রতাপের কীর্ত্তিকলাপের কিছুই অবগত ছিল না। এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া রায়মল্ল গোয়েন্দা নির্ভয়ে রাজেশ্বরী উপত্যকায় প্রতাপের বেশে রাজারামের দলস্থিত দস্যুগণের সম্মুখীন হইলেন। প্রয়োজনীয় চিহ্ন, গুপ্ত সঙ্কেত ইত্যাদি সমস্তই তিনি জানেন দেখিয়া, কেহই তাঁহাকে ছদ্মবেশী বলিয়া অনুভব করিতে পারিল না। তিনি তাহাদের মধ্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে যেন বেশ পরিচিতের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। রঘুনাথ বন্দী হইয়াছে শুনিয়া, রাজারামের নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। রাজারাম রঘুনাথের ন্যায় ভীরু কাপুরুষ নয়, রায়মল্ল গোয়েন্দা তাহা জানিতেন, অনেক দিন পূর্ব্বে একবার তিনি রাজারামকে একাকী শৈলপথে অবরুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন্। তাহাতে তাঁহার সহিত রাজারামের ঘোরতর দাঙ্গা হয়। তার পর অন্যান্য লোকজন আসিয়া পড়াতে বন্দী হইবার ভয়ে রাজারামকে পলায়ন করিতে হয়। সেই পর্য্যন্ত রাজারাম মধ্যভারত প্রদেশে ছিল। রায়মল্লের আশা মেটে নাই। তিনি বীরত্বের সম্মান রক্ষা করিতে সতত প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার বড় আশা ছিল, যদি কখন আবার রাজারামের দেখা পান্, তাহা হইলে তাহার বাহুবল ও অস্ত্রশিক্ষানৈপুণ্য একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই অবসরে যদি দুর্ঘট সুযোগ ঘটে, সেই আশায় রায়মল্ল সাহেব তথায় প্রতাপের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া উপস্থিত হইলেন। দস্যুদলের সহিত আলাপ করিতে তাঁহার কোন ক্লেশ হইল না।

অন্যান্য কথাবার্ত্তার পর রাজারাম জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, প্রতাপ! রায়মল্ল গোয়েন্দা ত আমাদের সর্ব্বনাশ করলে। তাকে কি কোন রকমে জব্দ করা যায় না?"

প্রতাপ। যাবে না কেন? সুবিধামত পেলেই হয়। লোকটা যেন অন্তর্যামী। আমরা কি করি, কোথায় যাই, কোথায় থাকি, সে সব খবর রাখে। কাল তাকে আমি হাতে পেয়েও কিছু করতে পারলেম না।

রাজারাম যেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "কাল তাকে দেখেছিলে? কোথায় বল দেখি?"

প্রতাপ। বুঁদীগ্রামে যাবার রাস্তায়।

রাজারাম। তাকে কি রকম পোষাকে দেখ্‌লে বল দেখি?

প্রতাপ। সে বুড়ো সেজে ছদ্মবেশে যাচ্ছিল।

রাজারাম তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "তবে ত ঠিক হয়েছে, সেই লোকটাই বটে!"

প্রতাপ। কি রকম? তুমিও দেখেছিলে না কি?

রাজারাম। শুধু দেখেছিলেম? সে আমাকে অবাক্ ক'রে দিয়েছে। কাল আর একটু হ'লেই তার হাতে আমার মৃত্যু হ'ত।

প্রতাপ। তবে তুমিই বুঝি জগৎসিংহের কথায় বিশ্বাস ক'রে বুঁদী-গ্রাম থেকে একটা মেয়ে চুরি ক'রে এনেছ?

রাজারাম। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে?

প্রতাপ। আমি আর জানি না! জগৎসিংহ ত প্রথমে আমাকেই এই কাজের ভার নিতে বলে। তা' আমি করব কেন? জগৎসিংহকে কি আমি চিনি না? আর একবার তার একটা কাজ ক'রে দিয়েছিলেম—সে এক পয়সাও আমায় দেয় নি, লোকটা ভারি জুয়াচোর। আরও

একটা কথা এই যে, যে মেয়েটিকে তুমি এনেছ, রায়মল্ল গোয়েন্দা তার সহায়। যদি প্রাণ যায়, তবু তাকে উদ্ধার করতে সে চেষ্টা করবে। যদি পয়সাই না পাই, তবে একটা দুঃসাহসিক কাজে আমি সহজে হাত দিতে যাব কেন ?

রাজারাম। জগৎসিংহকে কি তুমি বিশ্বাস কর না ?

প্রতাপ। কেমন ক'রে করি বল ? যে লোকটা কাজ করিয়ে নিয়ে টাকা দেয় না, তাকে কি ক'রে বিশ্বাস করি ? তার উপরে যে বালিকার ব্যাপার নিয়ে তার এত ঝোঁক, তার উপরে কোন অত্যাচার করতে গেলেই রায়মল্ল গোয়েন্দার হাতে পড়তে হবে। সে ত সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। রঘু ডাকাত ত ঐ জন্যই মারা গেল দলকে দল শুদ্ধ ধরা পড়ল।

রাজারাম কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বল কি! তবে ত সর্ব্বনেশে কাজে আমি হাত দিয়েছি। আচ্ছা, যদি ঐ বালিকাকে রক্ষা করবার জন্য রায়মল্ল গোয়েন্দার এত ঝোঁক্, তবে সে জগৎসিংহকে জব্দ ক'রে দেয় না কেন ?"

প্রতাপ। তা' বুঝি জান না ? কাল রাত্রে জগৎসিংহ ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে।

রাজারাম বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি রকম ?"

প্রতাপ। আঃ! সে নাস্তানাবুদের একশেষ। শেষকালে অপমান হ'য়ে ভয়ে সরাই থেকে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল। পিছু পিছু অমনই রায়মল্ল গোয়েন্দা তাকে তাড়া করলে। আমি ত কাণ্ডকারখানা দেখেই স'রে পড়লেম। তা' ছাড়া জগৎসিংহের উপরে আমার রাগ ছিল ব'লে আমি আর কিছু করলেম না। ও জুয়াচোর বেটা মারা যায় যাক্— আমার তায় ক্ষতিবৃদ্ধি কি ? আমি ত তাই চাই।

রাজারাম রায়মল্ল গোয়েন্দাকে প্রথমে একটু সন্দেহ করিয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার এই সকল কথা শুনিয়া সে সন্দেহ অনেকটা তিরোহিত হইয়া গেল। রায়মল্ল সাহেব কিন্তু এরূপভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া একটী বিশেষ কার্য্যসাধন করিয়া লইলেন। তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য—তারা এখনও রাজারামের নিকটে অবরুদ্ধ দশায় আছে কি না জানিয়া লওয়া। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য, জগৎসিংহের উপরে রাজারামের অবিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়া। বলা বাহুল্য, তাঁহার সে দুই উদ্দেশ্যই সফল হইল।

নবম পরিচ্ছেদ

অনুসরণের ফল

এইরূপে রাজারাম ও প্রতাপ ওর্‌ফে রায়মল্ল গোয়েন্দা উভয়ের বহুর কথাবার্ত্তা চলিল। রাজারাম কোথায় কি ভাবে ডাকাতি করিয়াছে, তাহা সমস্তই তাঁহার নিকটে বর্ণন করিল। প্রতাপ কথায় কথায় তাহার নিকট হইতে অনেক সন্ধান জানিয়া লইলেন। রাজারাম প্রতাপের সহিত খুব বিশ্বাসী বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিল। এরূপভাবে দস্যুদলের মধ্যে রায়মল্ল গোয়েন্দা নিঃসহায় অবস্থায় আসিতে সাহস করিবেন, ইহা কি রাজারামের কল্পনাতে আসা সম্ভব !

ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হইল। রজনীর গাঢ়তা হইল। দস্যুগণের আহারাদি প্রস্তুত হইলে সকলেই আহার করিল। রায়মল্ল সাহেবও তাহাতে যোগ দিলেন। একে একে সকলে শিবির মধ্যে শয়ন করিল, রাজারাম ও রায়মল্ল সেই সঙ্গে শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন।

প্রকৃতপক্ষে প্রতাপবেশী রায়মল্ল সাহেব নিদ্রিত হন্ নাই। তিনি দেখিয়াছিলেন, রাজারাম চুপি চুপি একজনকে কি আজ্ঞা করিল। সেই আজ্ঞামতে সে আহারীয় দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া একদিকে চলিয়া গেল। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, সে আহারীয় দ্রব্য তারার জন্য প্রেরিত হইল। তারাকে কোথায় বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে, তাহা তিনি যদিও জানিতেন না, কিন্তু এই পর্য্যন্ত জানা থাকাতে সে স্থান-নির্ণয়ে আর বিশেষ কোন কষ্ট হইবে না ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। তাঁহার নাসিকাধ্বনি শুনিতে শুনিতে রাজারাম নিদ্রিত হইল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যে দুইজন লোক শিবিরের অনতিদূরে পাহারা দিতেছিল, তাহাদের মধ্যে একজন আসিয়া রাজারাম ও অন্যান্য দস্যুকে উঠাইল।

রাজারাম জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে?"

প্রহরী দস্যু বলিল, "জগৎসিংহ নামে একটা লোক এখনই দেখা করতে চায়। তাকে আমরা আর একটু হ'লেই গুলি ক'রে ফেলেছিলেম; কিন্তু সে আমাদের সাঙ্কেতিক বাঁশী বাজিয়ে হঠাৎ রক্ষা পেয়ে গেছে।"

রাজারাম তাকে নিয়ে এস—সে আমার জানা লোক। তার সঙ্গে একটা কাজ চল্‌ছে।

ক্ষণপরে প্রহরী জগৎসিংহকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

জগৎসিংহ আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "সে বালিকা হাতছাড়া হয় নি ত?"

রাজারাম। না।

জগৎ। তোমার পিছু পিছু একজন লোক তাড়া করেছিল, তা' জান?

রাজারাম। জানি।

জগৎ। সে লোক কে, তা' জান?

রাজারাম। কে?

জগৎ। রায়মল্ল গোয়েন্দা।

রাজারাম বিস্মিত হইয়া বলিল, "বল কি! তা' ভালই হয়েছে, এবার তাকে আমি ফাঁকি দিয়েছি।"

জগৎ। কিছু বলা যায় না। আমি একবার সেই মেয়েটাকে দেখ্‌তে চাই নইলে আমার মনের সন্দেহ ঘুচবে না।

রাজারাম। কেন? তোমার কি বিশ্বাস হয় না?

জগৎ। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা নয়, চল দেখি।

এই সময়ে রাজারাম একবার প্রতাপের জন্য চারিদিকে চাহিল; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। জগৎসিংহকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি প্রতাপকে জান?"

জগৎ। কে প্রতাপ?

রাজারাম। কেন, যাকে তুমি প্রথমে এই কাজে হাত দিতে বলেছিলে।

জগৎ। কৈ, আমি ত আর কাউকে কখন বলি নি।

রাজারাম। কাউকে বল নি? সে কি রকম! সে গেল কোথায়?

রাজারাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চারিদিকে প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিল জগৎসিংহ জিজ্ঞাসা করিল, "কি, ব্যাপার কি বল?"

রাজারাম। একটা লোক এসে সব ঠিক্‌ঠাক্ বল্‌লে, তোমার সঙ্গে তার পরিচয় আছে—তুমি তাকে ঠকিয়েছ—টাকা দাও নি, তাও বল্‌লে, রঘুনাথের কথা বল্‌লে, আমাদের সঙ্কেত, ইঙ্গিত, ইসারা, ধরণ-ধারণ সব জানে, দেখ্‌লেম; সে লোকটা গেল কোথায়?

আবার রাজারাম নিতান্ত অস্থির হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া প্রতাপের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। অবশেষে কোন স্থানে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া নিরাশ হইয়া কহিল, পালিয়েছে—লোকটা নিশ্চয়ই প্রবঞ্চক! তোমার নাম ধ'রে আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল, তোমাকে আসতে দেখেই বেমালুম স'রে পড়েছে।"

জগৎসিংহ মাথায় হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। ভগ্নকণ্ঠে কহিল, "এ সব কথা যদি ঠিক হয়, তা' হ'লে সে বালিকাও নাই। আমি দশ হাজার টাকা বাজী রাখ্‌তে পারি; সে যদি পালিয়ে থাকে, তবে সে বালিকাও সঙ্গে সঙ্গে হাত-ছাড়া হয়েছে।"

রাজা। ওঃ! আমি এতক্ষণে সব বুঝ্‌তে পারছি! এ-ও সেই রায়মল্ল গোয়েন্দার ছল! উ! লোকটা কি ভয়ানক জাঁহাবাজ! কি ভয়ানক সাহসী! অকুতোভয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় কর্‌লে। এক সঙ্গে আহারাদি হ'ল, এক সঙ্গে নিদ্রা গেল! উঃ. আচ্ছা ঠকানটা ঠকিয়েছে!

রাজারাম প্রতাপের সঙ্গে তাহার সে রাত্রির কথা সংক্ষেপে সমস্ত বলিলে তারাকে যে স্থানে রাখা হইয়াছিল, জগৎসিংহ সেই স্থান দেখিতে চাহিল। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দস্যুগণ অনতিদূরে একটা পুরাতন অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী হইল। রাজারাম প্রথমে সেই ভগ্ন অট্টালিকার মধ্যে একটি কক্ষে প্রবেশ করিয়াই বলিল, "নাই—নাই—নিয়ে পালিয়েছে, সর্ব্বনাশ করেছে!"

ক্রোধে, ক্ষোভে রাজারাম দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল, "আমি ভূত বিশ্বাস করি না; কিন্তু এ রায়মল্ল গোয়েন্দা মানুষ না ভূত? দেখ্‌ছি যে, এ লোকটা ভূতের চেয়েও বেশি ক্ষমতাবান্। এর কাজ সব ছায়াবাজীর ! বলিহারি সাহস!!

উত্তমরূপে সন্দেহ বিমোচনের জন্য জগৎসিংহ আলো ধরিয়া সেই কক্ষের অন্তরালে ও নিভৃত স্থান সকল পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। একজন দস্যু একখানি টুক্‌রা কাগজ কুড়াইয়া পাইল। রাজারাম তাহা লইয়া জগৎসিংহকে পাঠ করিয়া শুনাইল ;—

"অভাগিনী তারার ভাল-মন্দের ভার আমি গ্রহণ-করিয়াছি। এখন আমি তাহার রক্ষক। যে তাহার প্রতি কোন অত্যাচার করিবে, সে আমার পরম শত্রু। শমনের ন্যায় আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ারূপে ভ্রমণ করিব। সাবধান! কেউ তারার অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া নিজের মৃত্যুপথ পরিষ্কার করিও না।

সরকারী গোয়েন্দা—

শ্রীরায়মল্ল সাহেব।"

এই পত্র শ্রবণ করিয়া জগৎসিংহের মুখ ম্লান হইয়া গেল। বক্ষঃস্থল কম্পিত হইল—ঘন ঘন নিঃশ্বাস বহিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, "তারার বিষয় রায়মল্ল গোয়েন্দা কতদূর জানে? তারা কে, কার কন্যা, কে তার বিষয় ফাঁকি দিয়ে ভোগ করিতেছে, এ সব কথা কি সে জানে? সে কি তারার বিষয় বাস্তবিকই পুনরুদ্ধার করিয়া দিবার ভার লইয়াছে? যদি তা' হয়, তা' হ'লে আমার ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগের দিন বুঝি বা চিরস্থায়ী হ'ল না।"

যদিও আদালতের মোকদ্দমায় বার বার তাহার জয় হইয়াছে, যদিও বর্ত্তমান তারা প্রকৃত তারা বলিয়া প্রমাণীকৃত হয় নাই, তথাপি রায়মল্ল গোয়েন্দা তারার ভাল মন্দের ভার গ্রহণ করিয়াছে শুনিয়া জগৎসিংহের

অন্তরাত্মা স্তম্ভিত হইল। জগৎসিংহ মোকদ্দমা শেষ হইবার পর হইতেই যে কোন প্রকারে হউক, তারাকে হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছিল। যতদিন অজয়সিংহ পীড়িত হন্ নাই, ততদিন সে অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই।

এতদিনে জগৎসিংহ বুঝিতে পারিল, বার বার রেহাই হইয়াছে, কিন্তু এবার উদ্ধারপ্রাপ্ত হওয়া আর বড় সহজ কাজ নয়। রায়মল্ল গোয়েন্দা এ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যে বিফল হন্ নাই। তারার বিষয় পুনরুদ্ধারে যে তিনি সার্থকমনোরথ হইবেন, তাহাতেই বা বিচিত্রতা কি? রায়মল্ল সাহেব যদি রীতিমত উদ্যোগ করেন, তাহা হইলে তিনি যেমন করিয়া হউক, প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া তবে আদালতে উপস্থিত হইবেন। জগৎসিংহ এতদিন পরে প্রমাদ গণিল। সে উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "চল, আমরা এখনই রায়মল্লের পশ্চাদ্ধাবন কর্‌ব। সে এতক্ষণে কতদূর গিয়াছে। যে রায়মল্ল গোয়েন্দাকে খুন ক'রে তারাকে আমার হাতে সমর্পণ কর্‌তে পার্‌বে, তারে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবো। আমরা এত লোক এক সঙ্গে মিলে একটা লোককে আর খুন করতে পার্‌ব না?"

দস্যুগণ সকলেই লাফাইয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলেই ঘোড়ায় চড়িয়া তীরবেগে রাজেশ্বরী উপত্যকা হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

বন্দিনীর উদ্ধার

পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে, যে সময়ে দস্যুগণ নিদ্রা যাইতে-ছিল, রায়মল্ল সাহেব সে সময়ে নাসিকাধ্বনি করিয়া আপনার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। যখন তিনি দেখিলেন, জনপ্রাণীও আর জাগ্রত নাই, তখন ধীরে ধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া তারার অনুসন্ধানে চলি-লেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই তিনি দেখিলেন, পর্ব্বতের অন্তরালে একটি প্রকাণ্ড প্রস্তরনির্ম্মিত ভগ্ন-বাটী রহিয়াছে। সহসা দেখিলেই বোধ হয়, যেন উহা একটি প্রাচীন দুর্গ। হয় ত পূর্ব্বকালে রাজস্থানের কোন রাজা গ্রীষ্মের সময়ে এই বাটীতে আসিয়া বাস করিতেন। বহু-কাল আর তথায় কেহ বাস করে না। তাই বুঝি, এখন নির্জ্জন ভগ্ন অট্টালিকা দস্যুগণের আবাসস্থলে পরিণত হইয়াছে।

ভগ্ন অট্টালিকার দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্রই তিনি যেন অস্ফুট ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তাঁহার মনে হইল, "এইখানেই নিশ্চয় দস্যুগণ তারাকে বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে। অভাগিনী না জানি, কত ক্লেশই ভোগ করিতেছে!" বিদ্যুদ্গতিতে তিনি বাটীমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রাঙ্গণ বনজঙ্গলে পরিব্যাপ্ত। কেবল সদর-দরজার দুইপার্শ্বে দুইটিমাত্র কক্ষ বাসোপযোগী। তাহারই একটি ঘর হইতে সে অস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি নিঃসৃত হইতেছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া অনুচ্চস্বরে ডাকিলেন, "তারা! তারা! তুমি এখানে?"

তারা জিজ্ঞাসা করিল, "কে আপনি ?"

রায়মল্ল। তারা। আমি রায়মল্ল—আমি এসেছি! আমার কণ্ঠস্বরে আমায় চিন্‌তে পার্‌ছ না! তুমি আমার সঙ্গে উঠে আস্‌তে পার্‌বে ?

তারা অতিশয় আগ্রহের সহিত উত্তর করিল, "আপনি এসেছেন, তবে আমি বাঁচ্‌ব। ডাকাতেরা আমায় বিনা অপরাধে খুন করতে পার্‌বে না। আপনি আমায় উদ্ধার করুন, বাঁচান্। এরা আমার হাত পা বেঁধে এইখানে ফেলে রেখেছে।"

রায়মল্ল তৎক্ষণাৎ দীপশলাকা জ্বালিয়া গৃহের অবস্থা এবং তারার দশা দেখিয়া লইলেন। তার পরেই পকেট হইতে একখানি ছুরিকা বাহির করিয়া তারাকে বন্ধনমুক্ত করিলেন।

রায়মল্ল বলিলেন, "এস তারা। কথা কহিবার সময় নাই।"

তারা একটি কথাও কহিল না। রায়মল্ল সাহেব যাহা বলিলেন, সে তাহাই করিল। প্রাণের দায়ে ঝোপের পাশ দিয়া আড়ালে আড়ালে গুঁড়ি মারিয়া দুইজনে বহুদূর গেলেন। তাহার পর রায়মল্ল সাহেব বলিলেন "আর ভয় নাই। এইবার আমরা নিরাপদ স্থানে এসে পড়েছি। রাজেশ্বরী উপত্যকা থেকে বাহির হ্‌বার দুটি পথ জানি। দস্যুরা তা' জানে না। এইখানে আমরা খানিকক্ষণ লুকিয়ে থাক্‌ব। যদি দস্যুরা এদিক্ পর্য্যন্ত খুঁজ্‌তে আসে, তা' হ'লে আমরা অনায়াসে পালাতে পার্‌ব। আর যদি এদিকে অনুসন্ধান না করে, তা' হ'লে আমরা অন্য উপায় অবলম্বন কর্‌ব। দস্যুরা—রাজেশ্বরী উপত্যকায় প্রবেশ কর্‌বার যে পথ জানে, আমিও সেই পথ দিয়া এসেছি। তার কিছু-দূরেই বনের ভিতর একস্থানে আমার ঘোড়াটি বাঁধা আছে। আমার বোধ হয়, তোমাকে না দেখ্‌তে পেলেই দস্যুরা বুঝ্‌তে পার্‌বে, আমি এখানে এসেছি। আমি যে তোমাকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে পালিয়ে গেছি,

তাও তাদের ধারণা হবে। তা' হ'লে কখনই তা'রা এখানে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাক্‌বে না। তা'রা সকলে মিলে আমার পশ্চাদ্ধাবন কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বে। আমরাও অনায়াসে যে পথ দিয়ে এসেছি, সেই পথেই বেরিয়ে যেতে পার্‌ব।"

তারা কাতরভাবে বলিল, "তার চেয়ে আমরা অন্য পথ দিয়ে পালাই না কেন?"

রায়মল্ল। অন্য পথ দিয়ে পালাতে গেলে আমাদের হেঁটে যেতে হবে। এ পথ দিয়ে বেরিয়ে যদি একবার ঘোড়ায় চড়্‌তে পারি, তা' হ'লে আর আমাদের ধরে কে?

অগত্যা তারা তাহাতে সম্মত হইল। তাহার পর দস্যগণ রাজেশ্বরী উপত্যকা হইতে চলিয়া গেলে রায়মল্ল সাহেব তারাকে লইয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং অতি সত্বর উভয়ে এক অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন। রায়মল্ল সাহেব বুঝিয়াছিলেন, দস্যগণ তারাকে পাইবার জন্য বুঁদি গ্রাম পর্য্যন্ত যাইবে। তাই তিনি সেদিকে না গিয়া ভিন্ন পথ অবলম্বন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

অন্য চেষ্টা

এবার তারাকে উদ্ধার করিয়া রায়মল্ল সাহেব আর বুঁদিগ্রামে ফিরিয়া গেলেন না।

পর্ব্বতের অপর পারে সমতল ভূমিখণ্ডে একটি ক্ষুদ্র নগর। এই স্থানে তারার পৈতৃক বাসবাটী ছিল। সে বাটী প্রকাণ্ড—রাজ-রাজড়ার ন্যায় সমস্ত আসবাব। লোকজন, গাড়ী, ঘোড়া প্রভৃতি একজন ধনাঢ্য লোকের যাহা কিছু আবশ্যক, তারার পিতার তাহা সকলই ছিল। হায়, কার ধন কে পায়! সে রাজৈশ্বর্য্য এখন জগৎসিংহ ভোগ করিতেছে।

রায়মল্ল সাহেব এই নগরে উপস্থিত হইয়া তারাকে খুব নির্জ্জন স্থানে পুলিশের তত্ত্বাবধানে রক্ষা করিয়া তারার সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে যে যে লোক এবং যে যে প্রমাণ সংগ্রহ করা আবশ্যক, তজ্জন্য ব্যস্ত হইলেন।

জগৎসিংহ বাটীতে ফিরিয়া, কেমন করিয়া রায়মল্ল গোয়েন্দার হস্তে নিস্তার পাইবে, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল।

তাহার প্রথম লক্ষ্য হইল, রঘু ডাকাতের উপরে। একমাত্র রঘু ডাকাতই তারার সমস্ত বিষয় জানে। সে রঘু ডাকাতই ত এখন রায়-মল্লের চক্রে বন্দীভাবে জেলখানায় পড়িয়া আছে। বিপদে পড়িয়া সে হয় ত সকল কথা স্বীকার করিয়া ফেলিতে পারে। জগৎসিংহ সন্ধান লইতে লাগিল, রঘু ডাকাত এখন কোন্ কারাগারে বন্দী। দুইদিন পরে সে প্রকৃত সন্ধান পাইল। ঘুঁষ দিয়া রঘু ডাকাতকে উদ্ধার করিতে

চেষ্টা করা, আর স্বেচ্ছায় ধরা দেওয়া একই কথা। এই বিবেচনায় সে সে পথ অবলম্বন করিল না। সে অনেক চেষ্টায় রঘু ডাকাতের তুল্যাকৃতি একটা লোক ঠিক করিল। সে-ও দস্যুদলস্থ লোক ; নগরে থাকিয়া রঘু ডাকাতকে লুঠের সন্ধান প্রদান করিত। দস্যুগণের এরূপ সংবাদদাতা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে অসংখ্য থাকে। সে লোকটিও সেইরূপ প্রকৃতির একজন। রায়মল্ল গোয়েন্দার চেষ্টাতে এখন চারিদিকে দস্যুদল ধরা পড়িতেছে দেখিয়া, সে আর সেরূপ কার্য্যে বড় হাত দিতে সাহস করিত না ; অথচ অন্নাভাবে তাহার পেট চালান দায় হইয়া উঠিয়াছিল।

জগৎসিংহ তাহাকে বলিল, "তুই একটা কাজ কর্‌তে পারিস্? আমি তোকে পাঁচ হাজার টাকা দেবে।"

যে পঞ্চাশ টাকা এক সঙ্গে কখনও দেখে নাই, তাহার পক্ষে পাঁচ হাজার টাকা কুবেরের ভাণ্ডার তুল্য বলিয়া বোধ হয়। মনে করিল, "আমি পাঁচ হাজার টাকা পেলে একেবারে রাতারাতি বড় মানুষ হ'ব।" আশ্চর্য্য ও আনন্দিত হইয়া সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি কাজ কর্‌তে হবে?"

জগৎ। বাপু হে, জেল খাট্‌তে হবে।"

সে কিছু বুঝিতে পারিল না। টাকার নাম শুনিয়া সে এত উন্মত্ত হইয়াছিল যে, কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়াই সে জেলে যাইতে প্রস্তুত হইল।

জগৎসিংহ তাহাকে আপনার বাটীতে লইয়া গেল। সেইখানে তাহাকে সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিল। সে তাহাতে স্বীকৃত হইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

দুরভিসন্ধি

রায়মল্ল সাহেব কোথায় কি ভাবে আছেন, তাহা কেহ জানে না; কিন্তু তিনি যেখানে যান, যেন কেহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে। এতদিন গোয়েন্দাগিরি কাজ করিয়াছেন, কিন্তু কেহ কখন তাঁহার অনুসরণে সাহসী হয় নাই। রায়মল্ল গোয়েন্দার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—অখণ্ডনীয় প্রভাব। তাঁহার নাম শুনিয়া দস্যু, তস্করগণ ভয়ে দূরে পলাইত। আজ কয়দিন ধরিয়া কে যেন তাঁহার পদানুসরণ করিতেছে। তিনি যেখানে যাইতেছেন, সেইখানেই যেন কেহ তাঁহার উপরে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেছে, পথে ঘাটে চলিতে গেলেও প্রায় কালমুস্কো জোয়ান দু-একটা সহসা তাঁহার পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে। দুইজন দূরে দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া যেন কি পরামর্শ করিতেছে। অলক্ষ্যে কে যেন সতত তাঁহার কার্য্যকলাপের দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছে। রায়মল্ল সাহেব এ দায়ে কখনও ঠেকেন নাই, তাই তাঁহার মনে হইল, এইবার জগৎসিংহ আর কিছু উপায় না দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে হত্যা করিয়া সকল দায় হইতে উত্তীর্ণ হইবার কল্পনা করিয়াছে। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি জানিতেন না। এ সকল দেখিয়া-শুনিয়াও তাঁহার বড় বিশেষ ভয় হইল না; কিন্তু তারার জন্য তিনি সতর্ক রহিলেন।

পত্র লিখিয়া তিনি বুঁদিগ্রাম হইতে অজয় সিংহকে আনাইয়া রাখিয়াছিলেন; সেই মঙ্গলও আসিয়াছিল। আর যে রাজপুত, তারাকে

বৰ্দ্ধমানে বিসর্জ্জন দিয়া আসিয়াছিল, তাহাকেও তিনি অনেক অনুসন্ধানের পর বাহির করিয়াছিলেন*।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে পর একদিন রায়মল্ল সাহেব রজনীযোগে বহির্গত হেইয়াছেন এমন সময় তিনি সহসা দেখিলেন, তাঁহার দুই পার্শ্ব দিয়া দুইজন লোক তড়িদ্বেগে চলিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, ইহারা এখনও তাহার সঙ্গ ছাড়ে নাই। কি কারণে জানি না, সেদিন তাঁহার নিকটে অস্ত্র-শস্ত্রাদি কিছুই ছিল না। তিনি দেখিলেন, সেই দুইজন লোক কিয়দ্দূরে অগ্রসর হইয়া যেন পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেছে এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া কি পরামর্শ আঁটিতেছে। যে গলি দিয়া তিনি যাইতেছিলেন, তাহা এক প্রকার নির্জ্জন স্থান বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অথচ যদি তিনি সেই স্থান হইতে পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে যে দুইজন লোক তাঁহার পিছু লইয়াছিল, তাহারা শিকার হাতছাড়া হইবার আশঙ্কায় দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে। এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে তিনি ফিরিয়া না আসিয়া ক্রমাগত অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সেই জনশূন্য গলিতে তিনি আর সেই অগ্রবর্ত্তী লোক এই দুইটি ব্যতীত আর কেহই নাই। তিনি বুঝিতে পারিলেন, আর কিছুদুর অগ্রগামী হইলেই তাহারা আক্রমণ করিবে। বহু চিন্তার পর তিনি একটি সরাপখানায় প্রবেশ করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার একজন অনুচর তথায় উপস্থিত ছিল। সে লোকটির ছদ্মবেশ দেখিয়া প্রথমে রায়মল্ল সাহেবের ভ্রান্তি হইয়াছিল। তিনি তাহাকে চিনিতে পারেন নাই; কিন্তু তিনি তথায় প্রবেশ করিবামাত্রই সে উঠিয়া তাঁহার কাছে আসিল।

রায়মল্ল সাহেব নিম্নকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে কি দরকার, অজিৎ?"

অজিৎ। সেই আপনি যার পিছু নিতে বলেছিলেন, তার সঙ্গে সঙ্গেই আছি।

রায়মল্ল। এখানে আমাদের আর কেউ আছে?

অজিৎ। চার-পাঁচজন আছে।

রায়মল্ল। তোমার কাছে পিস্তল আছে?

অজিৎ। হাঁ।

রায়মল্ল। আমাকে দাও। তোমরা প্রস্তুত থেকো, এখনই একটা ভয়ানক কাজ কর্‌তে হ'বে; যে লোকটার উপর লক্ষ্য রাখ্‌তে বলেছি, সে-ও যাতে হাত-ছাড়া না হয়, তার উপায় করো—আমি আস্‌ছি।

এই বলিয়া রায়মল্ল সাহেব পিস্তলটি লইয়া প্রস্থান করিলেন।

সরাপখানায় প্রায় দশ-বারটি লোক মাত্‌লামী করিতেছিল; কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা মদ না খাইয়া মাতালের ভাণ করিয়া মাতাল-গণের সঙ্গে সমান মাত্‌লামী করিতেছিল, তাহারাই রায়মল্ল গোয়েন্দার অনুচর।

রাস্তায় জনমানব নাই। সরাপখানায় যে কয়জন লোক ছিল, তাহা-দিগকে দেখিলে ভাল লোক বলিয়া বোধ হয় না—পল্লীটাও ভাল নয়। ভদ্রলোকের বাস খুব কম। যে স্থলে অন্য লোক ভয়ে কম্পিত হইত, প্রাণনাশের বিভীষিকায় আকুল হইত, রায়মল্ল সাহেব সেই স্থলে অপূর্ব্ব সাহসিকতা ও অতুল মানসিক তেজের পরিচয় দিলেন। তিনি শুঁড়ী-খানা হইতে বাহির হইয়া পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে রাস্তায় চলিতেছিলেন, সেইরূপভাবেই পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিলেন।

জগৎসিংহ যে লোককে পাঁচ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাকে নিজালয়ে লইয়া গিয়া কি বলিয়াছিল এবং তাহার পর কি করিয়াছিল, তাহা পাঠক-বর্গ অবগত নহেন।

জগৎসিংহ মহাপাপী। যে প্রভুপত্নীর পাতিব্রত্যে জলাঞ্জলি প্রদান করে, তার মত বিশ্বাসঘাতক, তার মত পাপী, আর কে আছে? পরের সম্পত্তি অপহরণ করিয়া পার্থিব ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছে। এতদিন যে অতুল বিষয় সম্পত্তি সে নির্ব্বিবাদে ভোগ করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সে সুখে বঞ্চিত হইতে না হয়, তজ্জন্য যখন এত আয়াস স্বীকার করিয়াছে, তখন কি তাহা সহজে ছাড়িয়া দিতে পারে? সে রায়মল্লের প্রাণবিনাশ করিয়া কণ্টকের মূলোচ্ছেদ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। বিলক্ষণ অনুসন্ধানে সে জানিল, রায়মল্ল সাহেব রাজেশ্বরী উপত্যকা হইতে তারাকে উদ্ধার করিয়া আর বুঁদিগ্রামে প্রত্যাগত হন্ নাই। তখন সে সেই প্রসিদ্ধ গোয়েন্দার কার্য্যের উপরে গোয়েন্দাগিরি করিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত করিল। কিন্তু তাহার নিয়োজিত লোকজনের মধ্যে কেহই রায়মল্ল সাহেবের প্রাণ বিনষ্ট করিতে সাহসী হইল না। তখন তাহার মনে হইল, রাজারাম রঘু ডাকাত অথবা দুইজনে একত্র সম্মিলিত না হইলে অপর কাহারও দ্বারা এ দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হইবার নয়। রাজারাম তাহার অভিসন্ধি শুনিয়া সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিল। সে চিরকাল রঘুডাকাতকে সর্দ্দার বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে অনেক সময়ে বিশেষ লাভবান্ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, রঘু ডাকাতের মত অদ্বিতীয় সাহসী পুরুষ ভারতবর্ষের মধ্যে আর কেহ নাই। এই সকল কারণে রাজারাম জগৎসিংহকে পরামর্শ দিল, রঘুডাকাত যদি একবার জেল হইতে বাহির হইতে পারে, তাহা হইলে রায়মল্লের ন্যায় দশটা লোককে হত্যা করিতে পারিবে।

জগৎসিংহও ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাহাই ধার্য্য করিল। তার পরে সে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইয়া একটি লোক নিযুক্ত

করিল। তাহাকে বুঝাইল, "দেখ, তুমি দেখতে অনেকটা রঘু ডাকাতের মত। রঘু ডাকাতের আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিয়ে তোমাকে জেলের ভিতর গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে হবে। সেখানে সে যে পোষাক প'রে আছে, সেই পোষাক তুমি পরবে, আর তাকে তোমার পোষাক ছেড়ে দেবে। রঘু তোমার পোষাক প'রে জেল থেকে বেরিয়ে আসবে, আর তুমিই 'জেলে থাকবে। তাকে আমার এখন বড় আবশ্যক। রঘু ডাকাত মনে ক'রে আদালতে তোমাকে নিয়ে বিচার হবে, তাতে নিশ্চয়ই তোমার সপরিশ্রম কারাদণ্ড হবে। যদি পারি, পরে তোমার উপায়ান্তরে উদ্ধার করব। এখন মনে কর, তোমায় জেল খাটতেই হবে। আর সেইজন্যই তোমায় পাঁচ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়েছি। তোমায় জেল খাটতে হবে বটে, কিন্তু তোমার স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের ভরণপোষণের ভার আমি লইলাম। ঐ পাঁচ হাজার টাকা তোমার সঞ্চিত থাকবে। তুমি জেলখানা থেকে ফিরে এলে যা-হোক একটা লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে চালাতে পারবে।

জগৎসিংহ যে ব্যক্তিকে এই সকল পরামর্শ দিল, সে একে গরীব, তায় দারুণ অন্নকষ্টে ক্লিষ্ট। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রভৃতির ভবিষ্যৎ সুখাশায় ও বর্ত্তমান অন্নদায় হইতে নিষ্কৃতিলাভার্থে জগৎসিংহের এই জঘন্য ঘৃণ্য পরামর্শে সম্মত হইয়া জেলে গেল। রঘু ডাকাত কারাগার হইতে বহির্গত হইয়া রাজারাম ও জগৎসিংহের সহিত মিলিত হইল। রায়মল্লের উপর রঘুনাথের জাতক্রোধ হইয়াছিল। তাঁহার প্রাণনাশ করিতে সে উৎসাহের সহিত সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোয়েন্দা য়মল্ল জানিতে পারিয়াছিলেন, কোন মন্দ অভিসন্ধিতে কেহ তাঁহার পিছু লাগিয়াছে!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দুঃসংবাদ

রঘুনাথ একজন ভদ্র পরিবারের সন্তান। লেখাপড়াও কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিল। বঁদিগ্রামে তাঁহার পৈতৃক ভবন। বাল্যকালে সে তারার সহিত একসঙ্গে খেলা করিত। তাহার পর পিতৃমাতৃহীন হইলে রঘুনাথের চরিত্র অপবিত্র ও কলঙ্কিত হইয়া যায়। অসৎসঙ্গে মিশিয়া ক্রমশই সে নররাক্ষস ভীষণ পিশাচবৎ হইয়া উঠে এই সময়ে জগৎসিংহের সহিত তাহার আলাপ হয়। জগৎসিংহ তারাকে বৰ্দ্ধমানে পাঠাইয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত ছিল। তৎপরে অজয়সিংহ যখন তারার স্বত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আদালতে উপস্থিত হন, সেই সময়ে তারা কেমন করিয়া বৰ্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, তাহা জানিবার অভিলাষে জগৎসিংহ রঘু ডাকাতকে নিযুক্ত করে। রঘুনাথ তৎপূর্ব্ব হইতেই তারাকে জানিত। তারা তাহার বাল্যকালের সাথী—অজয়সিংহের কন্যা, এই পর্য্যন্ত তাহার জানা ছিল। এই কথা কিন্তু রঘু ডাকাত জগৎসিংহকে একবারও বলে নাই।

জগৎসিংহ রঘু ডাকাতকে বিশ্বাস করিয়া সমস্ত গুপ্ত কাহিনী বিদিত করিয়াছিল। রঘু ডাকাতের সেই অবধি তারাকে হস্তগত করিবার লোভ জন্মে। তারাকে বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে পারিলে, সে যে সেই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিবে, সে আশা কি সে সহজে বিসর্জ্জন দিতে পারে? তাই রঘুনাথ তারাকে বিবাহ করিতে এত ব্যগ্র হইয়াছিল।

লোভে পড়িয়া রঘুনাথ, জগৎসিংহের নিকট হইতে তাহার স্বত্ব প্রমাণার্থ যে সকল দলিল-পত্র ছিল, তাহা নানাপ্রকার কল-কৌশলে হস্তগত করিয়া লয়। জগৎসিংহও রঘুনাথের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাহার হস্তে সেই সকল কাগজ-পত্র রাখিতে কোন প্রকার সন্দেহ করে নাই। বরং সে ভাবিয়াছিল, যদি কোন দিন তারার স্বত্ব-সম্বন্ধে সন্ধিহান হইয়া কোন প্রকার দলিল পাওয়া যায় কিনা দেখিবার জন্য কোম্পানীর লোকে তাহার বাড়ীতে খানা-তল্লাসী করে, তাহা হইলেই সমস্ত কথা বাহির হইয়া পড়িবে। সুতরাং সে সকল দলিলদস্তা-বেজ হস্তান্তর করিয়া রাখিলে আর কোন ভয়ের কারণ থাকিবে না। এই ভাবিয়া সে রঘুনাথকে উপযুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য পাত্রবোধে তাহার কাছেই সে সকল কাগজ পত্র রাখিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রঘুনাথ যৎসামান্য লেখাপড়া জানিত। সে উক্ত কাগজ পত্র পড়িয়া বুঝিয়াছিল, সেই সকল অকাট্য নিদর্শন বিচার মন্দিরে একবার দেখাইতে পারিলেই তারা তাহার অপহৃত বিষয় সম্পত্তি সমস্তই পুনঃপ্রাপ্ত হইবে। তাই সে কণ্টকে কণ্টক উদ্ধার করিবার কল্পনা করিয়া সেই সকল দলিল-দস্তাবেজ এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল যে, অন্যলোকে অন্তর্যামী না হইলে আর তাহা বাহির করিবার সম্ভাবনা ছিল না। এক কথায় রঘুনাথ জগৎসিংহের অর্থ উদরসাৎ করিয়া তাহারই অনিষ্টসাধন করিতেছিল। একদিকে জগৎসিংহ তারাকে হস্তগত করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতেছিল, অন্যদিকে দস্যু-সর্দ্দার রঘুনাথ তারাকে পাইবার জন্য জাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল।

রায়মল্ল সাহেব তারাকে রাজেশ্বরী উপত্যকায় দস্যুকবল হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া প্রথমে কোতোয়ালীর নিকট একটি নির্জ্জন স্থানে

লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন ; তাহার পর অজয়সিংহকে বুঁদি গ্রাম হইতে আনাইয়া তিনি একটা ছোট-খাট বাড়ী ভাড়া করেন।

সে বাড়ীটির চতুর্দ্দিকে উদ্যান। লোকালয় হইতে কিছুদূরে ইহা অবস্থিত। রায়মল্ল সাহেব প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, কেহ এতদূর অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বাহির করিতে পারিবে না।

তিনি এই বাটীতে অজয়সিংহ, তারা ও মঙ্গলকে পুলিশের লোকের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত করেন। প্রতিদিন একবার কি দুইবার করিয়া তিনি তাহাদিগকে দেখিতে আসিতেন ; কিন্তু বড় আশা করিয়াছিলেন যে, অতি শীঘ্রই অভাগিনী তারার সমস্ত অপহৃত অর্থ পুনরায় সে প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু তিনি তথায় যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় বড় বিচলিত হইল। তিনি দেখিলেন, বাড়ীর দরজার সম্মুখেই সিঁড়ীর নীচে মুখ-হাত-পা বাধা পুলিশের লোক—তাঁহারই ছদ্মবেশী অনুচরদ্বয় অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের বন্ধনমোচন করিয়া মুখে জল দিলেন। তাহাদের জ্ঞান হইলে তিনি আর কোন কথা না কহিয়াই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, একটি ঘরে মেঝের উপরে অচেতন অবস্থায় অজয়সিংহ পড়িয়া রহিয়াছেন।

ধীরে ধীরে তাহার জ্ঞান সঞ্চার হইতেছে দেখিয়া তিনি কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তাঁহার অনুচরদ্বয় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

একজন উত্তর দিল, "আমরা যেমন প্রতিদিন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকি, সেই রকমই দাঁড়িয়ে-ছিলেম। সর্দ্দার খেতে গিয়েছিল। আমরা দুজনে দাড়িয়ে সুখ-দুঃখের দুটো-একটা কথা কইছি, এমন সময়ে হঠাৎ কে যেন পিছন দিক্ থেকে কাপড় দিয়ে মুখ চেপে ধরলে। সেই কাপড়ে

একটা চড়া গন্ধ ছিল। সেই গন্ধে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্লেম। তার পর কি হ'ল, কিছুই জানি না।"

রায়মল্ল সাহেব অপর অনুচরকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও তাহাই বলিল। সুতরাং তিনি স্থির করিয়া লইলেন যে, অন্ততঃ দুইজন লোক দুইজনকে এক সময়ে আক্রমণ করিয়াছিল এবং অজ্ঞানকারক আরক দ্বারা এক সময়ের মধ্যে দুইজনকেই অচৈতন্য করিয়া ফেলিয়াছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আবার বিপদ্

অজয়সিংহ চক্ষু চাহিয়াও সকল কথা যেন ঠিক বুঝিতে পারিতেছিলেন না। অবাক্ হইয়া চারিদিকে চাহিয়াছিলেন। তখনও যেন তাঁহার চারিদিক্ অন্ধকার, সব ধোঁয়ার ন্যায় বোধ হইতেছিল। তখনও তাঁহার নিজের অবস্থা ও পূর্ব্বাপর ঘটনা কিছুই স্মরণ হইতেছিল না; সহসা তাঁহার সে ঘোর কাটিয়া গেল। তিনি রায়মল্ল সাহেব ও তাঁহার অনুচরবর্গের কথা বুঝিতে পারিলেন। একে একে সমস্ত পূর্ব্বাপর ঘটনা স্মরণপথে উদিত হইল। তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "রায়মল্ল! তুমি এসেছ? আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। তারাকে নিয়ে গেছে!"

রায়মল্ল সাহেব তাহা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে নিয়ে গেল?"

অজয়। তা' কি জানি, কিছুই বল্‌তে পারি না। তাহারা কে, তাও জানি না। কোথায় কিছুই নাই, একেবারে ঘরের ভিতর দশ-বারজন লোক এসে ঢুক্‌লো! সকলেই গুণ্ডা—ভয়ানক চেহারা! তুমি বারণ করেছিলে ব'লে আমি ত এখানে এসে অবধি একদিনও বাড়ীর বাহির হই নি। তাহারা ঘরের ভিতরে এসেই প্রথমে তারাকে জাপ্‌টে ধরলে, তারা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌ল। আমি বাধা দেবার জন্য যেমন উঠে দাঁড়িয়েছি, অমনই একজন একখানা কি বিশ্রী চড়া গন্ধওয়ালা রুমাল আমার নাকের উপরে চেপে ধর্‌লে। আমি টানাটানি কর্‌তে কর্‌তে সেই গন্ধে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লেম। বড় নিদ্রাকর্ষণ হ'লে যে রকম শরীর অবসন্ন হয়, সেই রকম যেন ঘুমের ঘোরে আধা সচেতন, আধা অচেতন অবস্থায় আমি যেন অনুভব কর্‌লেম, অভাগিনী তারাকে তাহারা টানা-হেঁচ্‌ড়া ক'রে নিয়ে চ'লে গেল। হায়, হায়! কি হ'ল! আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! এত ক'রে আমার তারা শেষে আবার দস্যুদের হাতে পড়্‌ল! এতক্ষণ কি তাহারা তাকে জীবিত রেখেছে?

রায়মল্ল সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চলিয়া যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঙ্গল কোথায়?"

অজয়। কি জানি, মঙ্গল কোথায়? সে সন্ধ্যার পরে আমাদের জন্য খাবার কিন্‌তে গিয়েছিল, আর ফিরে আসে নি। তারও কি হ'ল, কিছুই জানি না।

অজয়সিংহের কথা শেষ হইতে-না-হইতেই কোথা হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে মঙ্গল দৌড়িয়া আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "এই যে রায়মল্ল সাহেব, এই যে—আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে, তারাকে আবার ডাকাতে নিয়ে গেছে! আহা! বাছাকে এইবার কেটে ফেল্‌বে গো! কেটে ফেল্‌বে। বাবা রায়মল্ল সাহেব! কি হবে বাবা, কি হবে?"

বৃদ্ধ মঙ্গল হাঁপাইতে হাঁপাইতে, কাঁদিতে কাঁদিতে এই কয়টি কথা বলিয়া কম্পিতকলেবরে সেইখানে বসিয়া পড়িল।

রায়মল্ল গোয়েন্দা বলিল, "আর আমার একটিও কথা কহিবার সময় নাই। আমাকে এখনই যেতে হবে। দস্যুরা তারাকে কোথায় নিয়ে গেছে, তাও আমি বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমি প্রাণ দিয়েও তারাকে উদ্ধার ক'রে আন্‌ব! আপনারা এইখানে থাকুন।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই রায়মল্ল সাহেব উন্মত্তের ন্যায় ছুটিলেন। তাঁহার জীবনে যত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাতে একদিনের জন্যও তিনি এরূপ উন্মত্তভাবে কোন কার্য্য করেন নাই। দৌড়িতে দৌড়িতে তিনি আপনার একজন অনুচরকে তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইতে দেখিয়া বলিলেন, "কোন ভয় নাই, আমার জন্য কোন চিন্তা নাই, আমার সঙ্গে আস্‌তে হবে না। যখন আমি মরিয়া হয়েছি, একজনের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে ভয় করি না। তুমি এখনই কোতোয়ালীতে গিয়ে আমার নাম ক'রে আরও দশজন অস্ত্রধারী লোক নিয়ে আজ রাত্রিকার মত এ বাড়ীতে পাহারা দাও।"

দ্রুতপদবিক্ষেপে রায়মল্ল সাহেব প্রস্থান করিলেন। সকলে তাঁহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। অনেকক্ষণ কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না। শেষে অজয়সিংহ মঙ্গলের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মঙ্গল! তুমি কোথায় গিয়েছিলে?"

মঙ্গল তখন কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। সে ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "আমি আপনার খাবার আন্‌বার জন্য দোকানের সাম্‌নে দাড়িয়ে রয়েছি, এমন সময়ে একজন লোক এসে আমায় জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তোমার নাম মঙ্গল? তুমি অজয়সিংহের বাড়ীতে থাক? আমি বল্‌লেম, "হাঁ।' সে লোকটা বল্‌লে, 'তবে তুমি শীগ্‌গীর এস।' আমি

তার কথা কিছু বুঝ্‌তে না পেরে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, 'ব্যাপার কি বল।' সে আমায় বল্‌লে, 'সে কথা বল্‌বার সময় নাই। রায়মল্ল সাহেব এই কাছেই একটা বাড়ীতে মর-মর অবস্থায় প'ড়ে আছেন। দেরী কর্‌লে তাঁকে জীবিত দেখ্‌তে পাবে না। তিনি তোমার হাতে তাঁরার বিষয়-আশয় সম্বন্ধে কি কাগজ-পত্র দিয়ে কতকগুলি কথা ব'লে যেতে চান্। তুমি আর দেরী ক'রো না, দৌড়ে এসে ঐ গাড়ীখানায় চ'ড়ে ব'স। রায়মল্ল সাহেব মৃতপ্রায়—এই কথা শুনে আমি আর কিছুই ভাব্‌বার সময় পেলেম না। তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়ীতে চড়্‌লেম। সে লোকটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে উঠে বস্‌ল। তৎক্ষণাৎ তীরবেগে গাড়ী ছুট্‌ল। পথের মাঝখানে আর দু'জন লোক ছুটে এসে গাড়ীর দু' ধারে পাদানীর উপরে উঠে দু'দিকের দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। অমনই তৎক্ষণাৎ ভিতরে যে লোকটা ছিল, সে একখানা বড় চক্‌চকে ছুরি বার্ ক'রে আমায় দেখিয়ে বল্‌লে, আমার নাম রঘু ডাকাত' কথা কইবি, কি চেঁচাবি ত, তোকে এখনই খুন ক'রে ফেল্‌ব।' আমি কাজেকাজেই স্তম্ভের মত ব'সে রইলেম।"

অজয়সিংহ বিস্মিত হইয়া ভীতিচকিতনেত্রে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তার পর! তার পর?"

মঙ্গল। তার পর সহর ছাড়িয়ে একটা পাড়াগাঁর মত জায়গায় আমায় নিয়ে গিয়ে একটা বাগান-বাড়ীতে তুল্‌লে।

অজয়। তার পর?

মঙ্গল। সেই বাড়ীর একটা ঘরে আমায় পূরে চাবি দিয়ে তা'রা সবাই চ'লে গেল। প্রায় একঘণ্টা চেষ্টা ক'রে একটা জানালার গরাদ ভেঙে পালিয়ে আস্‌ছি, এমন সময়ে পথে দেখ্‌লেম যে, সেই লোকগুলো সেই গাড়ীতেই সেই রকমে আবার কাকে নিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ছে। তখনই

আমার মনে কেমন সন্দেহ হ'ল। গাড়ীর পিছনে পিছনে আমিও ছুট্‌লেম। বুড়ো মানুষ, পার্‌ব কেন? গাড়ীখানা অনেকটা, এগিয়ে গেল, তবু আমি ছুট্‌তে ছাড়্‌লেম না। খানিকদূর গিয়েই দেখি, সেই গাড়ীখানা একটা মস্ত বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে রয়েছে। খানিক বাদে দেখ্‌লেম, তা'রা একটা মেয়ে-মানুষকে ধরাধরি ক'রে গাড়ী থেকে নামিয়ে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল। আমার ঠিক যেন বোধ হ'ল, সে আর কেউ নয়, আমাদের তারাকেই তা'রা ঐ রকম ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। একে আমি বুড়ো মানুষ, তাতে আবার তা'রা পালওয়ান্‌ গুণ্ডা, তাদের সঙ্গে কি কর্‌ব? কিছু কর্‌তে গেলেই হয় ত তা'রা আমার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবে। কাজেকাজেই আর ভরসা হ'ল না। রায়মল্ল সাহেবের কথা মনে পড়্‌ল। ভাব্‌লেম, এ বিপদে তিনি ভিন্ন আর কেউ রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না। যেমন এই কথা মনে উদয় হওয়া, অমনই কোতোয়ালীর দিকে দৌড়ালেম। সেখানে গিয়া রায়মল্ল সাহেবকে দেখ্‌তে না পেয়ে বরাবর এইখানে আস্‌ছি। হায় হায়! আমি যা' ভেবেছি, তাই হ'ল! আমাদের তারাকে এতদিন পরে ডাকাতে খুন কর্‌লে—

বৃদ্ধ মঙ্গল এই পর্য্যন্ত বলিয়া আর কোন কথা কহিতে পারিল না। অশ্রুধারায় তাহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

দুর্ব্বৃত্ত-দলন

সর্দ্দার রায়মল্ল সাহেব সরাপখানা হইতে বাহির হইয়া কি করিয়া-ছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহা বলা হয় নাই।

তিনি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অনেক দূর গেলেন। সম্মুখে বা পশ্চাতে কাহাকেও দেখিলেন না। সহসা পিস্তলের আওয়াজ হইল। সোঁ করিয়া একটা গুলি তাঁহার পাশ দিয়া চলিয়া গেল। তিনি বুঝিলেন, দস্যুগণ তাঁহাকে সাম্‌না-সাম্‌নি আক্রমণ না করিয়া দূর হইতে প্রাণ-নাশের চেষ্টায় আছে। এরূপভাবে দেহ পরিত্যাগে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেকাজেই তাঁহাকে একটু সাবধান হইতে হইল।

রাস্তার ধারেই একটি বড় বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছিল। তাহারই সম্মুখস্থ ভিত্তি নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত একটি প্রকাণ্ড খাদ খনন করা হইতেছিল। তিনি তখনকার মত এক সুযোগ অবলম্বন করিলেন। লম্ফপ্রদানে তিনি তাহার ভিতরে পড়িলেন। যে দুইজন দস্যু তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল, তাহারা এতক্ষণ অলক্ষিতভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু সহসা তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিল, তাহাদের গুলির আঘাতে রায়মল্ল সাহেব আহত হইয়া ভূতল-শায়ী হইয়াছেন। মহাহ্লাদে উল্লসিত হইয়া ছুটিয়া তাহারা সেইদিকে আসিল।

একজন বলিল, "কৈ হে?"

আর একজন বলিল, "তাই ত হে, কোথায় গেল, বল দেখি?"

দুইজনে মিলিয়া আশে-পাশে অনেক অনুসন্ধান করিল, তথাপি রায়মল্ল সাহেবকে খুঁজিয়া পাইল না।

একজন কহিল, "এই রায়মল্ল সাহেব কখনই মানুষ নয়। হয় এ উপদেবতা, নয় পিশাচসিদ্ধ। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মানুষকে-মানুষ উড়ে গেল? বাবা! এ কি ছায়াবাজী নাকি?"

আর একজন বলিল, "তা নয়, তা নয়, ঐ গর্ত্তের ভিতরে নিশ্চয় প'ড়ে গেছে। গুলির আওয়াজ শুনে প্রাণের ভয়ে ঐ দিক্ দিয়ে হয় ত পালাচ্ছিল,গর্ত্তটা অত লক্ষ্য করে নি, একেবারে তার ভিতরে প'ড়ে গেছে।"

"তবে ভালই হয়েছে—এইবারে ত ঠিক্ বাগে পেয়েছি। আর যায় কোথা!"

দুইজনে অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। গর্ত্তের ভিতর অন্ধকার। কেহ তাহার ভিতর আছে কি না, জানিবার কোন উপায় নাই।

একজন বলিল, "গুলি করা যাক্।"

অপরজন কহিল, "তাতে কি লাভ হবে, অন্ধকারে লাগ্‌ল কি না লাগ্‌ল, কিছুই বোঝা যাবে না। তার চেয়ে চল, দু'জনে গর্ত্তের ভিতরে নেমে পড়ি।"

রায়মল্ল সাহেব এ অবস্থায় কি করিবেন, তাহা পূর্ব্বে ভাবিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। পাঠক, এস্থলে জানিয়া রাখুন, দস্যুদ্বয়ের মধ্যে একজন রাজারাম ও আর একজন রঘু ডাকাত।

রঘুনাথ বলিল, "রাজারাম! দুজনে একদিক্ দিয়ে নামা হবে না। তুমি ওদিক্ দিয়ে এস, আমি এইদিক্ দিয়ে নামি।"

রাজারাম তাহাই করিল। রায়মল্ল সাহেবও প্রস্তুত ছিলেন। যেমন রঘু ডাকাত একদিক্ দিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিতেছে, রায়মল্ল

সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহার দুই পা ধরাণ করিয়া সজোরে এক টান্ দিলেন। রঘুনাথ পড়িয়া গিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিল। রায়মল্ল সাহেব তাহার হাত হইতে পিস্তলটি কাড়িয়া লইয়া, তাহার বুকের উপর চড়িয়া বসিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিলেন। রাজারাম তাড়াতাড়ি নামিতেছিল; কিন্তু সহসা রঘু ডাকাতের কণ্ঠনিঃসৃত গোঁ গোঁ শব্দে সে যেন ক্ষণকাল হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সেই অল্প অবকাশের মধ্যে রায়মল্ল সাহেব নিজে বস্ত্রমধ্য হইতে একগাছি ছোট-খাট দড়ী বাহির করিয়া রঘু ডাকাতের করদ্বয় পশ্চাদ্দিকে বাঁধিয়া ফেলিলেন। তিনি যেরূপভাবে রঘু ডাকাতের গলা টিপিয়া ধরিয়াছিলেন, তাহাতে যদিও তাহার মৃত্যু হয় নাই, কিন্তু তাহার কথা কহিবার সামর্থ্য ছিল না। মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হইবার যো হইতেছিল। রঘু ডাকাতের কণ্ঠনিঃসৃত অস্পষ্ট শব্দ শুনিয়া রাজারাম কিছুক্ষণের জন্য কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে রঘু ডাকাতের ন্যায় ভীরু কাপুরুষ নয়। তাহার সাহস আছে, শক্তি আছে, মনের তেজ আছে। দুই-চারি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়াই সে-ও সত্বরপদে গর্ত্তের ভিতর নামিয়া পড়িল। রায়মল্ল সাহেব সেই সময়ে একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলেন। যেমন রাজারাম তাঁহার নিকটস্থ হইল, তিনি সজোরে এক ধাক্কা দিলেন। সে তাহাতেই পড়িয়া গেল। রাজারামের হস্তে যে পিস্তল ছিল, সে পড়িয়া যাওয়াতে সেই পিস্তলের একটি আওয়াজ হইল। গুলি পিস্তল হইতে বাহির হইয়া রাজারামকেই আহত করিল। সেই আঘাতেই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িল।

রায়মল্ল সাহেব বুঝিতে পারিলেন যে, রাজারাম আপনার গুলিতে আপনিই আহত হইয়াছে, নহিলে নিশ্চয় পড়িয়াই উঠিতে চেষ্টা করিত। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহাকেও পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বাঁধিয়া ফেলিলেন।

এতক্ষণে রঘু ডাকাত কথা কহিতে পারিল। রঘুনাথ ডাকিল, "রাজারাম! রাজারাম!"

কেহই উত্তর করিল না। রায়মল্ল সাহেব ক্রোধভরে রঘুনাথের মুখে পদাঘাত করিয়া বলিলেন, "খবরদার! কথাটি ক'য়ো না। আস্তে আস্তে উঠে আমার সঙ্গে চ'লে এস।"

রঘুনাথ বলিল, "কেমন ক'রে যাব, আমার হাত যে বাঁধা।"

রায়মল্ল সাহেব তাহাকে উঠাইয়া দাঁড় করাইলেন। বলিলেন, "দেখ রঘু! এবার আর তোমার পরিত্রাণ নাই; কিন্তু এখনও যদি আমার কথা শুন, তা' হ'লে তোমার শাস্তির অনেক লাঘব ক'রে দিতে পারি।"

রঘুনাথ। আমায় যদি তুমি মেরে ফেল, তা' হ'লেও আমি তোমার কথা শুন্‌তে প্রস্তুত নই। আমায় নিয়ে তোমার যা ইচ্ছা, তাই করতে পার। আজ যদিও আমি তোমার কিছু কর্‌তে পার্‌লেম না, কিন্তু একদিন আমারই হাতে তোমার মৃত্যু হবে। আজ যদি আমি জেলে যাই, তবু তোমার কথা ভুল্‌ব না। দু' বৎসর হ'ক, দশ বৎসর হ'ক, জেল থেকে খালাস পেলেই, আগে এসে তোমাকে খুন কর্‌ব।

রায়মল্ল সাহেব দেখিলেন, রঘু ডাকাত সহজে তাঁহার কথায় সম্মত হইবে না। তিনি তাহাকে পুনরায় সজোরে এক ধাক্কা মারিলেন। রঘুনাথ অকস্মাৎ ধাক্কা খাইয়া আর সাম্‌লাইতে পারিল না—পড়িয়া গেল। রায়মল্ল সাহেব রঘুনাথের গায়ের কাপড় খুলিয়া পুনরায় তাহার হস্ত পদ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন। তার পর সেই গর্ত্ত হইতে উঠিয়া সেই সরাপখানার দিকে ছুটিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দুইজন অনুচরকে সঙ্গে লইলেন এবং আর একজন অনুচরকে একখানি গাড়ী ডাকিয়া আনিতে বলিলেন। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে রঘু ডাকাত ও রাজারাম কোতোয়ালীর অন্ধকূপে নিক্ষিপ্ত হইল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

বিপদের অবসান

সর্দ্দার রায়মল্ল অনুচরগণের উপর সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া যে নির্জ্জন বাটীতে অজয়সিংহ এবং তারাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেখান হইতে তিনি উন্মত্তের ন্যায় ছুটিয়া তার পর কি করিলেন বা কোথায় গেলেন, তাহা বলি নাই, এখন বলিতেছি।

তিনি একেবারে তারার পিতৃভবনের পশ্চাদ্দেশে উপস্থিত হইলেন। তারার পিত্রালয় না বলিয়া এখন জগৎসিংহের বাটী বলিলেও চলে। তখন লোকজন বড় কেহ ছিল না। তিনি অনায়াসে প্রাচীর উলঙ্ঘন করিয়া বাটীর ভিতরে পড়িলেন।

তারার পিতৃভবনের চতুর্দ্দিকে উদ্যান, মধ্যস্থলে সেই প্রকাণ্ড বাটী। রায়মল্ল সাহেব দ্রুতপদে সেই বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। সেই বাটীতে যেন জনমানব নাই। সকলেই যেন ঘোরতর অভিভূত ভাবে নিদ্রিত। রায়মল্ল সাহেব একটি সুদীর্ঘ বৃক্ষে আরোহণ করিলেন সে বৃক্ষটা এরূপভাবে দেওয়ালে ঘেঁসিয়া উঠিয়াছে যে, চেষ্টা করিলে তাহারই একটা ডাল ধরিয়া অনায়াসে দ্বিতলের একটি দরদালানে অবতীর্ণ হওয়া যায়, বুঝিয়া রায়মল্ল সাহেব তাহাই করিলেন; তথাপি তিনি কাহারও কণ্ঠস্বর বা পদশব্দ শুনিতে পাইলেন না। তিনি এদিক্-ওদিক্ চারিদিকে অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথায়ও কাহারও আগমন অনুভব করিতে পারিলেন না। যেন বাড়ীতে কেহ নাই—চারিদিক নীরব।

রায়মল্ল সাহেব ত্রিতলে উঠিলেন। সেখানেও এদিক্-ওদিক্ চারিদিক্ অনুসন্ধান করিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলেন না। একটা কক্ষের ভিতরে যেন খুব ক্ষীণ আলোকরশ্মি বহির্গত হইতেছিল। ব্যগ্রভাবে সেই ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, খড়্‌খড়ীর একটি পাখী তুলিয়া দেখিলেন, ঘরের এক কোণে নিষ্প্রভভাবে একটি আলোক জ্বলিতেছে। আর শয্যার উপরে একটি স্ত্রীলোক শুইয়া আছে। রায়মল্ল সাহেব সেই কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দরজার শিকল ধরিয়া টানিলেন। দরজা ভিতরদিক্ হইতে বন্ধ ছিল না, টানিবামাত্রই খুলিয়া গেল। তিনি গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। শয্যার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া দেখিতে পাইলেন, অভাগিনী তারা অচেতন অবস্থায় শিথিলবেশে আলুলায়িতকেশে সেই শয্যার উপরে পড়িয়া রহিয়াছে। রায়মল্ল সাহেব তারাকে সচেতন করিবার অনেক চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু সে উঠিল না। তিনি বুঝিলেন, তাহারা তারাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে।

সেই সময়ে গৃহের বহির্দ্দেশে যেন কাহার পদশব্দ শ্রুত হইল। রায়মল্ল সাহেব আর কোন উপায় না দেখিয়া পালঙ্কের নিম্নে লুকাইলেন। এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই ঘরে জগৎসিংহ ও তারার বিমাতা প্রবেশ করিল।

তারার বিমাতা কহিল, "দেখ, আমি তোমাকে এখনও বারণ কর্‌ছি— খুন ক'রো না।"

জগৎ। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, সুন্দরি! তারাকে খুন করা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। যদি কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখি, রায়মল্ল তাকে যেমন ক'রে হক্, বার্ কর্‌বেই কর্‌বে। অন্তর্যামীর অজানিতও বরং কিছু থাক্‌তে পারে, কিন্তু ঐ রায়মল্লের অজানা কিছু নাই। এই যে আমরা এইখানে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছি, হয় ত অলক্ষিতভাবে সে আমাদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। রায়মল্ল ভূতের মত লোকের পিছনে

পিছনে ফেরে। কেউ তাকে দেখ্‌তে পায় না, কিন্তু সে সকলকে দেখ্‌তে পায়। দেশ-দেশান্তরে কোথায় কি ঘটনা হচ্ছে, সবই যেন তার নখ-দর্পণে রয়েছে। কে জানে, সে কি রকম? বোধ হয়, পিশাচসিদ্ধ হবে।

তারার বিমাতা বলিল, "এখন রায়মল্ল গোয়েন্দা কোথায়?"

জগৎ। রঘু ডাকাত আর রাজারাম দু'জনে মিলে রায়মল্লের পিছু নিয়েছে। আজ তারা রায়মল্লকে খুন করবে; কিন্তু এখনও ফিরে আসছে না ব'লে আমার সন্দেহ হচ্ছে। হয় ত রায়মল্লের হাতে ধরা প'ড়ে থাক্‌বে।

তারার বিমাতা জিজ্ঞাসা করিল, "তা তুমি এখন কি কর্‌বে?"

জগৎ। আর খানিকটে অপেক্ষা ক'রে দেখ্‌ব। যদি তা'রা ফিরে না আসে, তা' হ'লে নিজেই খুন কর্‌ব। দুজন লোক আমাদের খিড়কীর পুকুরের পাড়ে তেঁতুল গাছের তলায় একটা গর্ত্ত খুঁড়্‌ছে। খুন ক'রে সেইখানে পুঁতে ফেল্‌ব।

তারার বিমাতা। পুঁতেই যদি ফেল্‌বে, তবে আর খুন করবার দরকার কি? এই অজ্ঞান অবস্থাতেই ত অনায়াসে পুঁতে ফেলতে পার।

জগৎ। ও আপদ্ চোকানই ভাল।

এই পর্য্যন্ত কথাবার্ত্তা কহিয়া উভয়ে প্রস্থান করিল। রায়মল্ল সাহেব তক্ষণাৎ সে স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অলক্ষিতভাবে তাহাদের পশ্চাদ্গমন করিয়া দেখিলেন, তাহারা একটি পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষে প্রবেশ করিল। রায়মল্ল সাহেব আর অপেক্ষা না করিয়াই তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। ক্ষিপ্রহস্তে তারাকে নিজস্কন্ধে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন। ত্রিতল হইতে দ্বিতল, তথা হইতে একতল, কোথায়ও কেহ বাধা দিল না; কিন্তু একতলে আসিয়া তিনি আর দ্বার খুজিয়া পাইলেন না। শেষে পদাঘাতে একটা দ্বারের অর্গল ভগ্ন করিয়া বহির্গত হইলেন।

সেই শব্দে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন জাগিয়া উঠিল। 'বাড়ীতে চোর এসেছে' 'ডাকাত পড়েছে' ইত্যাকার রবে চারিদিকে একটা বিশেষ গোল পড়িয়া গেল। সেই গোলমালে জগৎসিংহ চক্ষু মুছিতে মুছিতে উঠিয়া আসিল, যেন কত নিদ্রা গিয়াছিল।

রায়মল্ল সাহেব ততক্ষণে নিরুদ্দেশ। তিনি তীরবেগে রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রথমেই যে প্রহরীকে দেখিলেন, তাহাকেই পুলিশের চিহ্ন দেখাইয়া সাহায্য করিতে বলিলেন। সে "জুড়ীদার হো," "জুড়ীদার হো" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। পথিমধ্যে একটা গাড়ীর আড্ডা পাইয়া রায়মল্ল সাহেব একজন নিদ্রিত এক্কাওয়ালাকে উঠাইলেন। সে পাহারাওয়ালা দেখিয়াই চমকিত হইয়া গেল। রায়মল্ল সাহেব তারাকে লইয়া এক্কায় উঠিয়া বসিলেন, পাহারাওয়ালা আর একধারে উঠিল। হাঁকাহাঁকিতে আরও দুই-চারিজন পাহারাওয়ালা আসিয়া পৌঁছিল। তাহারাও দুইজন করিয়া একখানি এক্কায় চড়িল। অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই রায়মল্ল সাহেব অজয়সিংহের নিকটে চৈতন্যবিহীনা তারাকে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিলেন। মঙ্গল তারার সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল। রায়মল্ল সাহেব একখানি পত্র লিখিয়া কোতোয়ালীতে পাঠাইয়া দিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে পত্রের উত্তর আসিল। তাহা এই ;—

"আপনার আদেশানুসারে আজ সমস্ত রাত্রি এবং কাল যতক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার নিকট হইতে আমি নূতন আদেশ না পাই, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জগৎসিংহের বাটীর চতুর্দ্দিকে প্রহরিগণ নিযুক্ত থাকিবে। যাহাতে উক্ত বাটী হইতে একজন লোকও পলাইতে না পারে, তজ্জন্য সম্পূর্ণ সচেষ্ট থাকিব। জগৎসিংহের সদর দরজার নিকটে আমি স্বয়ং ছদ্মবেশে উপস্থিত থাকিব। আপনার আজ্ঞামত আমার প্রহরীরাও

সকলে ছদ্মবেশে অপরিচিতের ন্যায় বিচরণ করিবে। যাহাতে জগৎ-সিংহের বাটীর কোন লোক আমাদের উপস্থিতি বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ করিতে না পারে, সে বিষয়ে আমার বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে।”

পত্রের এইরূপ উত্তর পাইয়া রায়মল্ল সাহেব সেই বাটীতেই সেদিনকার মত বিশ্রামের আয়োজন করিলেন। অনুচরবর্গের মধ্যে তিনি যাহাকে যেরূপ অনুমতি দিলেন, সে তৎপ্রতিপালনার্থ ধাবিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উপসংহার।

পরদিন প্রাতঃকাল হইতে বেলা দুইটা পর্য্যন্ত রায়মল্ল সাহেব কোথায় রহিলেন, কি করিলেন, তাহার কিছুই স্থিরতা রহিল না। তাহার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক হইলে, তিনি জগৎসিংহের বাটীতে উপস্থিত হইলেন।

জগৎসিংহ বৈঠকখানায় বসিয়া দুই-একজন অনুচরের সহিত গত রজনীর সমস্ত কথা আন্দোলন করিতেছিল, এবং কি উপায়ে সকল দিক্ রক্ষা হয়, সেই সম্বন্ধে একটা পরামর্শ স্থির হইতেছিল।

রায়মল্ল সাহেব উপস্থিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, “জগৎসিংহ কার নাম?”

তিনি যে জগৎসিংহকে চিনিতে পারেন নাই, তাহা নয়; তথাপি কেন যে এরূপ ভাবে প্রশ্ন করিলেন, তাহা তিনিই জানেন্।

জগৎসিংহ সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল, “কেন মহাশয়! আপনার কি আবশ্যক? আপনার নাম?”

রায়মল্ল সাহেব গম্ভীরভাবে উত্তর প্রদান করিলেন, "আমার নাম? আমার নাম রায়মল্ল। আমি গোয়েন্দাগিরি কার্য্য করি। সরকারী লোকে আমায় সর্দ্দার রায়মল্ল বলিয়া ডাকে; আর সকলে রায়মল্ল গোয়েন্দা বলে।"

জগৎ। কি উদ্দেশ্যে এখানে আপনার পদার্পণ হয়েছে?

রায়মল্ল। আমি আপনার বিষয়-সম্পত্তি ক্রয় কর্‌তে এসেছি।

জগৎ। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি এক টুক্‌রাও বিক্রয়ের জন্য নাই। এ ছাড়া যদি আপনার অন্য কোন উদ্দেশ্য না থাকে, আপনি সোজা পথ দেখ্‌তে পারেন।

রায়মল্ল। আমি মহাশয়ের নিকটে অনুগ্রহপ্রয়াসী নই! বিষয় সম্পত্তি বিক্রয় কর্‌বার জন্য আপনাকে অনুরোধ কর্‌তে আসি নাই। আপনাকে বাধ্য হ'য়ে বিক্রয় কর্‌তে হবে, তাই জানাতে এসেছি।

জগৎ। দেখুন, আপনি মনে রাখ্‌বেন যে, আপনি আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে কথা কহিতেছেন। আমি ইচ্ছা কর্‌লে এখনই আপনাকে এখান থেকে বিদায় ক'রে দিতে পারি।

রায়মল্ল সাহেব রুষ্টভাবে কহিলেন, 'এ বাড়ী আপনার নয়। আইন মতে এ বাড়ীর একখানি ইষ্টক আপনার প্রাপ্য নয়।"

এই কথা বলিয়াই রায়মল্ল সাহেব একটি ছোট বাঁশী পকেট হইতে বাহির করিয়া বাজাইলেন। তৎক্ষণাৎ একজন লোক সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সেই লোকটিকে দেখিয়াই জগৎসিংহ চমকিয়া উঠিল। রায়মল্ল তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, "এই লোকটিকে দেখে মনে পড়ে কি, অভাগিনী তারাকে বর্দ্ধমানে বিসর্জ্জন দেওয়ার মূলই আপনি?"

জগৎসিংহ বলিল, "মিথ্যাকথা! ওকে আমি কখনও চিনি না, কখনও দেখি নাই।"

রায়মল্ল সাহেব আবার বংশী ধ্বনি করিলেন। তৎক্ষণাৎ আর একটি বৃদ্ধলোক সেই ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। জগৎসিংহ তাহাকে দেখিয়াই রক্তবর্ণ চক্ষে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে? এ-ও কি তোমাদের ষড় যন্ত্রের একজন না কি?"

বৃদ্ধ মঙ্গল তৎক্ষণাৎ কহিল, "আজ আমায় চিন্‌তে পার্‌বে কেন? আর কি সে বৃদ্ধ মঙ্গল ব'লে মনে পড়ে? (ক্রোধে) চোর! বিশ্বাসঘাতক!"

জগৎসিংহ লম্ফ প্রদান করিয়া দাঁড়াইয়া মঙ্গলের নিকটে আসিয়া বলিল, "কি! আমার বাড়ীতে এসে তুই আমায় গালি দিচ্ছিস্? জুতো মেরে, গলাধাক্কা দিয়ে বার্ ক রে দেবো, তা' জানিস্, পাজী! বদমাস্।"

রায়মল্ল সাহেব জগৎসিংহের হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে বসাই-লেন। বলিলেন, "এত রাগ কেন গো মহাপ্রভু! একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সে আমার কথাগুলোই আগে শোনা হ'ক্ না।"

জগৎসিংহ ক্রোধকষায়িতলোচনে কহিল, "দেখ রায়মল্ল গোয়েন্দা, তুমি বাড়ী চড়াও হ'য়ে এসে একজন ভদ্রলোকের অপমান কর্‌ছ, তা যেন মনে থাকে। আইনে তোমার দণ্ড হ'তে পারে, তা' জান?"

রায়মল্ল সাহেব সহাস্যবদনে মৃদুমধুরস্বরে কহিল, "তা' আর জানি না—মহাশয়ের চেয়ে আমার আইন কানুন কিছু কম জানা নাই। আমি যে কাজ কর্‌ছি, তার পূর্ব্ব-পশ্চাৎ ভেবে তবে কর্‌ছি। মহাশয় সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন।"

তার পর সহসা রায়মল্ল সাহেব রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, "পাপিষ্ঠ! তুই এখনও সাহস ক'রে আমার সঙ্গে কথা কইছিস্? চেয়ে ত্মাখ্! বোধ হয়, অলক্ষ্যে তারার মৃত পিতার আত্মা এইখানে আবির্ভূত হইয়াছেন। তুই যার বিষয়-সম্পত্তি বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ভোগ-দখল কর্‌ছিস্, তাকে কেমন ক'রে বিষ-

প্রয়োগে হত্যা ক'রেছিলি, সে সকল কিরূপে এখন সপ্রমাণ হয় এবং তোর মত বিশ্বাসঘাতকের কি দণ্ড হয়, দেখ্‌বার জন্য বোধ হয়, তিনি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। নারকি! এখনও তুই অস্বীকার কর্‌ছিস্?"

রায়মল্ল সাহেব আবার বংশীবাদন করিলেন। এবার অজয়সিংহ ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন।

জগৎসিংহ তাহাকে দেখিয়াই বলিল, "ওঃ! একে আমি খুব চিনি। এ একজন মস্ত ফন্দীবাজ জুয়াচোর! একটা জাল বালিকাকে খাড়া ক'রে আমার সঙ্গে মোকদ্দমা করতে এসেছিল। তা', আদালতে তার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হ'য়ে গেছে। একে নিয়ে তোমরা ষড়্‌যন্ত্র ক'রে আমায় ঠকাতে এসেছ? আমি তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় সাদা কথায় বল্‌ছি, আমার কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে তোমরা একটি কানাকড়িও আদায় করতে পার্‌বে না।"

রায়মল্ল সাহেব পুনরায় বাঁশী বাজাইলেন। চারিজন প্রহরিবেষ্টিত, হাতে হাতকড়ি দেওয়া, রঘু ডাকাত ও রাজারাম, সেই ঘরে প্রবেশ করিল।

রঘু ডাকাতকে এইরূপ বন্দিভাবে দেখিয়াই জগৎসিংহের সমস্ত রক্ত জল হইয়া গেল। সে নিরাশ হইয়া করুণকণ্ঠে কহিল, "একি রঘুনাথ! তুমিও আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসেছ?"

রঘু ডাকাত উত্তর করিল, "দেখ, জগৎসিংহ! আর তোমার বুজ্‌রুকি খাট্‌বে না। এখনও মানে মানে যার বিষয়, তাকে ফিরিয়ে দাও। রায়মল্ল সাহেবের পায়ে-হাতে ধর, যদি তাতে তোমার শাস্তির কিছু লাঘব হয়। তোমার জন্য আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, তোমার কাজে হাত দিয়ে পর্য্যন্ত আমার এই দুর্দ্দশা। এখন আমি দায়ে প'ড়ে তোমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিতে দাঁড়িয়েছি। তারার স্বত্ব স-প্রমাণ করতে যে সব

কাগজ আবশ্যক, সে সমস্তই আমি রায়মল্ল সাহেবের হাতে দিয়েছি। আর তোমার উদ্ধারের কোন উপায় নাই।"

জগৎসিংহ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া চীৎকার করিয়া কহিল "সব জুয়াচুরী। কাগজ-পত্র দলিল দস্তাবেজ সব জাল! তোমারা সব ষড়যন্ত্র ক'রে আমায় মজাবার চেষ্টায় আছ।"

রায়মল্ল সাহেব বলিলেন, "দেখ, জগৎসিংহ, তোমার অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, তাই তুমি আমার সঙ্গে এখনও চাতুরী করতে চেষ্টা করছ। তুমি জান না. আমি যে কাজে হাত দিই, তার আটঘাট না বেঁধে আমি কিছুই করি না। মনে ক'রো না, উপযুক্ত প্রমাণ সংগ্রহ না ক'রে আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি যদি এখন অস্বীকার কর, তা হ'লে এক দণ্ডেই আমার হুকুমে প্রহরীরা তোমার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে, সদর রাস্তা দিয়ে কোতোয়ালীতে টেনে নিয়ে যাবে। এখনও বলছি. বিবেচনা ক'রে কাজ কর।"

জগৎসিংহ তখন কাঁদ-কাঁদভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করতে বলেন?"

রায়মল্ল। এই এত লোকের সাক্ষাতে তুমি কাগজ কলমে লিখিয়া যার বিষয় তাকে ফিরিয়ে দাও। ইহাঁরা সকলে সাক্ষী হবেন। যদি তাতে রাজী না হও, তা' হ'লে তুমি এতদিন ধ'রে যত খুন ডাকাতি, জাল জালিয়াতী করেছ, সকল বিষয়েরই আদালতে তন্ন তন্ন ক'রে বিচার হবে। তাতে শেষে কম পক্ষে তোমার যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড ভোগ করতে হবে।

জগৎসিংহ কহিল, "এ বিষয়ে একবার তারার বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। আমি একবার বাড়ীর ভিতরে যেতে চাই। পালাব না, ভয় নাই।"

রায়মল্ল সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "পালাবার কি উপায় রেখেছি, যে পালাবে। এ বাড়ী থেকে এখন একটি মাছি বেরিয়ে যেতে পারবে না।"

জগৎসিংহ বাড়ীর ভিতরে গিয়া তৎক্ষণাৎ বিষণ্ণমুখে ফিরিয়া আসিল, রায়মল্ল সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত শীঘ্র ফিরে এলে যে?"

জগৎসিংহ কহিল, "আর ফিরে এলেম! সর্ব্বনাশ হয়েছে। সর্ব্বনাশ হয়েছে! তারার বিমাতা বোধ হয়, আড়াল থেকে দাঁড়িয়ে এ সব কথা শুনে বিষ খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছে। তার মৃতদেহ ঘরের মেজেয় পড়ে রয়েছে।"

অজয়সিংহ কহিলেন, "ভালই হয়েছে, তিনি খুব বুদ্ধির কাজ করেছেন। ভদ্রলোকের মেয়ের পক্ষে জেলখাটার চেয়ে মরাই ভাল। তাঁর পাপের শাস্তি ইহলোকেই কতকটা হ'য়ে গেল, পরলোকে বাকীটা হবে, পাপিষ্ঠার আত্মহত্যায় দুঃখ করবার কোন কারণ নাই।"

এদিকে রায়মল্ল সাহেব যাহা লিখিতে বলিলেন, জগৎসিংহ কলের পুত্তলিকাপ্রায় তাহাই লিখিল। তখন সেই ঘরে যে কয়জন লোক বসিয়া ছিল, তাহারাও তাহাতে দস্তখৎ করিল। এমন কি রায়মল্ল সাহেব আসিবার পূর্ব্বে জগৎসিংহের সহিত যে কয়জন তাহারই অনুচর বসিয়া ছিল, বাধ্য হইয়া তাহারাও সাক্ষীর তালিকায় নাম স্বাক্ষর করিল।

আপনার কার্য্য শেষ করিয়া রায়মল্ল গোয়েন্দা, জগৎসিংহ ও তাহার অনুচরগণকে এবং রঘু ডাকাত ও রাজারামকে যথারীতি চালান দিলেন।

রঘু ডাকাতকে এরূপভাবে না পাইলে রায়মল্ল সাহেব তারার স্বত্ব প্রমাণ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। তাহার নিকট যে সকল কাগজপত্র ও দলিল-দস্তাবেজ ছিল, সে সকল না পাইলে তারার স্বত্ব-

প্রমাণ করিতে রায়মল্ল গোয়েন্দাকে অধিক কষ্ট স্বীকার করিতে হইত। প্রথমে রঘু ডাকাত, রায়মল্ল সাহেবের কথায় সম্মত হয় নাই, কিন্তু যখন তাহাতে একে একে তৎকর্ত্তৃক খুন ও ডাকাতির একটা লম্বা তালিকা দেখান হইল, এবং তাহার নামে কতকগুলি গ্রেপ্তারি পরওয়ানা আছে, তাহা বলা হইল, তখন পাছে আরও কঠোর শাস্তি হয়, এই ভয়ে সে রায়মল্ল সাহেবের শরণাপন্ন হইল।

জগৎসিংহের নিকট হইতে নানা প্রকার কল-কৌশলে রঘু ডাকাত সেই সকল কাগজাদি আদায় করিয়া রাজেশ্বরী উপত্যকায় এক গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখে। তারাকে হস্তগত করিবার আশা রঘুনাথ শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তাই জগৎসিংহের কৌশলে যখন রঘুনাথ কারামুক্ত হয়, সেই সময়েই সে রাজেশ্বরী উপত্যকায় গিয়া সেই সকল দলিল লইয়া আসে। তাহার মনে মনে এই আশা ছিল যে, যদি সে গোয়েন্দা-সর্দ্দার রায়মল্লকে শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারে, তাহা হইলে যে কোন উপায়ে হউক, তারাকে হস্তগত করিয়া, তাহার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করিয়া আপনি সেই রাজ্যৈশ্বর্য্য ভোগ করিবে; কিন্তু সেই ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ অন্তর্যামী চক্রীর চক্রে সকলই বিপরীত ঘটিল। অধর্ম্মের পরাজয় ও ধর্ম্মেরই জয় হইল। রঘু ডাকাত পুনরায় রায়মল্লের হস্তে কয়েদ হইল। এবার বন্দী হইয়া নিজের শাস্তি লাঘবের জন্য রায়মল্ল গোয়েন্দার হস্তে সেই সকল কাগজ-পত্র প্রদান করিল।

রায়মল্ল সাহেব যাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তাহাই প্রাপ্ত হইয়া রঘু-ডাকাতকে আশ্বাসপ্রদান করিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে এই কারণেই তাহার যাবজ্জীবন করাবাসের দণ্ডাজ্ঞা না হইয়া তাহা অপেক্ষা কতক লঘুদণ্ড হইল।

জগৎসিংহের চিরনির্ব্বাসন দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হয়, কিন্তু হতভাগ্যকে তাহা আর ভোগ করিতে হয় নাই। তৎপূর্ব্বেই কারাগারে সর্পদংশনে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

রাজারামের দ্বাদশ বৎসর কারাবাস দণ্ড হয়, এতদ্ব্যতীত অন্যান্য চক্রান্তকারী দস্যুগণের যথোপযুক্ত দণ্ড হইয়াছিল। তদবধি রাজস্থানের জনপদবাসিগণের ভয়-ভাবনার মাত্রা তিরোহিত হয়।

তারা আপন বিষয়-সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া খুল্লতাত অজয়সিংহের উপর সমস্ত ভারার্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলে অজয়সিংহ রায়মল্লের সহিত তাহার বিবাহ প্রস্তাব করেন। তারা রায়মল্ল সাহেবের গুণে যেরূপ বিমুগ্ধ ও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে এ প্রস্তাবে অমত করিবার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং শুভদিনে শুভক্ষণে শুভবিবাহে রায়মল্ল ও তারার শুভ-সম্মিলন হইল। অজয়সিংহ তারার গর্ভজাত এক পুত্র ও কন্যা দেখিয়া পরলোক গমন করেন।

রঘু ডাকাত কারাগারে পূর্ণ দণ্ডভোগ করিয়া মুক্তি পাইলে পুনরায় রায়মল্ল গোয়েন্দা ও তারার শরণাপন্ন হয়। তাঁহারাও তাহার সকল দোষ ভুলিয়া গিয়া, যতদিন সে জীবিত ছিল, ততদিন তাহাকে প্রতিপালন করেন।

সমাপ্ত।

উপন্যাস-সন্দর্ভ

শ্রীপাঁচকড়ি দে-সম্পাদিত

ইহাতে প্রবীণ ঔপন্যাসিকদিগের উপাদেয় উপন্যাসসমূহ আংশিকভাবে নহে, একবারে স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে পর্য্যায়ানুসারে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে ; প্রকাশযোগ্য হইলে নবীন লেখকদিগের লিখিত উপন্যাসও ইহাতে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মহাশয় কেবল পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া ক্ষান্ত নহেন, তিনি যত্নপূর্ব্বক সমুদয় পুস্তকেরই সংশোধন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিতেছেন, এবং তাঁহার স্ব-লিখিত উপন্যাসও এই পর্য্যায়ে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রায় সকল উপন্যাস সুন্দর হাফটোন চিত্রাবলীতে পরিশোভিত। অগ্রিম মূল্য গ্রহণের নিয়ম নাই, পুস্তক প্রকাশিত হইলে প্রথমেই গ্রাহকবর্গের নিকট ভিঃ পিঃ ডাকে প্রেরিত হয়।

উপন্যাস-সন্দর্ভে প্রকাশিত উপন্যাস সম্বন্ধে অভিমত

"ভীষণ প্রতিশোধ। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। ইহার রহস্য-বিন্যাসের কৌশলও সুন্দর ; ভাষার স্রোতে, উপর্য্যুপরি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে ইহা পাঠকের হৃদয়ে কেমন আগ্রহের সঞ্চার করে! পুস্তকখানির আকার খুব বড় হইয়াছে ; চেষ্টা করিলে গ্রন্থকার ছোট করিতে পারিতেন। ভবিষ্যতে তিনি এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর পন্থা অবলম্বন করিলে ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস প্রণয়নে যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিবেন।" জাহ্নবী। মাঘ, ১৩১১ সাল।

"ভীষণ প্রতিশোধ। ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। শ্রীযুক্ত মনীন্দ্রনাথ বসু এই পুস্তকের প্রণেতা ও বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লেখক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে ইহার সম্পাদক। লেখকের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস লিখিবার বেশ হাত আছে, তাহার উপর পাঁচকড়ি বাবুর সম্পাদনে পুস্তকখানি সুপাঠ্য হইয়াছে। চরিত্রগুলির মধ্যে নিঃস্বার্থ প্রেমিক এলবার্ট উইলিয়মের চরিত্রটি আমরা আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ক্লিওপেট্রা ও লর্ড পেমব্রোকের চরিত্রদ্বয়ও বেশ ফুটিয়াছে। অর্চ্চনা। মাঘ, ১৩১৫ সাল।

"বাঙ্গালীর বীরত্ব। ঐতিহাসিক বাঙ্গালীর বীরত্ব নহে, প্রতাপ, কেদার রায়, সীতারামের বীরত্ব নহে ; সাধারণতঃ কার্য্যক্ষেত্রে বাঙ্গালী কিরূপ সাহস অবলম্বনে আত্মরক্ষা ও পরকে রক্ষা করিতে পারে, তাহারই পরিচয় ছত্রে ছত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কজ্জলার চরিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। পুস্তকখানি পুরাতনের জীর্ণ-সংস্কার করিয়া খাঁটি নূতন দাঁড়াইয়াছে। আমরা জানিতাম, শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয় ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস রচনায় বঙ্গে অদ্বিতীয় ; কিন্তু এখন দেখিতেছি, সম্পাদনেও তিনি সিদ্ধহস্ত। আমরা পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি।" জাহ্নবী। শ্রাবণ, ১৩১৬ সাল।

বিষম বৈস্চন

অভিনব ঘটনা-বৈচিত্র্যময় উপন্যাস।

এই পুস্তক পাঠ করিয়া প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র "বঙ্গবাসী" সম্পাদক বলেন, অনেকেই যে এই উপন্যাসের নামে চমকাইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ফল কথা, স্ত্রীবেশে পুরুষের নানা লীলা-খেলাকেই "বৈস্চন" বলে; এই গ্রন্থে এইরূপ লীলাখেলার কথাই আছে। পড়িতে খুব আমোদ হয়, এইরূপ আমোদজনক গল্প লিখিতে দে মহাশয় সিদ্ধহস্ত—ভাষা বেশ। রহস্যরঙ্গে পাঠকের অঙ্গ উল্লসিয়া উঠে। প্রতিহিংসা এবং ভালবাসার এমন পাশাপাশি চিত্রও আর কোন উপন্যাসে চিত্রিত হয় নাই! যেমন একদিকে প্রতিহিংসায় খুন আছে—আবার অপর দিকে প্রেমে প্রাণদানের শক্তি বিকসিত। ধনীর সুরম্য প্রমোদোদ্যানের নব-প্রস্ফুটিত গোলাপ-পুষ্প দরিয়া, এই নবীনা সুন্দরী দরিয়ার পার্শ্বে বিজনবাসিনী মীনাসুন্দরী—বনফুল—কিন্তু যোজনবিস্তারী পবিত্র সৌরভময়ী। দুর্ভেদ্য জটিলরহস্যে ইহা আদ্যোপান্ত সমাচ্ছন্ন। চিত্রশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৷০ মাত্র।

হত্যা-রহস্য

ডিটেক্টিভ প্রহেলিকা।

রূপজমোহে মুগ্ধ হইলে মানুষ কেমন করিয়া পাপের অধস্তন গহ্বরে নিমজ্জিত হয়, নরহত্যায় হস্তপ্রসারণ করিতেও সঙ্কোচ করে না; আবার এদিকে যখন প্রেমের পূর্ণজ্যোতিঃ হৃদয়ে বিভাসিত হয়—তখন নারী কিরূপে দেবীর আসন প্রাপ্ত হয়—আবার তাহারই বিকারে কিরূপে রমণী দানবী সাজে তাহা ইহাতে সুচিত্রিত দেখিবেন; আরও দেখিবেন, লোমহর্ষণ ভীষণ নরহত্যা—সয়তানের প্রলোভনে মানবের অধঃপতন—দেবত্ব হইতে পশুত্বে পরিণত। তাহার পর অপার্থিব প্রেমের অমর-কাহিনী—পবিত্র মন্দাকিনী ধারার বিপুল প্লাবন। ইহার বিস্ময়জনক কাহিনী ঐন্দ্রজালিক মায়ালীলার ন্যায় হৃদয়ে এমন এক অদম্য চিত্তোত্তেজনা সৃষ্টি করে যে, কেহ মুগ্ধ ও বিস্ময়-বিহ্বল না হইয়া থাকিতে পারিবেন না। সুদৃঢ় সুরম্য বাঁধান, [সচিত্র] মূল্য ১৷৵০ মাত্র।

লক্ষটাকা

অতীব রহস্য ও লোমহর্ষণ ঘটনাপূর্ণ অপূর্ব্ব ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। এক লক্ষটাকা লইয়া মহা বিড়ম্বনা—সকলেই বিড়ম্বিত—কি উভয় সৈয়দজী, কি গোপালরাম, কি হরকিষণ, কি জয়বস্ত, কি তুলসী বাঈ, কি দস্যু মেটা, কি হিঙ্গন বাঈ—সকলেরই উপর এই লক্ষটাকা নিজের অনিবার্য্য প্রভাব বিস্তার না করিয়া ছাড়ে নাই—তাহারই ফলে কেহ মরিয়াছে, কেহ ডুবিয়াছে, কেহ আত্মহত্যা করিয়াছে, কেহ খুন হইয়াছে, কেহ খুন করিয়াছে—কেহ পাগল হইয়াছে—বলিতে কি, ইহার আদ্যোপান্ত প্লাবিত করিয়া যেন বিপুল রক্তস্রোত প্রবলবেগে বহিয়াছে—পড়ুন—এমন আর পড়েন নাই। [সচিত্র] সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৸৹ মাত্র।

নরাধম

রহস্য-প্রধান উপন্যাস প্রণয়নে শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বাবুর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী নাই; পুস্তকের ললাটের উপরে তাঁহার সুপরিচিত নাম দেখিলে স্বতই মনে হয়, নিশ্চয়ই এই পুস্তকের মধ্যে কোন এক কল্পনাতীত বিপুল রহস্যের বিরাট আয়োজন হইয়াছে। পাঠকালে কখন সবিস্ময়ে চমকিত, কখন সভয়ে শিহরিত, কখন বা সাশ্চর্য্যে স্তম্ভিত হইবেন—ইহাই বিশেষত্ব; [সচিত্র] সুন্দর, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৲ মাত্র।

জয়-পরাজয়

সাহিত্য-উপবনের অপূর্ব্ব রহস্যকুসুম—সেই কুসুম-সৌরভ—ফুল্ল-কুসুম-রূপিণী বেদিয়া কুঞ্জলতা। কুঞ্জলতা রহস্যময়ী, প্রেমময়ী, স্নেহময়ী—সেই সৌন্দর্য্যময়ী—ভাবময়ী—কুঞ্জলতা প্রেমের প্রতিমা। তাহার পর নর্ত্তকী সুগায়িকা অপরূপ-রূপবতী মনিয়া বাইজী—কোমলে কঠিনা—চাপল্যে চঞ্চলা—চাতুর্য্যে প্রখরা—কার্য্যে কুশলা—আলাপে মনোমোহিনী। এই দুই বিপরীত চিত্র অতি দক্ষতার সহিত পাশাপাশি চিত্রিত। তাহার পর ঘটনার যেন স্রোত বহিয়া গিয়াছে—অশ্বারোহিণী নারীদস্যুর ভীষণতর কার্য্যকলাপে পাঠকের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে মনে হইবে, বিশ্ববিখ্যাত রঘু ডাকাতেরও হৃদয়ে এই নারীদস্যুর মত এত অধিক সাহসের সমাবেশ ছিল না। সুদৃঢ় বাঁধান, চিত্রপরিশোভিত মূল্য ১৲ মাত্র।

রহস্য-বিপ্লব

এই উপন্যাস নিজের নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। একবার পড়িতে আরম্ভ করুন, আর আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া অতীব আগ্রহের সহিত পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টাইতে থাকুন – এ রহস্য-সমুদ্রের তরঙ্গ অনন্ত। ঘটনার পর ঘটনা – ঘটনাও অনন্ত। রহস্য এমন জটিল যে, বোম্বে-নিবাসী কীর্ত্তিকর, দাদা ভাস্কর ও লালুভাই—তিনজনই বিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ – বিস্ময়-বিহ্বল। অবশেষে ক্ষমতাশালী কীর্ত্তিকরের অপূর্ব্ব রহস্য আবিষ্কার! কর্ত্তব্যে কোমলা রাজলক্ষ্মী—কর্ত্তব্যে কঠোরা কমলা—কর্ত্তব্যে অবিচঞ্চলা-স্থিরা রতন বাঈ প্রভৃতি চরিত্র-সৃষ্টি চমৎকার—সে সকল না পড়িলে বুঝিবেন না। চিত্রপরিশোভিত, মূল্য ১৷৷০ মাত্র।

সহধর্ম্মিণী

এই উপন্যাসে এক ব্যর্থ প্রেমের সম্পূর্ণ বিষণ্ণ-কাহিনী- হৃদয়ের দাবদাহ—মনস্তত্ত্বের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ—প্রণয়ে সংশয়—গুপ্তহত্যা—মৃত কি জীবিত, সুখের সংসারে সন্দেহের বিষময় ফল। সতীশ, রমেশ, প্রফুল্ল, হেমাঙ্গিনী, পিসী-মা সকল চরিত্র যেন সজীব মূর্ত্তিতে চলা-ফেরা করিতেছে, স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "সহধর্ম্মিণী" পড়িতে দিন্। বিবাহাদি শুভকার্য্যে প্রীতি উপহার দিতে এমন উপাদেয় উপন্যাস আর নাই। ইহা প্রথমে বাহির হইলে ২৪ দিনে ১৪০০ বই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল—বঙ্গ-সাহিত্যে এরূপ প্রায় ঘটে না। [সচিত্র] সুরম্য বাঁধাই, মূল্য ১৲ মাত্র।

বিদেশিনী

কে এ বিদেশিনী – রূপসীর শিরোমণি—কোথা হইতে আসিল—কেন আসিল – কোথায় যাইবে? হৃদয়ে ওকি ভালবাসা, না নিষ্ফল প্রণয়ের হতাশা! ওকি বুকের ভিতরে লুকানো শোণিতাক্ত শাণিত ছুরিকা না এ হত্যা-বিভীষিকা! কে বলিবে? হিংসার রক্তধারার সহিত প্রণয়ের পীযূষধারা আর বিদ্বেষের বিষধারা এই ত্রিধারা একত্রে মিলিয়া প্রবল-প্রবাহে টনার সাগর-সঙ্গমের দিকে ছুটিয়াছে। সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৸০ মাত্র

ভীষণ-প্রতিশোধ

এ যে-সে প্রতিশোধ নহে—অস্ত্রে অস্ত্রে—রক্তে রক্তে—জীবনে মরণে প্রাণঘাতী জ্বলন্ত প্রতিশোধ! বিষ প্রয়োগ—ঘাতক নিয়োগ! অকূল সমুদ্রবক্ষে জাহাজে জাহাজে ভীষণ যুদ্ধ—কামান গর্জ্জন—মুহুর্মুহুঃ জ্বলন্ত গোলাগুলি বর্ষণ—রমণী ধর্ষণ; এক সুন্দরী শিরোমণি রূপসীরাণী রমণীকে লইয়া প্রণয়-বিদ্বেষে সাংঘাতিক সংঘর্ষ! আদালত-প্রাঙ্গণে সর্ব্বসমক্ষে প্রকাণ্ড দিবালোকে গুলি করিয়া ভীষণ নারী-হত্যা, নদীগর্ভে নরকঙ্কাল উদ্ধার! ইংরাজ ডিটেক্‌টিভের সহিত ভারতবর্ষীয় ডিটেক্‌টিভের প্রতিযোগিতা—প্রতিদ্বন্দ্বিতা—উভয়েই মহা চতুর। যাহা কখনও পড়েন নাই, এইবার পড়ুন। [সচিত্র] মূল্য ১৸৵০ মাত্র।

ভীষণ-প্রতিহিংসা

আপনি যদি "ভীষণ-প্রতিশোধ" পড়িয়া থাকেন, তাহা হইলে ঠিক সেই ধরণের চমকপ্রদ ঐন্দ্রজালিক রহস্যপূর্ণ এই উপন্যাসখানিও আপনি না পড়িয়া থাকিতে পারিবেন না। ইহাতেও রহস্য তেমনি গভীর—নিবিড়—ঘটনা-বৈচিত্র্যে তেমনি লোমহর্ষণ—ভীষণ হইতে ভীষণতর, পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে বিস্ময়ে স্তম্ভিত—ভয়ে শিহরিত—উদ্বেগে অস্থির—গভীর চক্রান্তে চমকিত—আগাগোড়া অতুল কৌতূহলে আকুল করিয়া তুলিবে। [সচিত্র] মূল্য ১৷০ মাত্র।

শোণিত-তর্পণ

নানা-সাহেবের সিপাহী-বিদ্রোহ—কানপুরের সেই ভীষণ হত্যাকাণ্ড! পাষণ্ড নানার প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্র, ভীষণ নিষ্ঠুরতা, কিন্তু নানা-সাহেব-দুহিতা ময়না পাষাণে নলিনী, স্বদেশপ্রাণা সুন্দরী ময়নার স্বদেশের জন্য প্রাণপাত—জ্বলন্ত অনলে আত্মোৎসর্গ! স্বদেশ-সেবক বীর তাত্তিয়া তোপী—তাহার সহিত লর্ড ক্যানিং, টমাস হে, জেনারেল আউটরাম প্রভৃতি ইংরাজ ধুরন্ধরদিগের সংঘর্ষ। ইহার সহিত সেই বিশ্ব-বিখ্যাত ফরাসী দস্যু রবার্ট ম্যাকেয়ারের সংযোগ এবং তদনুসরণে প্রবীণ ডিটেক্‌টিভ সর্দ্দার রামপালের আবির্ভাবে প্রতি পরিচ্ছেদে কি বিরাট্ ব্যাপারের অবতারণা দেখুন। বহুচিত্রে সুশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৷০ মাত্র।

রঘু ডাকাত

সেই বিশ্ব-বিখ্যাত রঘু সর্দ্দারের ভীষণ কাহিনী পড়িতে কাহার না কৌতূহল হয়? অনেকে কেবল সেই দুর্দ্দান্ত রঘু ডাকাতের নাম মাত্র শুনিয়াছেন, কিন্তু তাহার অপূর্ব্ব কার্য্যকলাপ, অসীম প্রতাপের কথা সকলকেই বিস্ময়চকিতচিত্তে পাঠ করিতে হইবে; সকলে সত্বর হউন, প্রত্যহ রাশি রাশি পুস্তক বিক্রয় হইতেছে, চিত্রশোভিত ও সুরম্য বাঁধান। মূল্য ১৲ মাত্র।

মৃত্যু-রঙ্গিণী

এই উপন্যাসের নায়িকা-সুন্দরী যথার্থই মৃত্যু-রঙ্গিণী বটে! এই রমণী পিশাচী অপেক্ষাও ভয়ঙ্করী, নরহত্যা, নারীহত্যা, স্বামীহত্যা, হত্যার উপরে হত্যা; এই রমণী সাহসে, প্রতাপে, কৌশলে, চাতুর্য্যে, শঠতায়, দম্ভে গর্ব্বে কোনও অংশে রঘু ডাকাতের কম নহে, ইহাকে "মেয়ে রঘু ডাকাত" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুরম্য বাঁধান, [সচিত্র] মূল্য ৸৹ মাত্র।

হরতনের নওলা

এই উপন্যাসে এক বিরাট্ খুন-রহস্যের সঙ্গীন মোকদ্দমা, আদালত অভিভূত, কিন্তু একখানি হরতনের নওলা তাসে, সেই বিরাট-রহস্য যেন সূর্য্যোদয়ে নিবিড় অন্ধকার নিমেষে কাটিয়া গেল, সকলেই বিস্ময়-বিহ্বল—চমকিত—স্তম্ভিত। পুণ্যের দিকে বিজ্ঞ যজ্ঞেশ্বর, সুশীলা ষোড়শী সুন্দরী মনোরমা যেমন জ্যোতির্ম্ময় চরিত্র-চিত্র, তেমনি পাপের দিকে নারকী নবীনচন্দ্র, রূপসী-কলঙ্কিনী কমলিনীর চরিত্র অন্ধকারময় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত—অপূর্ব্ব! [সচিত্র] সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৲ মাত্র।

মরিয়ম

প্রেমের জন্য প্রাণদান—জীবনের বিনিময়—হৃদয়ের দারুণ সংশয় আরও আছে, নির্জ্জন ভীষণ প্রেতপুরী! তথা ভীষণ ভূতুড়ে কাণ্ড—ভূতের পিছনে গোয়েন্দা; ভৌতিক-রহস্যের বিষম সমন্বয়, সুরম্য বাঁধান [সচিত্র] মূল্য ৸৹ মাত্র।

[পরপৃষ্ঠা দেখুন।

অনেক দিনের পর অনেকের আগ্রহে

এই দুইখানি উপন্যাস পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে,

প্রত্যহ রাশি রাশি বিক্রয়—বিলম্বে আবার হতাশ হইবেন।

হরতনের নওলা

এই ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস দুর্ভেদ্য রহস্য-জালে আদ্যোপান্ত সমাচ্ছন্ন; চলিত মোকদ্দমা ঘটনা-পারম্পর্য্যে ক্রমশঃ এরূপ রহস্য-প্রাপ্ত ও সঙ্গীন হইয়া উঠিল যে, বিচারপতি, জুরী, উকিল, কৌন্সীল এবং দর্শকগণ পর্য্যন্ত মহা বিস্মিত; সকলে সেই রহস্যোদ্ভেদ করিবার জন্য যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, রহস্য ততই আরও জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল; কিন্তু বহুদর্শী সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ-ইন্‌স্পেক্টর হরিদাসের কৌশলে এই গভীরতর রহস্যের এরূপভাবে উদ্ভেদ হইল যে তাহা আরও এক মহা বিস্ময়াবহ ব্যাপার! পুণ্যের দিকে উজ্জ্বল প্রভাময় চরিত্র-চিত্র—কর্ত্তব্যপরায়ণ যজ্ঞেশ্বর, মর্ম্মাহতা ষোড়শী সুন্দরী মনোরমা—স্ব স্ব মহিমায় গৌরবান্বিত। আবার পাপের দিকে পাপিষ্ঠ নবীনচন্দ্র ও পাপিষ্ঠা কমলিনী অন্ধকারময় নিবিড় কৃষ্ণবর্ণে চিত্রিত—আর তাহার মাঝখানে আরও এক মহিমময় দীপ্ত চরিত্র আছে—তিনি নররূপী দেবতা—এত উচ্চ হৃদয় মানবের হয় না।

চিত্রশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ১৲ মাত্র।

মৃত্যু-রঙ্গিণী

ইহাও একখানি অতি উৎকৃষ্ট ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস। পিতৃহীনা অনাথা, ডাকিনী-কর-কবলিতা নবীনা সুন্দরী শ্রীমতী মনোমোহিনী চরিত্র-গৌরবে যেন ফুটন্ত মল্লিকা—স্বীয় চরিত্র-মাহাত্ম্যে পাঠকমাত্রেরই সহানুভূতি আকর্ষণ করিবে। নিঃশ্বসিতা সর্পিণীতুল্যা বিমাতার পাপ-কাহিনী পাঠ করিয়া চিরমহাপাপীরও পাপের প্রতি ঘৃণা জন্মিবে। ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র—ষড়্‌যন্ত্রের উপরে ষড়্‌যন্ত্র—তাহার ফলে জীবন্ত দেহ ভূগর্ভে নিহিত—ভীষণতর ব্যাপার। প্রবীণ ডিটেক্‌টিভ রাজীবলোচন ও তৎসহচর সুনিপুণ গোয়েন্দা ধনদাসের দুঃসাহসিকতায় পাঠকগণ আপাদমস্তক শিহরিত হইবেন। চিত্রশোভিত, সুরম্য বাঁধান, মূল্য ৸৹

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স—২০৩।১।১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, অথবা
পাল ব্রাদার্স, ৭ নং শিবকৃষ্ণ দাঁর লেন, যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।